জুলাই ২০১৮ - আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৫

সচিত্র বাংলাদেশ

বাজেট ২০১৮-১৯
প্রত্যাশা পূরণের অনন্য দলিল

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
পরিকল্পিত পরিবার সুরক্ষিত মানবাধিকার

হারিয়ে যাওয়া কবিতায় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন, কিনুন ও লেখা পাঠান

লেখা পাঠাতে ই-মেইল করুন
email : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com

- গ্রাহকগণের যোগাযোগের সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করা প্রয়োজন।
- বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। নগদে বা মানিঅর্ডারে গ্রাহকমূল্য পাওয়ার পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি প্রতি মাসে ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- ক্রয়, এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

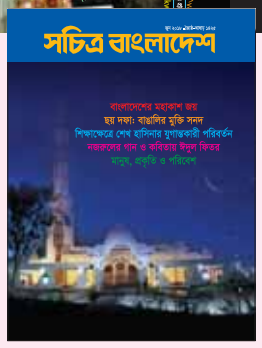

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৩১১৪২
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: editornobarun@dfp.gov.bd ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

জুলাই ২০১৮ ❑ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৫

টাকা আসবে কোথা থেকে

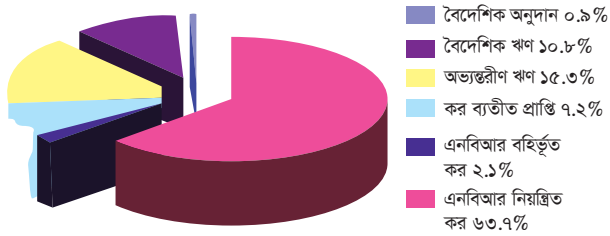

ব্যয় হবে কোথায়

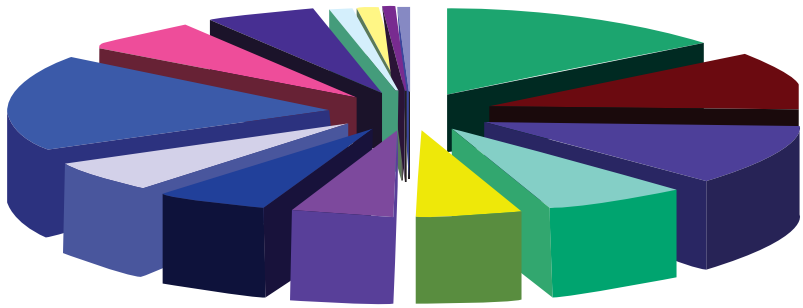

বাজেট ২০১৮-১৯

সম্পাদকীয়

২৮শে জুন জাতীয় সংসদে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট পাস হয়েছে। 'সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক এ বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা। ৭ই জুন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করেন। এবারের বাজেটে রাজস্ব ও অনুদানসহ সামগ্রিক আয় ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৩৯ হাজার ২৮০ কোটি টাকা। মোট ঘাটতি ১ লাখ ২৫ হাজার ২৯৩ কোটি টাকা। জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৭.৮%। এদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ধারাবাহিক সফলতা ধরে রাখার প্রত্যয় প্রতিফলিত হয়েছে এ বাজেটে।

'পরিকল্পিত পরিবার, সুরক্ষিত মানবাধিকার' প্রতিপাদ্য নিয়ে ১১ই জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য অনেক। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬২ শতাংশ হয়েছে। ১৯৭২ সালে দম্পতি প্রতি সন্তান ছিল ৬.২ জন, এখন তা কমে হয়েছে ২.৩ জন। ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজানোর কাজ অব্যাহত রয়েছে।

গান ও কবিতার দেশ বাংলাদেশ। এদেশের সাহিত্যভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষের ভাবাবেগ, লালিত মূল্যবোধ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা উপজীব্য করে কবি-সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্যকর্ম যুগ যুগ ধরে মনের গহীনে জায়গা করে নিয়েছে। স্মৃতির পাতায় অবিনশ্বর হয়ে উঠেছেন লেখক-কবিগণ। তবে কালের বিবর্তনে অন্যান্য অনেক কিছুর মতো লেখনিতেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আগের মতো মানবিক আবেদন এখনকার সাহিত্যকর্মে অনুপস্থিত, যা পীড়া দেয় সাহিত্য সমালোচকদের।

জিলহজ মাসে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২১শে আগস্ট পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হতে পারে। বাংলাদেশ থেকে ১৪ই জুলাই শুরু হয়েছে হজ ফ্লাইট। এ বছর পবিত্র হজ পালনে বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ ২৬ হাজার ৭৯৮ জন সৌদি আরব যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে ৬ হাজার ৭৯৮ জন সরকারি ব্যবস্থাপনায় ও বাকি ১ লাখ ২০ হাজার জন বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাচ্ছেন। পুণ্যার্থীদের জন্য *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পক্ষ থেকে শুভ কামনা রইল।

বর্ষা মৌসুম চলছে। সৌন্দর্যে, দাক্ষিণ্যে এবং প্রভাবে বর্ষাকাল তুলনাহীন। এ সময় প্রকৃতি এবং মানুষ লাভ করে এক নতুন জীবন। সতেজ সজীবতায় অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় বাংলাদেশের সুবিস্তৃত প্রকৃতি।

উল্লিখিত বিষয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ ছাড়াও কবিতা, গল্পসহ এ সংখ্যায় থাকছে নিয়মিত অন্যান্য আয়োজন। এছাড়াও 'বিশ্বজুড়ে জুলাই, স্মরণীয় ও বরণীয়' শিরোনামে একটি নিয়মিত কলাম শুরু করা হলো। আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
নাফেয়ালা নাসরিন

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
সৈয়দ মাসুদ হোসেন
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক), ৯৩৩২০১১
E-mail : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক**
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ
বাজেট ২০১৮-১৯ ৪
প্রত্যাশা পূরণের অনন্য দলিল
এম এ খালেক
বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
পরিকল্পিত পরিবার সুরক্ষিত মানবাধিকার ৮
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮ ১০
সচিত্র বাংলাদেশ প্রতিবেদক
হারিয়ে যাওয়া কবিতায় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ১২
ড. মোহাম্মদ হাননান
জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি ১৪
বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর তাজউদ্দীন আহমদ
খালেক বিন জয়েনউদদীন
ছবির দেশে কবিতার দেশে ১৭
নাসরীন জাহান লিপি
বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৮ ২০
শামসুজ্জামান শামস
মাদক প্রতিরোধে প্রয়োজন জনসচেতনতা ২২
ডা. নূরল হক
চিকুনগুনিয়া সম্পর্কে জানা-অজানা ২৩
নাফেয়ালা নাসরিন
জাতীয় স্বার্থে বন সৃজন অপরিহার্য ২৪
আফতাব চৌধুরী
জাতীয় অর্থনীতিতে সুন্দরবনের গুরুত্ব ২৬
রেজাউল করিম খোকন
শীতলপাটির বিশ্ব স্বীকৃতি ২৮
ফরিদ হোসেন
ভাতা প্রদান সরকারের মহৎ উদ্যোগ ২৯
মো. সালাহউদ্দিন
হজযাত্রায় করণীয় ৩৩
জে. আর. লিপি
বর্ষায় বাংলার প্রকৃতি ও রূপ ৩৬
সুলতানা বেগম
আমাদের হনুমান: বিপন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী ৩৮
আ ন ম আমিনুর রহমান
বিশ্বজুড়ে জুলাই: স্মরণীয় ও বরণীয় ৬৪

হাইলাইটস

গল্প

তবু ঠাঁই হলো তাঁর ৪১
ফজলে আহমেদ

অন্ধকারের ডানা ৪৩
নাসিম সুলতানা

কবিতাগুচ্ছ ১৬, ৩১, ৩২, ৪৫
সোহরাব পাশা, দেলোয়ার হোসেন, দেলওয়ার বিন রশিদ, জাকির আবু জাফর, জাকির হোসেন চৌধুরী, গোলাম নবী পান্না, রোকসানা গুলশান, খান চমন-ই-এলাহি, মিয়াজান কবীর, মণিকাঞ্চন ঘোষ প্রজীৎ, বাতেন বাহার, রফিক হাসান, প্রফুল্ল রায় সদাশীত, ম. মীজানুর রহমান, পারভীন আক্তার লাভলী, নাফেয়ালা নাসরিন, মুহাম্মদ ইসমাঈল, কামরুন নাহার মেঘলা, শাহরুবা চৌধুরী

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৬
প্রধানমন্ত্রী ৪৭
তথ্য মন্ত্রণালয় ৪৯
জাতীয় ঘটনা ৪৯
উন্নয়ন ৫০
নারী ৫১
শিক্ষা ৫২
প্রতিবন্ধী ৫২
স্বাস্থ্যকথা ৫৩
কৃষি ৫৩
সংস্কৃতি ৫৪
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৫
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৫৫
যোগাযোগ ৫৬
নিরাপদ সড়ক ৫৭
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৭
মাদক প্রতিরোধ ৫৮
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৯
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৫৯
আন্তর্জাতিক ৬০
শিল্প-বাণিজ্য ৬১
চলচ্চিত্র ৬২
ক্রীড়া ৬৩

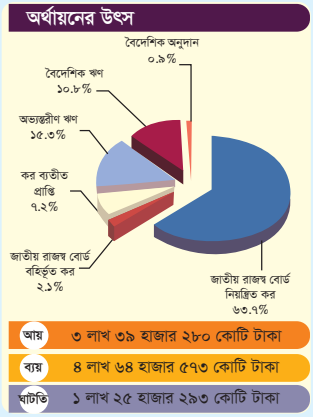

বাজেট ২০১৮-১৯ প্রত্যাশা পূরণের অনন্য দলিল

বিশ্ব অর্থনীতিতে দৃঢ় অবস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজ অবস্থান ধরে রেখে আগামীতে আরো দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে পাস করা হয়েছে ২০১৮-১৯ সালের ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকার বাজেট। বর্তমান সরকার আগামীতে যে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করবে তার প্রতিফলন ঘটেছে এবারের বাজেটে। এই বাজেটে কোনো কর বৃদ্ধি করা হয়নি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর কিছুটা হ্রাস করা হয়েছে। বস্তুত জনকল্যাণের নিরিখে নিবেদিত এ বাজেট সময়োপযোগী এবং বাস্তবধর্মী। এম এ খালেকের নিবন্ধে এ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে তার পর্যবেক্ষণের কথা পড়ুন, পৃষ্ঠা–৪

হারিয়ে যাওয়া কবিতায় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

কবিতা হলো ভাবের বাহন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিতায় উপদেশ কিংবা নীতিকথাই ছিল কবিতার প্রাণ। পরবর্তীতে আধুনিক যুগের শুরুর দিকে কবিদের উচ্চারিত শাশ্বত, চিরন্তন মূল্যবোধ এবং অসাম্প্রদায়িক বাণী কবিতাকে করেছে হৃদয়গ্রাহী। সহজ ও সাবলীল ভাষায় লিখিত এসব কবিতায় শিশু-কিশোরদের জন্য উপদেশ বাণীও থাকত। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মূল্যবোধ ও নৈতিকতায় উজ্জীবিত করতে নীতিবাক্য সংবলিত কবিতা চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন ড. মোহাম্মদ হাননান 'হারিয়ে যাওয়া কবিতায় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' নামক নিবন্ধে। এ নিয়ে বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা–১২

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পরিকল্পিত পরিবার সুরক্ষিত মানবাধিকার

১১ই জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য 'পরিকল্পিত পরিবার, সুরক্ষিত মানবাধিকার'। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ যে মানবাধিকারের একটি অংশ তা বিস্তৃত পরিসরে বলা হয়েছে। বস্তুত ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে হলে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের কোনো বিকল্প নেই। আশার কথা হলো, পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য অনেক। ১৯৭২ সালে দম্পতি প্রতি সন্তান ছিল ৬ দশমিক ২ জন, বর্তমানে তা কমে হয়েছে ২ দশমিক ৩ জন। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, পৃষ্ঠা–৮

হজযাত্রায় করণীয়

ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের একটি হচ্ছে হজ। প্রতিবছর জিলহজ মাসের ৯ তারিখ পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়। হজ প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য অবশ্যই পালনীয়। এতে কার্পণ্য বা শৈথিল্য করার কোনো অবকাশ নেই। হজ পালনে হজযাত্রীদের পূর্ব প্রস্তুতি ও কার্যক্রম রয়েছে, যা তাঁদের জানা অবশ্যক। এতে হজযাত্রীদের যাত্রা এবং হজ পালন সহজ হবে। এলক্ষ্যে 'হজযাত্রায় করণীয়' শিরোনামে একটি নিবন্ধ ছাপানো হলো এ সংখ্যায়। দেখুন, পৃষ্ঠা–৩৩

মাদক প্রতিরোধে প্রয়োজন জনসচেতনতা

মাদকাসক্তি সমাজ উন্নয়নের পথে বড়ো অন্তরায়। আধুনিক বিশ্বে সর্বগ্রাসী মাদকাসক্তির হিংস্র থাবা ক্যানসারের মতো গ্রাস করছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাইকে। গবেষণায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধূমপান থেকেই নেশার অভ্যাস শুরু হয়। তাই মাদক হিসেবে ধূমপানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। মাদক ও ধূমপান নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে ডা. নূরল হকের একটি বিশ্লেষণধর্মী রচনা। দেখুন, পৃষ্ঠা–২২

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

বাজেট ২০১৮-১৯
প্রত্যাশা পূরণের অনন্য দলিল

এম এ খালেক

বড়ো ধরনের সংযোজন-বিয়োজন ছাড়াই জাতীয় সংসদে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। উপস্থিত সংসদ সদস্যগণ বিপুল করতালির মাধ্যমে প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন করেন। তাঁরা বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট প্রণীত হয়েছে তা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক অনন্য দলিল হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ যেভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে দৃঢ় অবস্থান সৃষ্টি করে চলেছে তা অব্যাহত রাখা এবং আগামীতে আরো দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এই বাজেট বিশেষ অবদান রাখবে। আগামীতে বর্তমান সরকার যেসব উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করবে তার চিত্র এই বাজেটের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। তাঁরা অর্থমন্ত্রীকে এমন সময়োপযোগী এবং বাস্তবধর্মী বাজেট প্রণয়নের জন্য ধন্যবাদ জানান। ইতিপূর্বে অনেকেই বলেছিলেন, জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে যে বাজেট প্রণীত হতে যাচ্ছে তাতে নির্বাচনে ভোটারদের আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যেতে পারে। অর্থমন্ত্রী অবশ্য অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় এই সমালোচনার উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমার প্রতিটি বাজেটই নির্বাচনি বাজেট। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁর হাতে প্রণীত প্রতিটি বাজেটই জনকল্যাণের নিরিখে নিবেদিত। জনদুর্ভোগ সৃষ্টি নয়, সর্বোচ্চ জনকল্যাণ সাধনই তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য। তিনি আরো বলেছেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা আমাকে প্রতিনিয়তই স্বপ্নচারী করে। আমি বাংলাদেশের মানুষের ওপর প্রচণ্ড রকম আস্থাশীল। তারা যে-কোনো অসাধ্য সাধন করতে পারে। বাজেট প্রণয়নের আগেই অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে কর হার খুব একটা বাড়বে না। তিনি সেই অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন। বাজেটে তেমন কোনো কর বৃদ্ধি করা হয়নি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর হার কিছুটা হলেও হ্রাস করা হয়েছে। যেমন– সরকার করপোরেট ট্যাক্স ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে সাড়ে ৩৭ শতাংশ করেছে। বিশেষ করে ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য এই কর হার হ্রাস করা হয়েছে। ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য এই কর ছাড় দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমিয়ে আনা এবং তা সিঙ্গেল ডিজিটে নিয়ে আসা। ইতোমধ্যেই ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক উদ্যোক্তাদের সংগঠন 'বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস' আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংক ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে অর্থাৎ ৯ শতাংশে নামিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছে। ২৯শে জুন পর্যন্ত ৩৮টি ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকের মধ্যে ২০টি ব্যাংক সুদ হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছে। অবশিষ্ট ১৮টি ব্যাংকও খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে বলে জানা গেছে। ব্যাংক ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার এই উদ্যোগ যে-কোনো বিচারেই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কারণ বাংলাদেশে ব্যাংক ঋণের সুদের হার অত্যন্ত বেশি। বেশি সুদ হারের কারণে উদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যে পণ্য ও সেবা উৎপাদন করছেন তার উৎপাদন ব্যয় অন্যান্য দেশের পণ্যের তুলনায় অনেক বেশি হচ্ছে। ফলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্যকে অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বর্তমান পর্যায়ে ব্যাংক ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নেমে আসার ফলে পণ্য উৎপাদকগণ কিছুটা হলেও সুবিধা লাভ করবে। ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমিয়ে আনার সুবিধার্থে ইতিপূর্বে ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য বেশকিছু প্রণোদনামূলক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যেমন– কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সিডিউল ব্যাংকগুলোর বিধিবদ্ধ জমার হার সিআরআর (ক্যাশ রিজার্ভ

রেশিও) সাড়ে ৬ শতাংশ থেকে এক শতাংশ কমিয়ে সাড়ে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ব্যাংকিং সেক্টরে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বাড়তি তারল্য সংযুক্ত হয়েছে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আমানতের ৫০ শতাংশ ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকে সংরক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আগে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান তাদের মোট আমানতের ২৫ শতাংশ ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে পারত। এসব পদক্ষেপ ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানোর ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, ব্যাংক ঋণের সুদের হার হ্রাস পেলে তা দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি উন্নয়নে আরো সহায়ক হবে। কারণ এতে উৎপাদন ব্যয় অনেকটাই হ্রাস পাবে। একই সঙ্গে বিদেশি ঋণের প্রতি এক শ্রেণির উদ্যোক্তার আগ্রহও হ্রাস পাবে এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বিদেশে বিনিয়োগের আকাঙ্ক্ষাও কমে যাবে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট প্রণয়ন এবং পাস করা হয়েছে তা নানা কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ৭ই জুন জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য রাষ্ট্রীয় বাজেট উপস্থাপন করা হয়। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ঐ দিন বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংসদে এই বাজেট পেশ করেন। এবারের জাতীয় বাজেট সরকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা হলো বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক ১০ম বাজেট। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আর কোনো সরকার ধারাবাহিকভাবে ১০টি বাজেট প্রণয়ন করতে পারেনি। এমনকি ব্যক্তি হিসেবে অর্থমন্ত্রীর জন্যও এবারের বাজেট ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি এবার নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ১০টি বাজেট পেশ করলেন। এছাড়া তিনি ৮০'র দশকে আরো দুবার বাজেট প্রণয়ন করেছিলেন। ধারাবাহিকভাবে বাজেট পেশ– সে হিসেবে বর্তমান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত একটি অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটটি আরো একটি বিশেষ কারণে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই বাজেট বাস্তবায়নকালেই পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কাজেই এটাই বর্তমান মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বাজেট। মোট তিনটি সরকার এই বাজেট বাস্তবায়ন করবে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার অর্থবছরের প্রায় ৫ মাস এই বাজেট বাস্তবায়ন করার সুযোগ পাবে। তারপর বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নির্বাচনকালীন ক্ষুদ্রায়তন সরকার এর কিছুটা বাস্তবায়ন করবে। পরবর্তীতে নতুনভাবে নির্বাচিত সরকার প্রায় ৫ মাসের মতো বাজেট বাস্তবায়নের সময় পাবে। ইতোমধ্যেই অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শুরু থেকেই বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকগণ বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। বাজেট বাস্তবায়ন যাতে কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয় মূলত সেজন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জন অত্যন্ত বিস্ময়কর। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাংকের রেটিং-এ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। কিছুদিন আগে জাতিসংঘের তিনটি শর্ত পূরণ করে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ যদি তার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে তাহলে আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন। বাংলাদেশকে এক সময় যারা 'তলাবিহীন ঝুড়ি' এবং 'টেস্ট কেস' হিসেবে উপহাস করত আজ তারাও অকুণ্ঠচিত্তে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জনকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত একজন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন, তিনি যখন কলেজে পড়তেন তখন যেসব দেশ আগামীতে বিশ্ব অর্থনীতিতে টিকে থাকতে পারবে না বলে তাদের পড়ানো হতো তারমধ্যে বাংলাদেশের নাম ছিল। কিন্তু সেই বাংলাদেশ পরবর্তীতে যেভাবে উন্নতি অর্জন করেছে তা বিস্ময়করই বটে। এখন বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশকে এই অর্জন ধরে রাখতে হলে এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। বাজেট হচ্ছে সেই প্রস্তুতিরই একটি অংশ। বাংলাদেশ গত প্রায় ১০ বছর ধরে সাড়ে ৬ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। বিশ্বের

জাতীয় বাজেট ২০১৮-১৯

বাজেট	৪৮তম
বাজেট ঘোষণা	৭ই জুন ২০১৮
বাজেট ঘোষক	অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত
বাজেট পাস	২৮শে জুন ২০১৮
বাজেট কার্যকর	১লা জুলাই ২০১৮ থেকে
মোট বাজেট	৪,৬৪,৫৭৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.৩১%)
সামগ্রিক আয় (রাজস্ব ও অনুদানসহ)	৩,৪৩,৩৩১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.৫৩%, বাজেটের ৭৩.৯০%)
রাজস্ব আয়	৩,৩৯,২৮০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.৩৭%, বাজেটের ৭৩.০৩%)
বৈদেশিক অনুদান	৪,০৫১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.১৬%, বাজেটের ০.৮৭%)
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এডিপি	১,৭৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.৮২%)
মোট ব্যয়	৪,৬৪,৫৭৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.৩১%)। ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে অনুন্নয়নমূলক ব্যয়, খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম (নিট) এবং উন্নয়নমূলক ব্যয়
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	১,২১,২৪২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৭৮% ও বাজেটের ২৬.১০%)
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ছাড়া)	১,২৫,২৯৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৯৪% ও বাজেটের ২৬.৯৭%)
অর্থসংস্থান	১,২১,২৪২ কোটি টাকা
বৈদেশিক ঋণ (নিট)	৫০,০১৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৯৭% ও বাজেটের ১০.৭৭%)
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৭১,২২৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৮১% ও বাজেটের ১৫.৩৪%)
মোট জিডিপি	২৫,৩৭,৮৪৯ কোটি টাকা
অনুমিত বিষয়	জিডিপি প্রবৃদ্ধি: ৭.৮%
মূল্যস্ফীতি	৫.৬%

শীর্ষস্থানীয় ১০টি উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। গত অর্থবছরে দেশের অর্থনীতিতে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা উল্লেখের দাবি রাখে। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে বাংলাদেশ ৭ দশমিক ৬৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৫ দশমিক ৮ শতাংশ, যা অনেকটাই সহনীয় বলা যেতে পারে। মাথাপিছু জাতীয় আয়ের গড় পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭৫২ মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় হয়েছে ৩৪ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সাধারণভাবে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্যের হার ১২ দশমিক ৯ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের পুরো সময় জুড়ে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ৩২ থেকে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উঠানামা করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সার্ক দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ঘোষিত বাজেটে নতুন করে ১০ লাখ দরিদ্র মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে। ফলে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৯৬ লাখে উন্নীত হবে।

এমনই এক পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হলো। টাকার অঙ্কে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট হচ্ছে এ যাবৎকালের মধ্যে সর্ববৃহৎ বাজেট। প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মূল বাজেটের আকার ছিল ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকা। আর সংশোধিত বাজেটের আকার ছিল ৩ লাখ ৭১ হাজার কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটের বিবেচনায় আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট ৯৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বেশি। বাজেটে অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লাখ ৯১ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা। রাজস্ব আয় দেখানো হয়েছে ৩ লাখ ৩৯ হাজার ২৮০ কোটি টাকা। ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১ লাখ ২৫ হাজার ২৯৩ কোটি টাকা। বাজেটে আগামী অর্থবছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ৬৫ শতাংশ। এর আগে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭ দশমিক ২৪ শতাংশ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭ দশমিক ১১ শতাংশ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬ দশমিক ৫১ শতাংশ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৬ দশমিক ১২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। অনেকেই মনে করছেন, দেশের অর্থনীতি যে গতিতে এগিয়ে চলেছে তা অব্যাহত থাকলে চলতি অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত প্রবৃদ্ধির হার অতিক্রম করাটা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। চলতি অর্থবছরের জন্য বিনিয়োগের

বাজেট ২০১৮-১৯ মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ [কোটি টাকায়]

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট বরাদ্দ ২০১৮-১৯	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট বরাদ্দ ২০১৮-১৯
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	২৩	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪,৯৬৩
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	৩৩২	তথ্য মন্ত্রণালয়	১১৬৬
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২৮০১	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫০৯
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১৪৭	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১৬৮
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট	১৮০	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১৪৯৮
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১৮৯৫	স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৯১৫৩
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২৬২৪	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২২০৮
বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন	৭৭	শিল্প মন্ত্রণালয়	১৩৫২
অর্থ বিভাগ	১১৭১৪২	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৫৯৫
বাংলাদেশের সিএজি'র কার্যালয়	২১৫	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৭৩৮
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	২৪২৭	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৯৮৪
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২৬২২	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩৯১৪
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৩২১৯	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১৮৬৮
পরিকল্পনা বিভাগ	১৩৮০	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১২৬৯
বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১৩৫	ভূমি মন্ত্রণালয়	২১১৪
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫৯৯	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭০৯৩
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৫৫৬	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৪৫২৪
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১২৫০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৯৬৫৮
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-প্রতিরক্ষা সার্ভিস	২৯০৬৬	সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ	২৪৩৮০
সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ	৩৫	রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৪৫৫৭
আইন ও বিচার বিভাগ	১৫২২	নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	৩৫৩৭
জননিরাপত্তা বিভাগ	২১৪২৪	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১৫০৮
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৩৫	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৩৩৭৯
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২২৪৬৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৩০৯
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	২৪৮৯৫	বিদ্যুৎ বিভাগ	২২৯৩৬
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১২২০১	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪২৬১
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	১৮১৬৬	দুর্নীতি দমন কমিশন বাংলাদেশ	১১৭
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২৬৮১	সেতু বিভাগ	৯১১৪
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৫৯১	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৫৭০২
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৪৯০	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৩৩৫০
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২২৭	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৫২২৭
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল		সর্বমোট	৪৬৪৫৭৩

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এর মধ্যে সরকারি বিনিয়োগ হবে ৮ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ হবে ২৫ দশমিক ১৫ শতাংশ। দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার কাজ চলছে। এই অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের বিনিয়োগ চিত্র পরিবর্তিত হবে এতে কোনোই সন্দেহ নেই। আগামী অর্থবছরের বাজেটে মূল্যস্ফীতির হার ধরা হয়েছে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম মূলসূত্র। চলতি অর্থবছরের জন্য উন্নয়ন বাজেট বা এডিপি'তে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৬৬৯ কোটি টাকা। মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লাখ ৩৯ হাজার ২৮০ কোটি টাকা। এরমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদায় করবে ২ লাখ ৯৬ হাজার ২০১ কোটি টাকা। এনবিআর বহির্ভূত খাত থেকে আদায় হবে ৪৩ হাজার ৭৯ কোটি টাকা। রাজস্ব আদায়ের এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অর্থবছরের শুরু থেকেই ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে জিডিপি'র ৪ দশমিক ৯ শতাংশ। আন্তর্জাতিকভাবে জিডিপি'র ৫ শতাংশ পর্যন্ত ঘাটতি বাজেটকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশি ঋণ গ্রহণ করা হবে ৫০ হাজার ১৬ কোটি টাকা। অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং সেক্টর থেকে ঋণ গ্রহণ করা হবে ৪২ হাজার ২৯ কোটি টাকা। দেশের ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে সংগ্রহ করা হবে ২৯ হাজার ১৯৭ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে বাজেটে মোট সম্ভাব্য আয় ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৩৩১ কোটি টাকা। আর ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা। বাজেটে ব্যয়ের খাতগুলোর মধ্যে বরাবরের মতোই সবার শীর্ষে রয়েছে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত। এই খাতে মোট ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৬৭ হাজার ৯৪৪ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে, যার পরিমাণ ৫৫ হাজার ৪০৫ কোটি টাকা। সরকারের গৃহীত সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় করা হবে ৫১ হাজার ৩৪০ কোটি টাকা। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলোর মধ্যে স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন খাতে ৩২ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ২৪ হাজার ৯২০ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য খাতে ২৩ হাজার ৩৯৩ কোটি টাকা, কৃষিতে ১৭ হাজার ২৫৯ কোটি টাকা, প্রতিরক্ষায় ২৬ হাজার ১১৭ কোটি টাকা, ভরতুকি ও প্রণোদনায় ৩৩ হাজার ২০৫ কোটি টাকা, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তায় ২৫ হাজার ৮০৮ কোটি টাকা, সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তায় ২৩ হাজার ৭৯৯ কোটি টাকা এবং জনপ্রশাসন খাতে ১৪ হাজার ৬১১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

বাজেটে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর করপোরেট ট্যাক্স ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৭ শতাংশ নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য করপোরেট ট্যাক্স আড়াই শতাংশ কমিয়ে সাড়ে ৩৭ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে ব্যাংক মালিকগণ বাড়তি সুবিধা পাবেন। বিশেষ করে নুতন প্রজন্মের অনুমোদনপ্রাপ্ত ৯টি ব্যাংক সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবে। বাজেটে ব্যাংকিং সেক্টরের করপোরেট ট্যাক্স আড়াই শতাংশ কমানো প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ঋণের কর হার কমানোর জন্যই মূলত এটা করা হয়েছে। তাঁর এই যুক্তির বাস্তবতা আমরা ইতোমধ্যেই লক্ষ করেছি। বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়বে। বাংলাদেশের ২৮ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে চলেছে। শিক্ষা খাতে এবারের বাজেটেও সর্বোচ্চ একক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ খাতে মোট বাজেটের ১৫ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

জাতীয় বাজেট কোনো সাধারণ বিষয় নয়। শুধু যে একটি দেশের নির্দিষ্ট সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব তা নয়। ব্যক্তি বা পারিবারিক বাজেটে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তেমন কোনো পরিকল্পনা না থাকলেও জাতীয় বাজেটে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। চলতি অর্থবছরের জন্য যে বিশাল আকারের বাজেট প্রণীত হয়েছে তার পেছনে নিশ্চিতভাবেই সরকারের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে রাষ্ট্রীয়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। এদিকে জাতিসংঘের মূল্যায়নে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য যে তিনটি শর্ত পালন করতে হয় তার সবগুলোই অর্জন করেছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, একটি দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করতে হলে মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় হতে হবে ১ হাজার ২৩০ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের অর্জন এক্ষেত্রে ১ হাজার ২৭২ মার্কিন ডলার। মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি দেশের জন্য ৬৬ পয়েন্ট অর্জন করতে হয়। বাংলাদেশ সেখানে ৭২ দশমিক ৮ পয়েন্ট অর্জন করেছে। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার ক্ষেত্রে রেটিং থাকতে হয় ৩২ বা তারও কম। বাংলাদেশের রয়েছে ২৫। এই তিনটি শর্তের যে-কোনো দুটি অর্জন করতে পারলেই একটি দেশ উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত হতে পারে। বাংলাদেশ সেখানে তিনটি শর্তই পূরণ করেছে। এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করবে। উল্লেখ্য, উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করাটাই বড়ো কথা নয়, সেই অর্জনকে ধরে রাখাটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। বিশ্বে এমন অনেক দেশ আছে যারা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করার পরও তা ধরে রাখতে পারেনি। বাংলাদেশ আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে ৪৪তম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে অবস্থান করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে ৩০তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের এই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে। তিনি জাতির উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে চলেছেন। এই উন্নয়নের গতিধারা বজায় রাখতে হলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারাবাহিকতা একান্ত প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব শুধু জাতীয় পর্যায়েই নয় আন্তর্জাতিকভাবেও প্রশংসিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের প্রতি বিশ্বব্যাংক পুরোপুরি আস্থাশীল। আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করছি। আমরা বাংলাদেশের এই উন্নয়ন কার্যক্রম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছি। আর এ কারণেই বাংলাদেশকে এবার আমরা রেকর্ড তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দিচ্ছি, যা বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম। এটা হচ্ছে আমাদের আস্থার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

চলতি অর্থবছরের জন্য যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে তা আকারে বিশাল। কিন্তু অবাস্তব নয়। এই বাজেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে উন্নয়নের মহাসড়কে।

লেখক: অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

পরিকল্পিত পরিবার সুরক্ষিত মানবাধিকার

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছর ১১ই জুলাই বাংলাদেশে পালিত হয় 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস'। এ বছর জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য 'Familly Planning is a Human Right.' যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে, 'পরিকল্পিত পরিবার, সুরক্ষিত মানবাধিকার'। এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস আগামী প্রজন্মকে মনে করিয়ে দিতে চায় মানবাধিকার এবং উন্নয়নের সাথে পরিবার পরিকল্পনার সম্পর্ককে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রেক্ষাপট

১৯৯০ সালের ১১ই জুলাই প্রথমবারের মতো পৃথিবীর ৯০টি দেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপিত হয়। আয়োজন করা হয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক বক্তৃতা, র‍্যালি, সেমিনার ও আলোচনাসভা। রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। এছাড়া আয়োজন করা হয় সম্মেলন, চিত্র প্রদর্শনী, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতা ও খেলাধুলা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪৫/২১৬ নং প্রস্তাব পাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবছর ১১ই জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের র‍্যালি ২০১৮

পরিবার পরিকল্পনার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হলেও অগণিত নারী এখনো পরিবার পরিকল্পনা সেবা থেকে বঞ্চিত। সারা পৃথিবীতে প্রায় ২১৪ মিলিয়ন নারী তাদের অতি প্রয়োজনীয় জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী পাচ্ছে না, যার অবধারিত ফল অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ। তবে আশার কথা হলো, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন নারী এবং কিশোরী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করছে, যা তাদের প্রজনন অধিকারকে কিছুটা হলেও সুসংহত করেছে। যখন একজন নারী তার পরিবারকে পরিকল্পনা মতো গড়তে পারে তখন তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়, যা তাকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করে এবং তার পক্ষে পরিবার ও সমাজ উন্নয়নের অংশীদার হওয়া সম্ভব হয়।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৮: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

পরিবার পরিকল্পনা তথা পরিকল্পিত পরিবার বিশ্বব্যাপী আজ মানুষের জীবনের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। প্রতিটি দম্পতি ও নাগরিকের প্রয়োজনীয় তথ্য, শিক্ষা ও সেবা গ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে সন্তান সংখ্যা ও সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে বিরতি নেওয়ার অধিকার রয়েছে। পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমেই দম্পতিদের এই অধিকার সুরক্ষিত হবে। আর এই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে পরিবার পরিকল্পনা সেবাগ্রহীতার হার বৃদ্ধি করতে হবে। ফলে একদিকে দেশের মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার কমবে, অন্যদিকে মায়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ রোধ করা যাবে। তাই বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আমাদের দেশে ইতোমধ্যে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার অনেকটা হ্রাস পেয়েছে এবং পরিকল্পিত পরিবারের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের বাংলাদেশে বর্তমান জনসংখ্যা ১৬৪.৬৭ মিলিয়ন (ইউএন পপুলেশন ডিভিশন-২০১৭)। এই বিপুল জনসংখ্যার ৯ কোটি ৪৫ লাখ ৮৪ হাজার কর্মক্ষম, যাদের ২৯% হচ্ছে তরুণ-তরুণী (১৫-২৪ বছর)। অন্যদিকে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩১ শতাংশ, যারা বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল জনমিতিক সম্ভাবনার (Demographic Window of Opportunity) সৃষ্টি করেছে। যাকে জনমিতিক-লভ্যাংশ বলা হয়। অর্থাৎ বর্তমানে বাংলাদেশ এমন একটি পর্যায়ে রয়েছে যেখানে মোট জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ কর্মক্ষম এবং নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কম। জনমিতিক লভ্যাংশের এই সুযোগ আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং পরবর্তীতে আনুপাতিক হারে এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমতে থাকবে আর প্রবীণ ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়তে থাকবে। যদি এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য সঠিক উন্নয়ন কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা যায় এবং তাদের উপযোগী কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, তবেই এই জনমিতিক সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারব, যেমনটি হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপে। আগামী ১৫ বছরে বাংলাদেশ নির্ভরশীলতার সূচক (Dependency Ratio) ২০১১-এর ৫৫ ভাগ থেকে ৪৫-এ নেমে আসবে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, জনমিতিক লভ্যাংশের এ সুযোগ পরিকল্পনামাফিক কাজে লাগাতে পারলে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশ পর্যাপ্ত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রুত এগিয়ে যাবে। জনমিতিক লভ্যাংশ একটি দেশ একবারই অর্জন করার সুযোগ পায় এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হলে ছেলে এবং মেয়ে উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়ে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে।

পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ বিভিন্ন জনমিতিক সূচকে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে;

- ❑ শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মতো এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ অর্জন করেছেন;
- ❑ মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৪ সালে ছিল ৩.২০ জন, যা ২০১৪ সালে হ্রাস পেয়ে ১.৭৬ হয়েছে (তথ্য: World Health Organization-2015);
- ❑ ০-১ বছর বয়সি শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)

১৯৯৪ সালে ছিল ৮৭ জন, যা ২০১৪ সালে হ্রাস পেয়ে ৩৮ হয়েছে। (BDHS-2014);

- ০-৫ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ১৯৯৪ সালে ছিল ১৩৩ জন, যা ২০১৪ সালে হ্রাস পেয়ে ৪৬ জন হয়েছে। (BDHS-2014);
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারীর সহায়তায় শিশু জন্মের হার ২০১১ সালের ৩২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৪২%-এ উন্নীত হয়েছে। (BDHS-2014);
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭৪-এর ২.৬১% থেকে ২০১১ সালে ১.৩৭%-এ হ্রাস পেয়েছে (আদমশুমারি চূড়ান্ত প্রতিবেদন-২০১১);
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৯৭৫-এর ৭.৭% থেকে ২০১৪ সালে ৬২%-এ উন্নীত হয়েছে (BDHS-2014);
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের ড্রপ আউটের হার ২০০৪ সালের ৪৯% থেকে ২০১৪ সালে ৩০%-এ হ্রাস পেয়েছে। (BDHS-2014);
- মোট প্রজনন হার বা নারী প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার ১৯৭৫ সালের ৬.৩ থেকে ২০১৪ সালে ২.৩-এ হ্রাস পেয়েছে (BDHS-2014);
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার ২০০৭ সালের ১৭.৬০ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১২ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে (BDHS-2014);
- প্রত্যাশিত গড় আয়ু ১৯৯১ সালের ৫৬.১ থেকে ২০১৪ সালে ৭০.৭০ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে (BBS-2011);

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমকে আরো বেগবান করতে মাঠ পর্যায়ে ৫,৫৯৭টি পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- বর্তমানে ১৯,৫৮৩ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী, ৩৯৬২ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, ৫০৯৬ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং ২,৩০৭ জন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম আরো বেগবান করার জন্য পরিবার কল্যাণ সহকারীদের পাশাপাশি ছিটমহলসহ ২১টি উপজেলায় ৩১৯ জন স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- ১,৩৪,৩৩২ (এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশত বত্রিশ) জন মহিলা ও পুরুষকে পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতি এবং ৫,৬৫,৯২৪ (পাঁচ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার নয়শত চব্বিশ) জন মহিলাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতি মাসে ৮টি করে প্রায় ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হচ্ছে।
- ৯৯২৭ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী, নারী স্বাস্থ্য সহকারী, বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মীকে CSBA (Community Skilled Birth Attendant) হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের ধাত্রীবিদ্যায় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ছয় মাস মেয়াদি মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ২,২০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH & FWC) থেকে সপ্তাহে সাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা (২৪/৭) স্বাভাবিক প্রসব (Normal Delivary) সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ঢাকার আজিমপুরস্থ MCHTI ও মোহাম্মদপুরস্থ MFSTC এবং ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র থেকে জরুরি প্রসূতি সেবা ও অন্যান্য বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- জেলা পর্যায়ের ১৪টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ১৮৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য কর্নার থেকে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।
- জাতীয় পুষ্টি প্রোগ্রামের সাথে সমন্বয় করে ১১টি জেলার ৯১টি উপজেলার পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত নারী কর্মীদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেওয়ার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।
- নগরের বস্তিবাসীদের পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রম সংক্রান্ত তদারকি জোরদার করার লক্ষ্যে ১৫টি জেলায় ফ্যামিলি প্লানিং ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছর 'সেবা ও প্রচার সপ্তাহ' পালন করা হচ্ছে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ (আইইএম) ইউনিট থেকে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ, বাল্যবিয়ে রোধ, দু'সন্তানের মাঝে বিরতি, সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখা, প্রশিক্ষিত সেবাপ্রদানকারী দ্বারা সন্তান প্রসব করানো, গর্ভবতীর সেবা প্রাপ্তি, প্রসবকালীন বিপদ চিহ্ন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, নব-দম্পতি ও এক সন্তান বিশিষ্ট দম্পতি এবং যুবক-যুবতীদের নিয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ইলেকট্রিক মিডিয়ায় (টিভি ও রেডিও) বিজ্ঞাপন, স্ক্রল, আরডিসি, নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও সারাদেশে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক পল্লিগান, পথনাটক, বিলবোর্ড স্থাপন করে ছোটো পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর 'জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল' থেকে নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে।
- পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য নিম্ন অগ্রগতিসম্পন্ন উপজেলাসমূহে 'ক্লায়েন্ট ফেয়ার' বা 'গ্রহীতা মেলা', 'পরিবার সম্মেলন' ও ৬৪ জেলায় 'পরিবার পরিকল্পনা মেলা'র আয়োজন করা হচ্ছে।
- মাতৃমৃত্যু রোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সচেতনতামূলক সভা করা হচ্ছে।
- গর্ভবতী মায়েদের মোবাইলে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এএনসি, ডেলিভারি ও পিএনসি সেবা নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে মোবাইল বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে এবং মায়েদের গর্ভকালীন সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে 'মায়ের ব্যাংক' চালু করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করে বিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রচারবার্তা থেকে সংকলিত]

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮

আর্থসামাজিক নির্দেশকসমূহ

সাধারণ জনমিতিক পরিসংখ্যান

জনসংখ্যা (২০১৬ সাময়িক প্রাক্কলন): ১৬ কোটি ৮ লক্ষ বা ১৬০.৮ মিলিয়ন ● জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২০১৬): ১.৩৭% ● পুরুষ-মহিলা অনুপাত (২০১৬): ১০০.৩ ঃ ১০০ ● জনসংখ্যার ঘনত্ব/বর্গকিলোমিটার (২০১৬): ১,০৯০ জন।

মৌলিক জনমিতিক পরিসংখ্যান, ২০১৬

স্থূল জন্ম হার (প্রতি ১০০০ জনে): ১৮.৭ জন ● স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি ১০০০ জনে): ৫.১ জন ● শিশুমৃত্যু হার [এক বছরের কম বয়সি (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)] ২৮ জন ● মহিলা (১৫-৪৯ বছর) প্রতি উর্বরতা হার: ২.১০ জন ● গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার: ৬২.৩% ● প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল: ৭১.৬ বছর ● পুরুষ ৭০.৩ বছর ও মহিলা ৭২.৯ বছর ● প্রথম বিবাহে গড় বয়স: পুরুষ ২৫.২ বছর ও মহিলা ১৮.৪ বছর।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সূচকের ঊর্ধ্বগতি

স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা, (২০১৬)

ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা: ২,০৩৯ জন ● সুপেয় পানি গ্রহণকারী (ট্যাপ ও টিউবওয়েলের পানি): ৯৮% ● স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী: ৭৫% ● সাক্ষরতার হার (৭ বছর+): ৭১% ● পুরুষ ৭৩% ও মহিলা ৬৮.৯%।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান: লেবার ফোর্স সার্ভে, ২০১৬

মোট শ্রমশক্তি (১৫ বছর+): ৬.৩৫ কোটি ● পুরুষ ৪.৩৫ কোটি ও মহিলা ২.০ কোটি ● খাত অনুযায়ী শ্রমশক্তি নিয়োজিত: কৃষি ৪০.৬% ● শিল্প ২০.৪% ও সেবা ৩৯%।

খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী CBN পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের হার

দারিদ্র্যের ঊর্ধ্বসীমা (%) জাতীয়: ২৪.৩ ● পল্লী: ২৬.৪ ● শহর: ১৮.৯ ● দারিদ্র্যের নিম্নসীমা (%) জাতীয়: ১২.৯ ● পল্লী: ১৪.৯ ● শহর: ৭.৬।

জিডিপি ২০১৭-১৮ (সাময়িক) ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬

চলতি মূল্যে জিডিপি: ২২,৩৮,৪৯৮ কোটি টাকা ● স্থির মূল্যে জিডিপি: ১০,২০,৪৩০ কোটি টাকা ● স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার: ৭.৬৫% ● চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয়: ১,৪২,৮৬২ টাকা বা ১,৭৫২ মার্কিন ডলার ● চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি: ১,৩৬,৭৮৬ টাকা বা ১,৬৭৭ মার্কিন ডলার।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র %) ২০১৭-১৮ (সাময়িক) ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬

দেশজ সঞ্চয়: ২৩.৬১ ● জাতীয় সঞ্চয়: ২৮.০৭ ● মোট বিনিয়োগ: ৩১.৪৭ ● সরকারি: ৮.২২ ও বেসরকারি: ২৩.২৫।

বাণিজ্যিক লেনদেন ভারসাম্য ২০১৭-১৮ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

রপ্তানি আয় (জুলাই '১৭-মার্চ '১৮): ২৭,৪৫১.৫৫ ● আমদানি ব্যয় (জুলাই '১৭-ফেব্রুয়ারি '১৮): ৩৮,৭১৫ ● চলতি হিসাবের ভারসাম্য (জুলাই '১৭-ফেব্রুয়ারি '১৮): ৬৩১৮ ● সার্বিক ভারসাম্য (জুলাই '১৭-ফেব্রুয়ারি '১৮): ৯৭৮, বৈদেশিক মুদ্রার মজুত (৯ই মে ২০১৮): ৩১,৯২৩.৫৭ ● বৈদেশিক মুদ্রার মজুত (৯ই মে ২০১৮): ৩১,৯২৩.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ● প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ (এপ্রিল '১৭-এপ্রিল '১৮): ১২,০৮৮.১৮।

আর্থিক পরিসংখ্যান (ফেব্রুয়ারি ২০১৮)

মোট ব্যাংক: ৫৭টি ● রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক: ৬টি ● বিশেষায়িত ব্যাংক: ২টি ● বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক: ৪০টি ● বৈদেশিক ব্যাংক: ৯টি ● ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান: ৩৪টি।

পরিবহণ ২০১৭

জাতীয় মহাসড়ক: ৩,৮১৩ কিমি. ● আঞ্চলিক মহাসড়ক: ৪,২৪৭ কিমি. ● ফিডার/জেলা রোড: ১৩,২৪২ কিমি. ● রেলপথ: ২,৮৭৭ কিমি.।

বিবিধ

বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার– টাকা/মার্কিন ডলার (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১৮): ৮১.৫৩ ● রিজার্ভ মুদ্রা ● মার্চ ২০১৮: ২,১২,২৫০ কোটি টাকা ● মূল্যস্ফীতি ২০১৭-১৮ (জুলাই-এপ্রিল'১৮): ৫.৮৩%।

অর্থনৈতিক সমীক্ষার আরো কিছু উল্লেখযোগ্য দিক

জিডিপি'তে সার্বিক খাতসমূহের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার

খাতসমূহ	অবদানের হার (%)		প্রবৃদ্ধির হার (%)	
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (সাময়িক)	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (সাময়িক)
কৃষি	১৪.৭৪	১৪.১০	২.৯৭	৩.০৬
শিল্প	৩২.৪২	৩৩.৭১	১০.২২	১১.৯৯
সেবা	৫২.৮৫	৫২.১৮	৬.৬৯	৬.৩৩
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্যে)	১০০.০০	১০০.০০	৭.২৮	৭.৬৫

পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয় ও মোট রপ্তানির শতকরা হার ২০১৬-১৭

গ্রুপভিত্তিক পণ্য	রপ্তানি আয় (মি. মা. ড.)	রপ্তানির হার (%)
ক. প্রাথমিক পণ্য	১২৪৭	৩.৬০
১. হিমায়িত খাদ্য	৫২৬	১.৫২
২. চা	৪	০.০১
৩. কৃষিজাত পণ্য	২৭৫	০.৭৯
৪. কাঁচা পাট	১৬৮	০.৪৮
৫. অন্যান্য	২৭৪	০.৭৯
খ. শিল্পজাত পণ্য	৩৩৫৭৬	৯৬.৮৮
১. তৈরি পোশাক	১৪৩৯৩	৪১.৫৩
২. নিটওয়্যার	১৩৭৫৭	৩৯.৭০
৩. স্পেশালাইজড টেক্সটাইল	১০৬	০.৩১
৪. হোম টেক্সটাইল	৭৯৯	২.৩১
৫. কটন এবং কটন দ্রব্য	১০৯	০.৩২
৬. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	১২৩৪	৩.৫৬
৭. পাটজাত পণ্য	৭৯৫	২.২৯
৮. সার ও রাসায়নিক দ্রব্য	১৪০	০.৪০
৯. পাদুকা	২৪১	০.৭০
১০. প্রকৌশল সামগ্রী	৬৮৯	১.৯৯
১১. পেট্রোলিয়াম উপজাত	২৪৪	০.৭০
১২. প্লাস্টিক দ্রব্য	১১৭	০.৩৪
১৩. সিরামিক দ্রব্য	৩৯	০.১১
১৪. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	১৪	০.০৪
১৫. অন্যান্য	৮৯৯	২.৫৯
মোট রপ্তানি	৩৪৬৫৬	১০০.০০

স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৩৮৪৬ মেগাওয়াট

জ্বালানি ধরন অনুযায়ী	
জ্বালানি	উৎপাদন ক্ষমতার অংশ (%)
প্রাকৃতিক গ্যাস	৬৪.৫২
ফার্নেস অয়েল	২০.৮৭
ডিজেল	৬.৩৬
বিদ্যুৎ আমদানি	৪.৭৭
কয়লা	১.৮১
পানি	১.৬৬
মালিকানা	উৎপাদন ক্ষমতার অংশ (%)
সরকারি	৫৫.৬২%
বেসরকারি	৩৯.৬১%
বিদ্যুৎ আমদানি	৪.৭৭%

প্রাথমিক শিক্ষা ২০১৭

মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৩৩,৯০১টি
সরকারি	৬৫,০৯৯টি
বেসরকারি	৬৮,৮০২টি
মোট ভর্তি	১৭২.৫১ লক্ষ
ছাত্র	৮৫.০৮ লক্ষ, মোট ভর্তির ৪৯.৩০%
ছাত্রী	৮৭.৪৭ লক্ষ, মোট ভর্তির ৫০.৬৮%
নিট ভর্তির হার	৯৭.৯৭%
ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার হার	১৮.৮%

বিদ্যুৎ উৎপাদন

[জানুয়ারি ২০১৮] মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন: ৩৫.৪৭৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা

জ্বালানিভিত্তিক	
জ্বালানি	অংশ (%)
প্রাকৃতিক গ্যাস	৬৪.৫৬
তেল	২৩.৫০
বিদ্যুৎ আমদানি	৭.৯৮
পানি	১.৯৬
কয়লা	১.৯৯
খাত অনুযায়ী	
খাত	অংশ (%)
বেসরকারি	৪২.৪৩
সরকারি	৪৯.৫৯
বিদ্যুৎ আমদানি	৭.৯৮

ওষুধ ও ওষুধের কাঁচামালের রপ্তানি চিত্র ২০১৭

প্রস্তুতকৃত ওষুধ	ওষুধের কাঁচামাল	মোট রপ্তানি	রপ্তানি হয় (সংখ্যা)
৩১৯২.৪৬	৩.৮৬	৩১৯৬.৩২	১৪৫টি দেশে

বর্তমানে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। যেখানে প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত মাছে তৃতীয় এবং চাষকৃত মাছে পঞ্চম অবস্থান বাংলাদেশের। বিভিন্ন উৎস থেকে মাছের উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)

উৎস	২০১৬-১৭ (প্রকৃত)	২০১৭-১৮ (লক্ষ্যমাত্রা)
অভ্যন্তরীণ	৩৪.৯৭	৩৬.২৮
ক. মুক্ত জলাশয়	১১.৬	১২.০
খ. চাষকৃত	২৩.৩৩	২৪.৩৩
সামুদ্রিক	৬.৩৭	৬.৪৯
সর্বমোট	৪১.৩৪	৪২.৭৭

দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ও রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হার ২০১৬-১৭

দেশ	অর্থের পরিমাণ (মি. মা. ড.)	রেমিট্যান্স আয়ের অংশ (%)
সৌদি আরব	২২৬৭.২২	১৮
সংযুক্ত আরব আমিরাত	২০৯৩.৫৪	১৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৬৮৮.৮৬	১৩
মালয়েশিয়া	১১০৩.৬২	৯
কুয়েত	১০৩৩.৩১	৮
যুক্তরাজ্য	৮০৮.১৬	৬
ওমান	৮৯৭.৭১	৭
কাতার	৫৭৬.০২	৫
বাহরাইন	৪৩৭.১০	
সিঙ্গাপুর	৩০০.৯৯	২
অন্যান্য	১৫৩৬.০০	৯
সর্বমোট	১২৭৬৯.৫	১০০

মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলি ঘনত্ব

গ্রাহক শ্রেণি, প্রবৃদ্ধি, টেইলঘনত্ব	২০১৭	২০১৮
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	১৩.৬০	১৪.৭
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.০৬	.০৬৪
মোট গ্রাহক (কোটি)	১৩.৬৬	১৪.৭৬৪
ইন্টারনেট ইউজার (কোটি)	৭.৩৩	৮.০৮
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব (%)	৮৭.৩২	৯১.২

লেখক: সচিত্র বাংলাদেশ প্রতিবেদক

হারিয়ে যাওয়া কবিতায় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

ড. মোহাম্মদ হাননান

মূল্যবোধকে বিবেচনায় নিয়ে বা কোনো কাহিনি সামনে রেখে অথবা উপদেশ কিংবা নীতিকথাকে অবলম্বন করে পূর্বের জমানায় অনেক কবিতা লেখা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলা কবিতার প্রাচীন ও মধ্যযুগ তো এসব বিষয় অবলম্বন করেই লিখিত হয়েছে। *চর্যাপদ*, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, মধ্যযুগের *বৈষ্ণব পদাবলী* ইত্যাদি এরকম আবহে রচিত। আধুনিক যুগের শুরুটায়ও অনেক কবিতা লেখা হয়েছে এমন অনুভূতিকে আশ্রয় করে।

এসব কবিতার বেশিরভাগই লিখিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। কিছু কবিতার নাম, কবির নামসহ আমি স্মরণ করছি–

১. কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০): কবিতার নাম: 'সত্যের জয়'। প্রথম দুচরণ:

বিদ্যার লাগি বালক কাদের বাগদাদে যায় যবে,
বলিল জননী, 'হে মোর পুত্র, সদা সৎ পথে র'বে।...

২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২): কবিতার নাম: 'উত্তম ও অধম'। শেষ চার চরণ:

কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তাই বলে কুকুরে কামড়ানো কিরে
মানুষের শোভা পায়।

[শেখ সাদীর কবিতা অবলম্বনে রচিত]

৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত: (১৮৮২-১৯২২): কবিতার নাম: 'ফুল'। কবিতার চরণ:

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী'!

[পবিত্র হাদিস অবলম্বনে]

৪. কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫): কবিতার নাম: 'মাতৃভক্তি'। প্রথম দুচরণ:

বায়েজীদ বোস্তামী–
শৈশব হতে জননীর সেবা করিতেন দিবাযামী।...

৫. কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫): কবিতার নাম: 'অপূর্ব প্রতিশোধ'। কয়েকটি চরণ:

পুত্র, তোমার হত্যাকারীরে পাইনিকো আজো ঢুঁড়ে–
আফসোস তাই জ্বলিছে সদাই তামাম কলিজা জুড়ে।...
বলিতে বলিতে রুমালে অশ্রু মুছিলেন ইউসুফ,
হেনকালে এক ঘটনা ঘটিল অদ্ভুত অপরূপ।...

৬. শেখ হবিবর রহমান (১৮৯১-১৯৬২) : কবিতার নাম: 'নবীর শিক্ষা'। প্রথম দুচরণ:

তিন দিন হতে খাইতে না পাই, নাই কিছু মোর ঘরে,
দারা পরিবার বাড়িতে আমার উপোস করিয়া মরে।

৭. গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪): কবিতার নাম: 'প্রার্থনা'। প্রথম কয়েকটি চরণ:

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি
বিচার দিনের স্বামী।
যত গুণগান হে চির মহান
তোমারি অন্তর্যামী।

[সূরা ফাতেহা'র ভাবানুবাদ]।

৮. কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬): কবিতার নাম: 'নয়া যমানা'। প্রথম কয়েক চরণ:

বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান।
দাওয়াত এসেছে নয়া যমানার
ভাঙা কিল্লায় উড়ে নিশান।

৯. কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬): কবিতার নাম: 'কাণ্ডারী'। প্রথম দুচরণ:

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

১০. আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪): কবিতার নাম: 'মানুষের সেবা'। প্রথম দুচরণ:

হাশরের দিন বলিবেন খোদা, হে আদম সন্তান,
তুমি মোরে সেবা কর নাই যবে ছিনু রোগে অজ্ঞান।...
[পবিত্র হাদিস অবলম্বনে]

১১. কাজী কাদের নেওয়াজ (১৯০৯-১৯৮৩): কবিতার নাম: 'শিক্ষকের মর্যাদা'। প্রথম দুচরণ:

বাদশা আলমগীর–
কুমারে তাঁহার পড়াইত এক মৌলভী দিল্লীর।

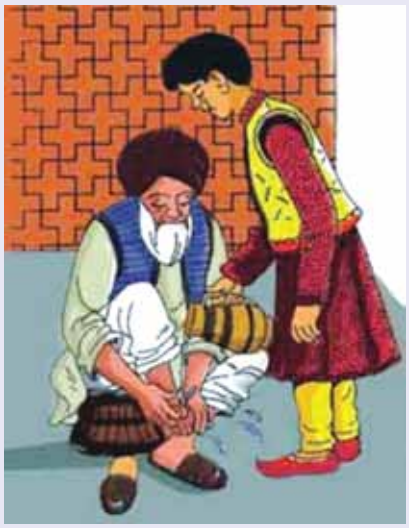

কবিতাগুলো নানা মূল্যবোধকেই শুধু বহন করে না, তা শাশ্বত ও চিরন্তন মূল্যবোধকেও ধারণ করে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ সেই উনিশ শতকে লিখেছিলেন বালক আবদুল কাদের জিলানীর সততার ঘটনাটি নিয়ে, যেখানে মায়ের নির্দেশনায় ছিল–সর্বদা সৎপথে চলা ও মিথ্যা না বলা। আর এর পালনের মধ্য দিয়ে ডাকাত দলকে চমকে দিয়েছিলেন তিনি। যার ফলে ডাকাতরাও ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে সৎপথে চলে আসে। আমাদের শিশু-কিশোররা এ কবিতাটি থেকে কি কিছু শিখতে পারত না! আমরা এমন আকর্ষণীয় একটি কবিতা থেকে বর্তমান প্রজন্মকে বঞ্চিত রেখেছি।

কালিদাস রায় তাঁর 'মাতৃভক্তি' কবিতাটি দিয়ে কী বার্তা দিয়েছিলেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে? একমাত্র মায়ের প্রতি ভালোবাসার কারণে দোয়া পেয়ে বায়েজীদ বোস্তামী সারা দুনিয়ার কত বড়ো এক জ্ঞানী মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা কি আমাদের শিশু-কিশোরদের জানার প্রয়োজন নেই! আজকের প্রজন্মে মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা-শ্রদ্ধা জাগাতে শিক্ষামূলক এরকম ছড়া-কবিতা পাঠ্যপুস্তকে আরো সংযোজন প্রয়োজন।

কালিদাস রায়ের 'অপূর্ব প্রতিশোধ'ও একটি শিক্ষণীয় কবিতা ছিল। সন্তানের হত্যাকারীকে কাছে পেয়েও কীভাবে ক্ষমা করেছিলেন ইউসুফ, এটা ছিল এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বর্তমান প্রজন্মের কাছে শত্রুকে ক্ষমা করার এ অপূর্ব উদাহরণকে আমরা রাখতে পারি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'উত্তম ও অধম' কবিতাটিও এখন পাঠ্যবইয়ে নেই। কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, তা বলে মানুষের কাজ নয় কুকুরকে কামড়ানো। সমাজে যারা নীতিভ্রষ্ট তাদের মতো আমরাও যেন প্রতিশোধ স্পৃহায় অমানবিক কাজ না করে বসি, এটাই ছিল তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ফুল, মানুষের জীবনের সৌন্দর্য ও রুচির একটি চিরন্তন পরিচয়। ক্ষুধার সঙ্গে ফুলের মর্যাদা অর্ধেক-অর্ধেক করে ভাগাভাগি করে নিতে বলেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তথ্যটি কবির সংগ্রহে এসেছিল পবিত্র হাদিস থেকে, তাকেই তিনি কবিতায় রূপ দিয়েছিলেন। আমাদের সৌন্দর্য চেতনা এতে আরো বিকশিত হয়েছিল।

শেখ হবিবর রহমান লিখেছিলেন, 'নবীর শিক্ষা' কবিতাটি। একটা লোক ভিক্ষা পেশাকে বেছে নিয়েছিল। নবি সা. তাকে আত্মনির্ভরশীল হতে শেখালেন, সে মেহনত করতে শিখল, ফলে তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে গেল। সমাজে আজও যে ভিক্ষা করার প্রবণতা রয়েছে, তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত কবিতা থেকে সকলে শিক্ষা নিতে পারি।

নজরুল 'নয়া যমানা' কবিতাটি যখন লিখেছিলেন, তখন মুসলিমরা ছিল উপমহাদেশে এক পিছিয়ে পড়া জাতি। এ কবিতার একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও আছে। তাঁর 'কাণ্ডারী' কবিতায় 'হিন্দু না ওরা মুসলিম! ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন? কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র'– এত বড়ো শক্ত অসাম্প্রদায়িক বার্তা ছিল এই কবিতাটিতে।

আজকের ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যকার সম্পর্কটি দেখুন–সেটা আর আগের মতো নেই। ছাত্ররা কাজী কাদের নেওয়াজের 'শিক্ষকের মর্যাদা' যদি পড়তে পারত, তাহলে তারা তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতো–কতটুকু করা প্রয়োজন তাদের শিক্ষকের প্রতি।

শুধু নামাজ-রোজার মধ্যেই আল্লাহকে পাওয়া নয়, অসুস্থ–আর্ত-মানুষ, ক্ষুধার্ত মানুষ, পিপাসার্ত মানুষের সেবা করার মধ্যেও যে আল্লাহকে পাওয়া যায় তাও ছিল আমাদের কবিতায়। কবি আবদুল কাদিরের 'মানুষের সেবা' নামক কবিতাটির প্রতিপাদ্য বিষয়টি তা-ই। এসব কবিতায় আছে আবদুল কাদির জিলানী রহ., বায়েজীদ বোস্তামীর নাম অথচ কবিতার সূত্র এসেছে হাদিস থেকে কিংবা শেখ সাদী রহ. থেকে, সরাসরি নবি সা.-এর কথা তথা হাদিস থেকে এগুলো ছিল সংগৃহীত। ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন হলেও বিষয়গুলো সাম্প্রদায়িক ছিল না। হলে কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কালিদাস রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো বড়ো বড়ো কবিরা তাঁদের কবিতার বিষয়কে এখান থেকে গ্রহণ করতেন না।

পাঠ্যপুস্তকে এসব কবিতা কিছু আছে। পাঠ্যপুস্তকে না থাকলেও শিশু-কিশোররা যাতে এসব মূল্যবোধ ও নৈতিকতায় উজ্জীবিত হতে পারে, তার জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবেও আমরা এসব কবিতা চালু রাখতে পারি। কিছু কিছু প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করে, কিছু কিছু বেসরকারিভাবে প্রচার করে। মনে রাখতে হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার দায়িত্ব আমাদেরই।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর তাজউদ্দীন আহমদ

খালেক বিন জয়েনউদদীন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। বাঙালির বিপ্লবী জাগরণে বঙ্গবন্ধু ছিলেন মহানায়ক। আর এই জাগরণের অভিযাত্রায় তাঁর সহকর্মী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামানসহ স্বাধীনতাকামী কোটি কোটি বাঙালি জনতা।

১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সাথে তাজউদ্দীন আহমদ

উপমহাদেশ বিভক্তিকালে বঙ্গবন্ধু এবং এসব জাতীয় নেতৃবর্গ ছিলেন বয়সে তরুণ। সেই তরুণ বয়সেই তাঁরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কেউ কেউ সরাসরি স্বাধীনতার সংগ্রাম ও আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। সাতচল্লিশে আমাদের পূর্বসূরিরা একবার স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। সে স্বাধীনতা এসেছিল ভুয়া দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। যার ফলে আমাদের পূর্ববাংলা পূর্ব পাকিস্তান নাম লিখিয়ে পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। শুরুতেই রাষ্ট্রের ভাষার প্রশ্নে বাঙালি জনগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে বসেছিল। আর তখন তো শাসন ক্ষমতায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। চার বছরের মধ্যে মাতৃজবান রক্ষার জন্য বাংলা মায়ের দামাল ছেলেদের প্রাণ দিতে হলো। শুরু হলো পশ্চিম পাকিস্তানিদের সর্বপ্রকার শোষণ ও ষড়যন্ত্র। বাঙালির সাতচল্লিশের স্বাধীনতার স্বাদ উবে গেল। বিষাদের বেড়াজালে বন্দি হলো বাঙালির স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এই বন্দিত্ব ও বেড়াজাল কে ভাঙবে, কে ছিঁড়বে। এসময় শাসকদলের ভেতর থেকে কজন প্রগতিশীল নেতা দলীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রথমে ছাত্র সংগঠন ও একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তুললেন। তাঁদের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, তরুণ নেতা শেখ মুজিব অন্যতম। দল গঠন করেই তাঁরা স্বাধিকারের প্রশ্ন তুললেন। বাঙালিদের শোষণের চিত্র তুলে ধরলেন। ইতোমধ্যে মওলানা ভাসানী দল থেকে বেরিয়ে গেছেন। সোহরাওয়ার্দী পরলোকগত। অগত্যা নতুন গঠিত আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর তরুণ সহচরেরা। অবশ্য মওলানা ভাসানীর সম্পর্ক ছিন্নের অনেক আগে ১৯৫৫ সালের কাউন্সিলে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতি ও স্বেচ্ছাসেবক সম্পাদক নির্বাচিত হলেন তরুণ নেতা তাজউদ্দীন আহমদ। বঙ্গবন্ধু তখন সাধারণ সম্পাদক। সাতান্নতেও তাই। ১৯৬৪ সালের কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু সভাপতি এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে তাজউদ্দীন নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালের কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু সভাপতি ও তাজউদ্দীন সাধারণ সম্পাদক। এভাবেই বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদ দলের নেতৃত্বে আসেন এবং বাঙালির নবজাগরণে ভূমিকা রাখেন।

১৯৬৬ সালের আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধুর প্রণীত ৬ দফার কথা আমরা জানি। এটা ছিল বাঙালির বাঁচার দাবি। এই দাবির পথ ধরেই স্বাধীনতা অর্জন, যা কেবল বঙ্গবন্ধুর জেলজুলুম, নির্যাতন ভোগ এবং সংগ্রাম ও আন্দোলনের কারণে সম্ভব হয়েছে। তখন তাঁর সহযাত্রী ছিলেন তাজউদ্দীনসহ অন্য নেতৃবর্গ। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন ও একাত্তরের প্রথম পর্বে অসহযোগ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সকল কর্মকাণ্ডের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু পাকি-সামরিকজান্তার মনোভাব জেনেই ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন এবং ভাষণে দলীয় নেতৃবর্গ ও স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করলেন। পঁচিশে মার্চ ইয়াহিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা ভেস্তে যায়। রাতেই ইয়াহিয়া বাহিনীর ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশে আক্রমণ এবং বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার। গ্রেফতারের আগেই বঙ্গবন্ধু দলীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনা করেন, দিক-নির্দেশনা দেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সাথে সাথে বাঙালিরা শুরু করেন পাকিসেনা প্রতিরোধ। ১০ই এপ্রিল সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সরকার গঠন। ১৭ই এপ্রিল প্রকাশ্যে বাংলাদেশের মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিকতার শপথ গ্রহণ। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ এবং দেশ শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাবার বজ্রকঠিন ভাষণ নেতৃবর্গের। মুক্তিযুদ্ধের এই সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে অভিহিত। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধু বন্দি থাকার কারণে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি) এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়া বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার

ক্ষেত্রে তাজউদ্দীন আহমদের অবদান অনেক। বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করেই তিনি দক্ষতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয় মুজিবনগর সরকারের কারণেই সম্ভব হয়েছে। যার অন্যতম রূপকার ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর সহকর্মীরা। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়কাল বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের বছর ১৯৭১। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েও তিনি সেসময় মেঝেতে শুয়েছেন এবং নিজের পরিধানের বস্ত্র নিজেই ধুয়েছেন। কত শ্রম ও কষ্টে তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের কারণে বঙ্গবন্ধুর পরিবার-পরিজন হত্যার পর মাত্র দুই মাস আঠারো দিনের মাথায় সেই বঙ্গবন্ধুর খুনিরাই তাঁকে জেলখানায় অন্যদের সাথে হত্যা করে। সত্যিই কি খুনিরা তাঁকে হত্যা করতে পেরেছে? তাজউদ্দীন আহমদ বাংলা মায়ের অমর সন্তান, বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন হয়ে আমাদের মাঝে বিচরণ করছেন।

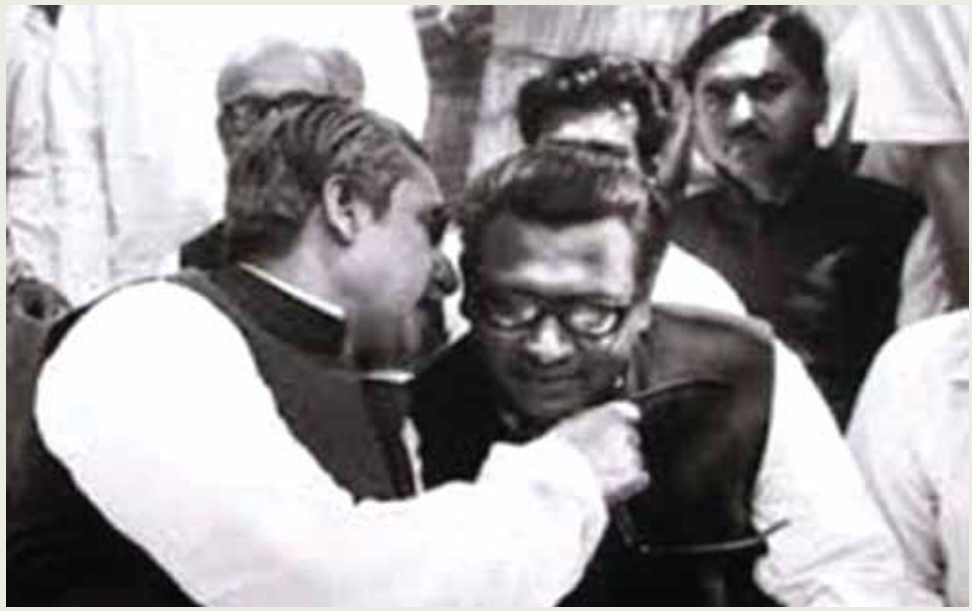

বিশেষ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সাথে তাজউদ্দীন আহমদ

তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসতেন। তিয়াত্তরে বাংলাদেশ বিরোধী একটি চক্র তাঁর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে। তখন তিনি অর্থমন্ত্রী। তিয়াত্তরের বিজয় দিবস উপলক্ষে তিনি এর দাঁতভাঙা জবাব দেন বাংলা একাডেমির এক আলোচনা সভায়, যা ১৬ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন:

'আমি চ্যালেঞ্জ প্রদান করছি, যদি কেউ কোনোদিন প্রমাণ করতে পারেন যে, আমার প্রধানমন্ত্রিত্বকালীন সময়ে ভারতের সঙ্গে কোনো প্রকার গোপনীয় বা প্রকাশ্য চুক্তি করেছি তবে আমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে প্রস্তুত রয়েছি। ২৩ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১০ দিনের মধ্যে ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য প্রদান বন্ধ না করে তবে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করবে। এই ঘোষণার পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ববাসীর নিকট আবেদন জানান এই হামলা বন্ধ করার জন্য। কিন্তু কিছুই হয়নি এবং ঠিকই দশ দিন পর ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ শুরু করে। ফলে ভারতের স্বাধীনতা বিপন্ন হয় এবং আমরাও তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। তাই উভয়ের স্বাধীনতার চরম শত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যৌথভাবে কী করে মোকাবেলা করা যায়, তাই নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি এবং একদিন রাতে সবার অলক্ষ্যে মুজিবনগর থেকে আমি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব উধাও হয়ে যাই। মিসেস গান্ধীর সঙ্গে রাতে দীর্ঘ আলোচনার পর আমাদের সিদ্ধান্ত ভারতকে জানিয়ে দেই যে, আমরা স্বাধীনতার সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত, তবে তা হবে আমাদের শর্তানুযায়ী। শর্তগুলো হলো: ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করবে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর সাথে (গণফৌজ ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, তৎকালীন ই.পি.আর, আনসার, মুজাহিদ যার সম্মিলিত নাম ছিল মুক্তিবাহিনী) Supporting Force বা সহায়ক বাহিনী হিসেবে আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে– এটাই ছিল ভারতের সাথে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সেই রাতের বৈঠকের কার্যবিবরণী। এটাকে আপনারা যে-কোনো নামে অভিহিত করতে পারেন। আমাদের আপত্তি নেই। এই প্রস্তাবের মূলকপি এখনও বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা রয়েছে'।

তাজউদ্দীন আহমদ ১৯২৫ সালের ২৩শে জুলাই গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন দরদরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএ অনার্স এবং জেলে থাকাকালীন এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ছাত্রজীবন থেকেই তাজউদ্দীন আহমদ রাজনীতি ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাজউদ্দীনের প্রথম পরিচয় ঘটে। তখন থেকে তাঁরা একসাথে রাজনীতি করেছেন। তাজউদ্দীন ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সক্রিয় সদস্য। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে যে কজন নেতা ১৯৪৮ সালে মি. জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ৩রা নভেম্বর, ১৯৭৫ নির্মমভাবে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

২৩শে জুলাই তাজউদ্দীন আহমদের ৯৯তম জন্মদিন। আমরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

তথ্য: ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ; সিমিন হোসেন রিমি, প্রতিভাস, ঢাকা ও একাত্তর পঁচাত্তর এবং বাংলাদেশ বর্ণায়ন, ঢাকা।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

বর্ষা এলে চোখ ভিজে যায়

সোহরাব পাশা

বর্ষা এলে বাতাসের ডানা ভিজে যায়
কদম কেয়ার ঘ্রাণে
মেঘে মেঘে ঢেকে যায় স্নিগ্ধ নক্ষত্রের
গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা ফুল, হৃদয় আকুল–
মনে পড়ে এক বিকেলে বৃষ্টিতে ভিজে
'তুমি সুন্দর হয়েছ'–
তোমার চোখ ভেজা ছিল বৃষ্টির রোদে
অশেষ শিল্পিত অন্য এক মোনালিসা
ঠোঁটে নয়, হাসি ছিল চোখের পাতায়
অতঃপর মধ্যরাতে কে যেন তোমাকে ডেকেছিল
জানালার ওপাশে বৃষ্টির গান ছিল, বাঁশি কোথাও
বেজেছিল দূরে, আনন্দ-করুণ সুরে
অনিদ্রায় কেটেছে তার অজস্র রাত্রি
এতকাল পরে তবু মনে হয়, এই তো সেদিন
কত বৃক্ষফুল ঝরে গেছে স্বপ্নময় মৃত্তিকায়
এই অবেলায় কাটেনি সে সুরের রেশ;
তুমি কি বুঝেছ মেয়ে, বেদনার নিভৃত আগুন
নেভে না কখনো তুমুল বর্ষার জলে।

বর্ষার প্রথম বৃষ্টি

দেলোয়ার হোসেন

আমি ভিজলাম
বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতে,
চারপাশে ঝুমঝুম বৃষ্টি ঝরল অঝোরে।
ভিজল কদম;
কমলা রঙের শাড়ি-সূঁচ গাঁথা সাদা আঁচল
শাখায় শাখায় পাতার ফাঁকে।
আমি ডুবলাম একটানা সুরের সেতারে–
ভালোবাসার অতলে।
তৃষ্ণার্ত পথিক যেন ফিরে পেল প্রাণ
বহু প্রতীক্ষার পর।
স্বপ্নের দুয়ার খুলে মন আমার কতবার
ডেকেছে তোমাকে বৃষ্টি স্নানে–
তুমি এলে না, ভিজলে না আষাঢ়ের প্রথম ধারায়।
ঘাসের বনে কয়েকটা বুলবুল আর
চড়ুই পাখি কী ভীষণ আনন্দে
করল স্নান নেচে নেচে।
তুমি এলে না, দেখলে না
প্রকৃতির রূপ-বদলের ঘোরতর
কী এক মায়ার খেলা ক্ষণকালের।
মনে পড়ে যায় অন্তরে-বাহিরে
ছিল যত ভুলে যাওয়া গান।
ভেজা বাতাসে সুরের রসাভাসে
মন হলো আনমনা
তুমি এলে না শুনলে না,
কী মধুর বারতা রেখে গেল প্রাণে প্রাণে
বর্ষার প্রথম বৃষ্টি।

স্বপ্নগুলো

দেলওয়ার বিন রশিদ

স্বপ্নগুলো যখন সুখের ফুল হয়ে ফোটে
জীবন হয় অন্যরকম
শ্যামল ছায়া বিছায় আঁচল
স্নিগ্ধ কোলাহলে
আলোর স্রোতে ভেসে ওঠে
নতুন ভেলা,
এক অচিন্তনীয় আনন্দ সময়
স্পর্শ করে বোধের কায়া,
পথ চলায় বাড়ে প্রত্যয়।

চোখের মতো আশ্চর্য আয়না

জাকির আবু জাফর

আকাশের চোখের মতো খোলা দুটি চোখ
যখন স্পন্দিত বাতাসের কম্পনে জাগে
নিদ্রিত পৃথিবী
তখন তোমার চোখের দিকে চেয়ে
মুহুর্মুহু জেগে থাকে তোমার চোখের আকাশ
যেমন অপলক চেয়ে থাকে আকাশের নীলান্ত আনন
আমার যা আনন্দ তুমিও কি দেখো সেসব আনন্দের মুখ
সেই ছাতিম গন্ধের রাত্রি যা জেগে ওঠে আঁধারের বুকের ভেতর
তুমিও কি ভাবো নামহীন কোনো জোছনা-বৃক্ষের কথা
পৃথিবীর সমস্ত প্রেমিক চোখে ঝরে যে জোছনার জল
যাও কি অনলবর্ষী আঁধারের সঙ্গিনী কোনো রাত্রির কাছে
যেখানে মানুষ ডেকে আনে ঘুমের পৃথিবী
সেসব ঘুমের চোখে হাত বোলায় তোমার বসন্ত বাতাস
হয়ত হৃদয় লুকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত থাকে
বুকের গভীরে
অথচ চোখের মতো আশ্চর্য আয়না লুকানোর
মতো কোনো অন্ধকার মানুষের কাছে নেই
তাহলে কি মুখের জ্যোতির ভেতর ছেপে ওঠে
মানুষের সমস্ত ভেতর জগৎ
তাহলে কি মানুষের সমস্ত গোপন প্রকাশ্য করার
রেখা ফোটে চোখের আকাশে
আয়নায় দাঁড়িয়ে দেখো তো তোমার চোখ
দেখবে কীভাবে জেগে আছে সীমাহীন এক নিভৃত আকাশ।

অন্তহীন সুখ

জাকির হোসেন চৌধুরী

বুকের জমিনে স্মৃতিবৃক্ষরা অস্তিত্বের শেকড় গাড়ে
তবু বিষণ্নতার ঝড়ে শাখা-প্রশাখা ধরেছে যেন আকাশে মেলে
আহত আঙিনায় ঝরাপাতার মর্মর সুরও প্রতিধ্বনি তোলে
অপ্রতিরোধ্য গতিতে সমান তালে
অবিরাম ভেঙে চলে ভেতর বাহির।
আগের মতো অনুভবের কৃষ্ণচূড়া বাইরে ফোটে না তার
ফাগুন স্বভাবে।
জীবনের এই জলসা ঘরে অতিথি শ্রাবণের নগ্ন নৃত্য
মৃৎশিল্পীরাও জানে ভাঙাগড়ায় নিত্য নির্মাণের অন্তহীন সুখ।
স্বপ্নের সিঁড়িতে রোদ বোধের কাচ ভেঙে গ্রিল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
ব্যস্ততম দিনগুলো যাযাবর সময়ের হাত ধরে হেঁটে চলে।
দুর্ভেদ্য আঁধারে ঘেরা রাত্রির মোহনায়
দিবস আর রাত্রির অমীমাংসিত চলমান বিরোধ
হায়েনার হিংস্রতায় ছিন্নভিন্ন করে দেয়
আতুড় ঘরের স্বপ্নসুখ।

ছবির দেশে কবিতার দেশে

নাসরীন জাহান লিপি

আইফেল টাওয়ার, প্যারিস

৭ই জুন ২০১৮। ভোর তিনটার সময় কাতার এয়ারওয়েজ যখন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাটি ছেড়ে শূন্যে ভাসল, আমার কানের কাছে ফিসফিস করে উঠলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ছবির দেশে, কবিতার দেশে যাচ্ছ তাহলে?

মাঝখানে যাত্রা বিরতি হবে কাতারের রাজধানী দোহার হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করবে কাতার। তাই তখনো পর্যন্ত কাতার মানে বিশ্বকাপ, এরকম ভাবনাটাই ছিল মনে। দোহার সময় সকাল সাড়ে দশটাতে হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে ট্রানজিট সময় কাটিয়ে আবার যখন বিমানে উঠলাম প্যারিস যাব বলে, তখন আমি জবাব দেই সুনীলের প্রশ্নের। 'হ্যাঁ, যাচ্ছি বটে সেই দেশে'। 'ছবির দেশে, কবিতার দেশে' নাম দিয়ে ষাট দশকের প্যারিসের যে ছবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাঙালির মাথায় এঁকে দিয়েছিলেন, তা আমার সাথেই ছিল, তবে ই-বুক আকারে। ভাবছিলাম, এত বছর পর প্যারিসে যা দেখব, তা মিলিয়ে নেব বইটার সাথে। সময়ের আবর্তে যা ভিন্ন ঠেকবে, তার নোট নেব। মনে হচ্ছিল, আমি প্যারিস দেখতে নয়, সুনীলের চোখে দেখা প্যারিসের বিবর্তন দেখতে রওনা হয়েছি। তবে প্যারিসের শার্ল দ্য গ্যল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে প্যারিসে পা রাখার সাথে সাথে আমি বুঝে গেছি, এ দেশ ভালোবাসার দেশ। কোনো দেশ তার ইতিহাস-ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে এত ভালোবাসা দিয়ে বুকে জড়িয়ে রাখতে পারে, তা আমি এখানে না এলে বুঝতাম না। প্রথম নোট তাই এভাবেই টুকেছিলাম, 'এলাম এক ভালোবাসার দেশে'।

ভালোবাসার দেশে যাওয়ার পেছনেও আছে ভালোবাসাময় কারণ। এর ব্যাখ্যাটা খানিকটা না দিলেই নয়।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক *সচিত্র বাংলাদেশ*, সচিত্র কিশোর মাসিক *নবারুণ* এবং ত্রৈমাসিক *বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি*। বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো কিশোর পত্রিকা *নবারুণ*-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম বলে এই অধিদপ্তরের সম্পাদনা শাখার একজন কর্মী এখন আমি। *নবারুণ* প্রতি মাসেই আমার জন্য বিপুল আনন্দের উৎস, এর উপরি হিসেবে এল প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেনের বক্তব্য। ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে 'মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট' নামক একটি শিক্ষা সফরে তিনি নির্বাচিত করেছেন অধিদপ্তরের তিন পত্রিকার তিন সম্পাদককে। এই দলে আমিও আছি!

অধিদপ্তরের তিন সম্পাদকের বাকি দুইজন আমার শ্রদ্ধেয়- *বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি* পত্রিকার সিনিয়র সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান এবং *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন (বর্তমানে পরিচালক, বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা)। সম্পাদকগণ ছাড়াও প্রধান সম্পাদক ও মহাপরিচালকের নেতৃত্বে প্যারিসগামী দলটিতে ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস এবং সিনিয়র সহকারী সচিব নাসরিন পারভীন।

ছবির দেশ, কবিতার দেশ আমার চোখে ভালোবাসার দেশ হয়ে গেল ছবি আর কবিতাকে অনুষঙ্গ করেই। কবি-সাহিত্যিক আর চিত্রশিল্পীদের বিচরণভূমি গোটা ফ্রান্স, প্যারিস একটু বেশি। এখানে আসলেই মনে হয়, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'মোনালিসা'র বাস এই শহরেই। রাস্তার মোড়ে মোড়ে অসাধারণ নিখুঁত ভাস্কর্য, ইউরোপে পুরনো হয়ে যাওয়া ঐতিহ্যময় স্থাপত্যের বাড়িঘরের সাথে মিলিয়ে একই রূপ-রসে মোড়া নতুন বাড়ির মিলেমিশে থাকা বুঝিয়ে দেয়, এই শহরের বাসিন্দারা শিল্পের ভেতর বসবাসে আগ্রহী। ফরাসি নারী-পুরুষের সুন্দর করে নিজেকে সাজিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে পথ চলা দেখে বুঝেছি, স্বাস্থ্য সচেতনতা যে সৌন্দর্যময় থাকার প্রথম কথা, তা এরা খুব ভালোই বোঝেন। তবে ইউরোপের আরো অনেক দেশের মতো অভিবাসীদের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে প্যারিস আগের চেয়ে নোংরা হয়ে গেছে, পথে পড়ে থাকা ময়লা দেখিয়ে আমাদের ভ্রমণ গাইড ভিয়েতনামি মেয়ে লি বলেছিল, অভিবাসীরাই ময়লা করে ফেলছে সুন্দর শহরটাকে। আর তাই ফ্রান্সের মানুষদের মাঝে ক্ষোভ বাড়ছে। কিছুদিন আগে নাকি প্যারিসেই র‍্যালি হয়ে গেছে– অভিবাসীমুক্ত পরিবেশ চান এরা। ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন শরণার্থীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে রাজি নন। যে-কোনো অভিবাসীকে অভিবাসনের শর্ত মেনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফ্রান্সে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। এরপরও কেন যে মরক্কো-আলজেরিয়া-তিউনিসিয়ার অনেক অভিবাসীকে প্যারিসের রাস্তায় অসহায়ভাবে ভিক্ষা করতে দেখলাম! অভিবাসনের শর্ত মেনে এসেছেন এরাও, চাকরি পাচ্ছেন না। প্যারিসে ভালো চাকরি পাওয়া নাকি খুবই কষ্টের। উঁচুমানের ডিগ্রি, ভালো ফ্রেঞ্চ ভাষাজ্ঞান আর কাজে দক্ষতা না থাকলে খুব

ই.এস.সি.ই বিজনেস স্কুল প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও বিদেশি গাইড-এর সাথে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল (লেখক বাঁ থেকে দ্বিতীয়)

সমস্যা। এত সংকটের মাঝেও প্রবাসী বিভাসদা, মিজান ভাই বিশ বছরের বেশি সময় ধরে প্যারিসে আছেন, ভালো চাকরি করছেন– দেখে মনটা ভালো হয়ে গেল। এখানে ফ্রেঞ্চ ছাড়া ইংরেজির চল নেই। পঞ্চাশ-ষাট হাজার বাংলাদেশি আছেন নাকি গোটা ফ্রান্সে, ভালো আছেন জেনে খুশি লাগল। ভিনদেশে নিজের মানুষদের ভালো থাকতে দেখলে কার না খুশি লাগে।

ইএসসিই ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস স্কুল, রেডিও ফ্রান্স, ফ্রান্স সিনেমা জাদুঘর, ফ্রাঁসোয়া মিতেরা ফিল্ম একাডেমি দর্শন ছিল শিক্ষা সফরের সূচিতে। এর সাথে আইফেল টাওয়ার, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের যুদ্ধজয়ের স্মারক তোরণসহ তাঁর সমাধিস্থল, নটরডেম গির্জা এবং প্যারিসের গ্রান্ড মসজিদ ও নগরীর কেন্দ্রে ৮৩ মিটার উঁচুতে অবস্থিত মোমাখত গির্জা দেখেছি। বিশ্বখ্যাত ল্যুভ মিউজিয়ামে চোখ আর মন দুই-ই জুড়িয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা খুব মনে থাকবে। এত রং চারদিকে! পৃথিবীর নামকরা চিত্রশিল্পীদের বিখ্যাত চিত্রকর্ম এই মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে। 'মোনালিসা'র সামনে যাব বলে ভিড় ঠেলেছি আর সামনে গিয়ে তুলনামূলকভাবে ছোটো আকারের ফ্রেম দেখে চুপ হয়ে তাকিয়েছিলাম সেই রহস্যময়ীর দিকে। এর চেয়ে ঢের বড়ো ক্যানভ্যাসের ছবি এখানে আছে। তবে 'মোনালিসা' নিয়ে কেন এত মাতামাতি? রহস্যময়ী স্পষ্ট জবাব দেননি, তবে কী যেন এক রহস্যময় ভাব আমাকেও কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

প্যারিস গেট (আর্চ অব দি ট্রায়াম্প)

প্যারিস শহরের কেন্দ্রেই আছে প্রায় ২৩০ বছর আগে ঘটে যাওয়া ফরাসি বিপ্লবের স্মৃতিবিজড়িত বহু জায়গা। গিলোটিনে শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল রাজা ষোড়শ লুই আর রানি মারি আঁতনয়তি'র। রাজতন্ত্র আর ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা লোপ করে সাধারণ মানুষের বিজয় পতাকা উড়াতেই সূচিত হয়েছিল ফরাসি বিপ্লব। শিরচ্ছেদের স্থানে আকাশছোঁয়া এক স্তম্ভ দেখে মনে হয়েছিল, ফরাসি বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল যে ভার্সাই নগরীতে, সেখানে যেতেই হবে। ভার্সাই যাওয়া হলো। অনিন্দ্য সুন্দর ভার্সাই রাজপ্রাসাদ সারাবিশ্ব থেকে আসা পর্যটকদের ভিড়ে মুখরিত। কত মানুষ! অথচ কোথাও কেউ নেই। রাজপ্রাসাদের প্রতিটি ঘর ভাস্কর্য আর বহু মূল্যবান বিলাসী সামগ্রী দিয়ে ভরপুর। রাজারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে আগ্রহী ছিলেন, তার স্মারকও আছে বহু। কেবল ছিল না সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা! রাজপ্রাসাদের নারীদের অবস্থাও ছিল করুণ। প্রাসাদের ভেতরেই বসবাস, মেধার বিকাশ ঘটানোর ছিল না কোনো সুযোগ। আজকের ফরাসি নারী সেই করুণ অবস্থাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছেন বহু দূর। আধুনিক ফ্রান্স জনসংখ্যার অর্ধেক নারীশক্তিকে কাজে লাগাতে লিঙ্গ-বৈষম্য প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছে। এখন পরিবারের নারী এবং পুরুষ সমান গুরুত্বের সাথে বাইরে কাজ করছেন, সন্তান লালনপালনে সাহায্য করছেন। আর তাই একা মা'কে শিশুসন্তান প্যারামবুলেটরে চড়িয়ে বা সাইকেলে বসিয়ে গল্প করতে করতে পথ চলতে যেমন দেখেছি, একা বাবাকেও ঠিক তেমনিভাবেই শিশুকে নিয়ে গল্প করতে করতে পথ চলতে দেখেছি। দলবেঁধে শিশুদের গল্প করতে করতে স্কুলে যাওয়া চোখে পড়েছে। সাইকেল-স্কুটি চালিয়ে ছুটছে শিশুরা, সব বয়সিরাই আসলে ছুটছে গাড়ি-ট্রাম-ট্রেন-মেট্রোর পাশাপাশি সাইকেল-স্কুটিতে চড়ে। যাতায়াতের চরম স্বাধীনতা নজরে এসেছে খুব।

প্যারিস মেট্রো নাকি একশ বছরের পুরনো, মাটির নিচে ছুটে চলে তা আর তারও নিচে ছোটে ট্রেন। মাটির ওপরে ট্রাম আছে, বড়ো বড়ো বাস আছে। আর পুরো শহর ঘিরে থাকা সিন নদীতে চলা জলযানগুলোর কথা তো না বললেই নয়। আমরা এরকম এক জলযানে চড়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখছিলাম আইফেল টাওয়ার, নটরডেম গির্জা, পার্লামেন্ট ভবনসহ আরো অনেক স্থাপনা। প্রকৌশলবিদ্যায় ফরাসিরা বহু আগে থেকেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা জিতেছে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের জন্য নির্মিত আইফেল টাওয়ার বানিয়ে। সিন নদীর ওপর গুণে শেষ করতে না পারা সেতুগুলোর এক একটির এক এক রকমের নকশা মুগ্ধ করেছে দর্শনার্থীদের।

ল্যুভ মিউজিয়াম

ফ্রান্সের সিন নদীর সৌন্দর্যে মন খারাপ হয়েছে বাংলাদেশের হাজার নদীর জন্য। নদী বাঁচলে শহর বাঁচে, এই আপ্তবাক্য ফরাসিরা মেনেছে পুঙ্খানুপুঙ্খ। কেউ কোনো নোংরা ফেলছে না। টগবগে স্বাস্থ্যবান ফরাসি পুলিশ দেখেছিলাম তাগড়া ঘোড়ার পিঠে আর মনে মনে বলছিলাম, জয় হোক তোমাদের। নাক উঁচু ফরাসিরা কত কিছু নিয়েই না গর্ব করে। সিন নদীর পাশে সেঞ্চুরি গাছে বসে থাকা পাখিরাও বুক ফুলিয়ে গর্বে ফেটে পড়ছে বলে মনে হচ্ছিল। আর তাতেই মনে পড়ে গেল 'ছবির দেশে, কবিতার দেশে' বইটাতে পড়েছিলাম সিরানো দ্য বারজেরাকের কবিতাটা–

নাইটিঙ্গেল পাখিটি একটি উঁচু ডালে বসে
নীচের দিকে তাকিয়ে ভাবছে
সে যেন পড়ে গেছে নদীতে
সে যেন বসে একটা ওক গাছের শীর্ষে
তবু তার ভয় ডুবে যাবার।

নতুন প্যারিস ঝকঝকে-তকতকে, আকাশ ছোঁয়া ভবনে ভরা। বার বার মনে বেজেছে, প্যারিসের কি কোনো ভয় নেই? পুরনো প্যারিস রাজাদের প্রাসাদগুলোকে জাদুঘর আর পর্যটন স্থান বানিয়ে ঐতিহ্যের স্মারক করে রেখেছে, যাকে জাগিয়ে তোলে সারাবিশ্ব থেকে আসা পর্যটকরা। ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির ঠিক এই জায়গাতে ফরাসিদের চাইতে আমাদের গর্বও কম নয়। আড়াই হাজার বছর আগেকার ওয়ারি বটেশ্বর যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল বাংলাদেশের পলিমাটিতে, তাকে ভালোবাসা দিয়ে লালন করার দায়িত্বটা এখন আমাদের। প্যারিস ভ্রমণ আমাকে সত্যিই সচেতন করে তুলেছে, নিজেকে আরো আন্তরিকভাবে ভালোবাসার প্রয়োজন বুঝিয়েছে। প্রিয় ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ার-এর মতো করে আমিও বলতে চাই–

যে শিশু মানচিত্র ও প্রতিলিপি ভালোবাসে
তার কাছে এই বিশ্ব তার ক্ষুধার মতনই প্রকাণ্ড
ওহ্, প্রদীপের আলোয় কতই বা বিশাল এই পৃথিবী
স্মৃতির চোখে এই পৃথিবী কতই না ছোটো।

সিন নদী

মানচিত্র ও প্রতিলিপি ভালোবাসে, এমন প্রজন্ম চাই আমাদেরও। সত্যিই চাই।

লেখক: সম্পাদক, নবারুণ ● আলোকচিত্র: এম.কিউ. জামান

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৮

শামসুজ্জামান শামস

১৪ই জুন রাতে সৌদি আরবের বিপক্ষে স্বাগতিক রাশিয়ার ম্যাচ দিয়ে যাত্রা শুরু হয় এই ফুটবল মহাযজ্ঞের। এ গ্রহে স্বাধীন দেশের সংখ্যা ২০৬টি। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশের সংখ্যা ১৯৩টি। অথচ ফিফার আওতায় রয়েছে ২১১টি দেশ! প্রতি চার বছর পর আসে বিশ্বকাপ ফুটবল। বিশ্বকাপ মানে নানামুখী সমীকরণ। একজনের সঙ্গে আরেকজনকে জড়িয়ে মুখোমুখি লড়াইয়ের ছক কষা। বিশ্বকাপ মানে ময়দানের লড়াইকে বাইরেও টেনে নিয়ে যাওয়া। বিশ্বকাপ মানে শুধু যেন এক প্রতিযোগিতা নয়, প্রথম হয়ে বিশ্বের নজরে পড়ার সবচেয়ে উপযোগী মঞ্চ। তাই বিশ্বকাপ এলেই লড়াইয়ের মঞ্চে কোন দল, কোন খেলোয়াড় বাজিমাত করবে, তা নিয়ে যেমন জল্পনা-কল্পনা থাকে, তেমনি দল ও খেলোয়াড়দের সাজিয়ে-গুছিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে থাকল, সেটার দিকেও বিপুল আগ্রহ থাকে সবার।

এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সব বিশ্বকাপের ফাইনালে কেবল ইউরোপীয় এবং দক্ষিণ আমেরিকান দলগুলো অংশ নিয়েছে। দুটি মহাদেশই বিশটি শিরোপা জিতেছে। এই দুই মহাদেশের বাইরে কেবল দুটি দলই সেমিফাইনালে উঠতে পেরেছে, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৩০ সালে) এবং দক্ষিণ কোরিয়া (২০০২ সালে)। সাম্প্রতিককালে আফ্রিকার দলগুলো সফলতা পেলেও তারা কখনো সেমিফাইনালে পৌঁছতে পারেনি। ওশেনিয়া অঞ্চলের দলগুলো কেবল তিনটি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছে এবং মাত্র একটিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে।

ইউরোপীয় দলগুলো তাদের জেতা ১১টি শিরোপার ১০টি ইউরোপে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে জিতেছে। গতবার ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে শিরোপা জেতে জার্মানি। অন্যদিকে ইউরোপীয় দেশগুলোর বাইরে ইউরোপে শিরোপা জিতেছে এমন একমাত্র দেশ হচ্ছে ব্রাজিল, যারা ১৯৫৮ সালে ইউরোপে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে শিরোপা জিতেছে। কেবল দুটি দল পর পর দুবার শিরোপা জিতেছে– ব্রাজিল ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে এবং ইতালি ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে।

ক্রিকেটের মতো ফুটবলও যে বাংলাদেশের মানুষের উন্মাদনার আরেক নাম তা নতুন করে প্রমাণ করার কোনো অবকাশ নেই। এ দেশের মানুষের কাছে বিশ্বকাপ মানে হয়তো আর্জেন্টিনা নয়তো ব্রাজিল। এই দুদেশের পতাকা উড়িয়ে ইতোমধ্যে তা প্রমাণও হয়েছে। শুধু এবার নয়, বিশ্বকাপের প্রতি আসরেই বাংলাদেশের আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের সমর্থকরা প্রিয় দলের পতাকা ওড়ানোর প্রতিযোগিতায় নামেন। ইদানীং জার্মানি, পর্তুগাল, স্পেনসহ অন্যান্য দেশের কিছু পতাকাও উড়তে দেখা যায়।

এবারই প্রথম অল ইউরোপীয়ান সেমিফাইনাল দেখেছে বিশ্ব। অর্থাৎ সেমিফাইনালে টিকে থাকা চারটি দলই ইউরোপের। ফ্রান্স-বেলজিয়াম আর ইংল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় সেমিফাইনাল ম্যাচ দুটো। এদের মধ্য থেকে ফ্রান্স আর ক্রোয়েশিয়া উঠে আসে ফাইনালে। ১৫ই জুলাই ফাইনালে ফ্রান্স ৪-২ গোলে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে জিতে নেয় শিরোপা।

যোজন যোজন দূরে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে বাংলাদেশে বসেই পুরো একমাস জুড়েই চলে বিশ্বকাপ উদ্‌যাপন। সর্বত্র টাঙানো হয়

প্রিয় দলের পতাকা। চলে জার্সি কেনার ধুম। তরুণ-তরুণী তো বটেই শিশু কিংবা মধ্যবয়সিরাও বিশ্বকাপ উন্মাদনায় মেতেছিল। ঘরে-বাইরে চলে কোন দল সেরা এই নিয়ে তর্কযুদ্ধ। কী ক্যাম্পাস, বন্ধুদের আড্ডা বা চায়ের দোকান সবখানেই চলে বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে চর্চা। আর ফেবারিট দলগুলোর জার্সি, টি-শার্ট, গেঞ্জিতে ফুটপাত থেকে শুরু করে নামিদামি ফ্যাশন আউটলেটগুলো সেজেছিল। আর একে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা-বাণিজ্যও হয়েছে। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে কর্মব্যস্ততা বেড়ে যায় ছোটো ছোটো অনেক প্রতিষ্ঠানের। দেশব্যাপী চাহিদা মেটাতে ছোটো ছোটো গার্মেন্টসগুলোতে বিভিন্ন দেশের জার্সি ও পতাকা বানানোর ধুম পড়ে যায়।

বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ টেলিভিশনের পর্দায় সরাসরি উপভোগ করেন ফুটবল বিশ্বকাপ। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এদিকে খেলা দেখার জন্য বাংলাদেশের ফুটবল পাগল মানুষের মধ্যে টেলিভিশন কেনার আগ্রহ বেড়ে যায়। ফুটবল উৎসবে টেলিভিশনের

বাড়তি চাহিদা সামলাতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হয় টিভি উৎপাদনকারী ও বিক্রেতাদের। উৎপাদন বাড়ানো হয় কয়েক গুণ। স্বাভাবিকের চেয়ে ব্যাপক মজুদ বাড়ানো হয়। সেইসঙ্গে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে দাম কমানোসহ নানা অফারও দেওয়া হয়।

দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয়তম এবারে এই ক্রীড়া আসরের উদ্‌বোধন এবং ফাইনাল ম্যাচের ভেন্যু মস্কোর লুঝনিকি স্টেডিয়াম। ১৯৩০ সালে শুরু হওয়া বিশ্বকাপ ফুটবলের এটি ২১তম আসর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে দুটি বিশ্বকাপ (১৯৪২ ও ১৯৪৬) অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। রাশিয়া বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে ক্ষুদ্র আইসল্যান্ড ও পানামার। ফুটবল মহাযজ্ঞে এবারই প্রথম খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে দল দুটো। অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্যি যে, ইউরোপের দেশ আইসল্যান্ডের জনসংখ্যা মাত্র ৩ লাখ ৩৫ হাজার! জনসংখ্যার হিসাবে বিশ্বকাপের সবচেয়ে ছোটো দল আইসল্যান্ড। এর আগে এই রেকর্ড ছিল ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর। ২০০৬ বিশ্বকাপে খেলার সময় দেশটির লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১৩ লাখ। ওদিকে কনকাকাফ অঞ্চল থেকে উঠে আসা মধ্য আমেরিকার দেশ পানামার আয়তন প্রায় ৭৫ হাজার বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ।

বাংলাদেশের অনেক মানুষ অপেক্ষায় থাকে বিশ্বকাপের জন্য। শুধু খেলা দেখা নয়, নিজেদের রুটি-রুজির জন্য। এই যে বিশ্বকাপ উপলক্ষে দেশময় হাজার হাজার পতাকা বাসাবাড়ির ছাদে উড়ছে, এ পতাকাগুলোর কারিগরেরাও তো বিশ্বকাপ-যজ্ঞের অংশ। তারাও তো বিশ্বকাপ উন্মাদনার একটা অংশ বিলিয়ে দিচ্ছে ফুটবলের মূলধারা থেকে বহু ক্রোশ দূরে থাকা একটি দেশের মানুষের মধ্যে।

ফুটবলের তীর্থভূমি লাতিন আমেরিকা ও ইউরোপ গত ২০ আসরের বিশ্বকাপ নিজেরা ভাগ করে নিয়েছে। ইউরোপ এগিয়ে, তারা জিতেছে ১১টি বিশ্বকাপ। এর মধ্যে জার্মানি এবং এবার বিশ্বকাপের টিকেট না পাওয়া ইতালি চারবার করে বিশ্বকাপ জিতেছে। এছাড়া ইংল্যান্ড এবং স্পেন একবার করে। লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল সর্বাধিক পাঁচবার, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা এবং ফ্রান্স দুইবার করে বিশ্বকাপ জিতেছে। এবার রাশিয়ার ১২টি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হয় টেলস্টার-১৮ নামক বল দিয়ে। রাশিয়া বিশ্বকাপের বল তৈরি করেছে অ্যাডিডাস। ১৯৭০ সাল থেকে বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য বল তৈরি করছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিশ্বের ২১১টি দেশের ৭০০ কোটি মানুষ প্রাণভরে উপভোগ করে বিশ্বকাপ খেলা। বিশ্বকাপের সময় সারাবিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ এর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকে। অর্থাৎ বিশ্বের চার শতাংশ মানুষ বিশ্বকাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

বিশ্বকাপ ফুটবল সন্দেহাতীতভাবেই বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতিযোগিতা। কেবল বাণিজ্যিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিক দিয়ে নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়েও এ বিশ্বকাপের রয়েছে অন্যরকম মাহাত্ম্য। বাংলাদেশ রাশিয়া বিশ্বকাপ বলয় থেকে অনেক দূরের একটি দেশ। আমরা বিশ্বকাপে খেলছি না। ভবিষ্যতে খেলব সেই দিন হয়ত বেশি দূরে নয়।

লেখক: সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

একনজরে ফুটবল বিশ্বকাপ ২০১৮

অবশেষে ফিফা বিশ্বকাপের সমাপ্তি ঘটল। ফেভারিট ফ্রান্স ৪-২ গোলে ডার্ক হর্স ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো জিতে নিল বিশ্বকাপের শিরোপা। ৩২টি দলের অংশগ্রহণে দীর্ঘ একমাসের এ টুর্নামেন্টের ৬৪টি ম্যাচে ঘটেছে অনেক নাটকীয় ঘটনা। গত ১৫ই জুলাই রাতে ফাইনালের শেষ বাঁশি বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যার অবসান হয়েছে। এর আগে সেমিফাইনালে বেলজিয়ামকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল ক্রোয়েশিয়া। একাধিকবার বিশ্বকাপ জেতার তালিকায় ষষ্ঠ দল হিসেবে নাম লিখিয়েছে ফ্রান্স। আগে যে কীর্তি ছিল ব্রাজিল (৫ বার), জার্মানি (৪ বার), ইতালি (৪ বার), আর্জেন্টিনা (২ বার) ও উরুগুয়ের (২ বার)। একটি করে বিশ্বকাপ জিতেছে ইংল্যান্ড ও স্পেন। বিশ্বকাপ জিতেছে মাত্র আটটি দেশ।

স্মৃতির পাতায় জায়গা করে নেওয়া রাশিয়া বিশ্বকাপের বিভিন্ন দিক ও পরিসংখ্যানে একনজর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক:

চ্যাম্পিয়ন: ফ্রান্স
রানার্সআপ: ক্রোয়েশিয়া
তৃতীয়: বেলজিয়াম
চতুর্থ: ইংল্যান্ড
টুর্নামেন্টে মোট গোল: ১৬৯
সর্বোচ্চ গোলদাতা: হ্যারি কেন (ইংল্যান্ড/৬)
সর্বোচ্চ গোলদাতা দল: বেলজিয়াম (১৬টি)

পুরস্কার

গোল্ডেন বল (সেরা খেলোয়াড়) : ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়ক লুকা মডরিচ
সিলভার বল (দ্বিতীয় সেরা খেলোয়াড়) : বেলজিয়ামের অধিনায়ক ইডেন হ্যাজার্ড
ব্রোঞ্জ বল (তৃতীয় সেরা খেলোয়াড়) : ফ্রান্সের অ্যান্তোনি গ্রিজম্যান
গোল্ডেন বুট (সর্বোচ্চ গোলদাতা) : ইংলিশ অধিনায়ক হ্যারি কেন
সিলভার বুট (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা) : ফ্রান্সের গ্রিজম্যান
ব্রোঞ্জ বুট (তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা) : বেলজিয়ামের রোমেলু লুকাকু
ফিফার সেরা উদীয়মান ফুটবলার: ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পে
ফেয়ার প্লে ট্রফি : স্পেন
ম্যান অব দ্য ফাইনাল: ফ্রান্সের অ্যান্তোনি গ্রিজম্যান।

মাদক প্রতিরোধে প্রয়োজন জনসচেতনতা

ডা. নূরল হক

মাদকাসক্তি সমাজ উন্নয়নের পথে বড়ো অন্তরায়। আধুনিক বিশ্বে আদর্শ নাগরিক ও সুশীল সমাজ বিনির্মাণে যতগুলো মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তন্মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম। সর্বগ্রাসী মাদকাসক্তির হিংস্র থাবা আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্যানসারের গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ মাদকাসক্তির মরণ ছোবলের শিকার। সভ্য জগতের একটি দেশও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে মাদকাসক্তির বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েনি।

অপসংস্কৃতি ও মাদকের ছোবলে ধ্বংসের পথে বাংলাদেশের যুব সমাজ। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা নেশায় আসক্ত হচ্ছে, হারাচ্ছে নৈতিকতা। অনেকেই পরিবার ও সমাজের জন্য ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে। আমাদের শিশু-কিশোর-তরুণরাই জাতির ভবিষ্যৎ। একদিন তারাই দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দেবে। অথচ মাদকের আগ্রাসনে তারাই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর এর পেছনে কারণ হিসেবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নেশা শুরু হয় ধূমপান থেকে। মাদকাসক্তদের অনেকেই প্রথমে সিগারেটের মাধ্যমে আসক্ত হয়। এটা অনেক ক্ষেত্রে হতাশা বা নতুন কিছু করার প্রবণতা থেকে শুরু হয়। সিগারেট কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে অনেক ট্যাক্স পাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষতির দিক থেকে চিন্তা করলে সেই ট্যাক্সের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ কি বেশি নয়? যদিও সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে লিখা থাকে– ধূমপানে মৃত্যু ঘটায় কিংবা ধূমপানে ক্যানসার হয়, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বিজ্ঞাপনে ও প্রচারে সিগারেটকে অত্যন্ত হালকাভাবে দেখানো হয়। কিন্তু সিগারেটের নিকোটিন যে ক্ষতি করে অনেক সময় হেরোইনও এ ক্ষতি করে না। সেজন্য আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে সিগারেট ভয়ংকর মাদক। সিগারেট থেকেই অন্যান্য মাদকদ্রব্যের প্রতি মানুষ আসক্ত হয়ে পড়ে।

ধূমপায়ীদের শতকরা ৫০ ভাগ ধূমপানজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের মৃত্যুর ঝুঁকি শতকরা ৭০ ভাগ বেশি। সারাবিশ্বে প্রতি বছর তামাক ব্যবহারের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করছে অথবা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। যদিও মানুষ ধূমপান করে আসছে আদিকাল থেকে, কিন্তু ধূমপানকে একটি প্রধান স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ১৯৫০ সালে। ধূমপানের ফলে শরীরের যেসব অঙ্গ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার মধ্যে– হৃদযন্ত্র, রক্তনালী, ফুসফুস, শ্বাসনালী, মস্তিষ্ক, মুখগহ্বর, খাদ্যনালী, পাকস্থলী, যকৃৎ, বৃক্ক ও মূত্রথলী অন্যতম। এছাড়াও মাইলয়েড লিউকেমিয়ার (এক ধরনের ব্লাড ক্যানসার) মতো জীবন ধ্বংসকারী রোগও এ থেকে হতে পারে। তাই সিগারেটকে 'না' বলতে হবে।

উৎপাদনকারী দেশ না হলেও ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশকে মাদকের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মাদক মাফিয়া চক্রের থাবার মুখে এবং বাংলাদেশ প্রধান মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চলের মধ্যবর্তী হওয়ায় মাদকদ্রব্যের অবৈধ পাচার ও অপব্যবহার থেকে মুক্ত থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে। এদেশের দক্ষিণ দিকে সমুদ্র ছাড়া অন্য সকল দিক মাদক উৎপাদনের প্রধান ঘাঁটি। মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও লাওসের সীমান্তবর্তী অঞ্চল 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল', অধুনা বিকশিত মাদক উৎপাদন কেন্দ্র ভারত, নেপাল ও তিব্বতের পার্বত্য এলাকার 'গোল্ডেন ওয়েজ' এবং মাদক উৎপাদন কেন্দ্র পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরানের সীমান্তবর্তী পার্বত্য এলাকা 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'- মাদকের প্রধান তিনটি স্বর্গরাজ্য। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক মাদক ব্যবসায়ীগণ ইউরোপীয় দেশসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাদকাসক্তদের চাহিদা মেটানোর জন্য বাংলাদেশকে ট্রানজিট ও করিডোর হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। ফলে বিশ্বের যে-কোনো মাদক বাংলাদেশের হাতের নাগালেই পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র অনুযায়ী, ইয়াবা নেটওয়ার্কের উৎপত্তি মিয়ানমার থেকে। বাংলাদেশে ফেনসিডিলের অবাধ অনুপ্রবেশের জন্য দায়ী সীমান্তের ওপারে ভারতে গড়ে ওঠা অসংখ্য ফেনসিডিল কারখানা। মাদকের ব্যবসা করে ফুলে ফেঁপে উঠেছে অনেকেই কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে পুরো সমাজ। এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জঙ্গিবাদের মতো মাদকও সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও র‍্যাবকে মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর সেই নির্দেশ অনুযায়ী 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান গত ১৫ই মে থেকে সারা দেশজুড়ে জোরেশোরে শুরু হয়েছে। এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। মাদকবিরোধী অভিযানে গডফাদারদের ধরতে হবে। মূল উৎপাটন না করে শাখা-প্রশাখা ছেটে ফেললে আবারও শাখা-প্রশাখা গজিয়ে যাবে। পাশাপাশি বিক্রেতাদের তালিকা তৈরি করে প্রচলিত আইনে তাদের সাজা দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

যুবসমাজকে মাদকের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে হলে মাদক অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে, যাতে মাদক ব্যবসায়ীদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। বিদ্যমান মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনকে আরো কার্যকর করতে হবে। সীমান্তে মাদকদ্রব্য অনুপ্রবেশ ও সরবরাহের সকল পথ বন্ধ করে দিতে হবে। এর পাশাপাশি সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে হবে। সরকারকে সীমান্ত এলাকায় টহল জোরদারের পাশাপাশি ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড সরকারের সাথে কার্যকরী আলোচনা করতে হবে। সামাজিকভাবে পারিবারিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একই সাথে পারিবারিক অশান্তি দূর করে মা-বাবার মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি করতে হবে– যাতে সন্তানেরা মাদকদ্রব্যে আসক্ত না হয়। নিজ সন্তানের প্রতি যেমন নজর দিতে হবে তেমনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সামাজিক বিভিন্ন সংগঠন এবং গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে ব্যাপক ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি সরকার পরিচালিত মাদকবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রমকে সহযোগিতা করে যেতে হবে। সর্বোপরি দেশব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচারণা, মাদকের বহুমুখী প্রতিক্রিয়া ও ক্ষতি সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। জাতির স্বার্থেই আজ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার যুবসমাজকে সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।

লেখক: চিকিৎসক ও সাংবাদিক

চিকুনগুনিয়া সম্পর্কে জানা-অজানা

নাফেয়ালা নাসরিন

আমাদের দেশের মানুষ যে সকল সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় তার মধ্যে ডেঙ্গু অন্যতম। গত বছর ডেঙ্গুর পাশাপাশি চিকুনগুনিয়া নামের জ্বরটি আমাদের বেশ ভুগিয়েছে। ডেঙ্গুর কাছাকাছি উপসর্গযুক্ত ভাইরাসজনিত এ রোগটির বাহকও এডিস মশা। তবে চিকুনগুনিয়া আমাদের কাছে নতুন কোনো রোগ মনে হলেও আসলে এটি বেশ পুরাতন একটি রোগ। আফ্রিকা মহাদেশের তাঞ্জানিয়ার মেকোনন্ডি এলাকায় ১৯৫২ সালে চিকুনগুনিয়া রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে। স্থানীয় কিমাকন্ডি ভাষা থেকে চিকুনগুনিয়া শব্দের আবির্ভাব; যার অর্থ 'ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়া, কুঞ্চিত হওয়া অথবা তীব্র মোচড় জনিত ব্যথা'। এ জ্বরে আক্রান্ত হলে গিটে গিটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, ব্যথার কারণে মানুষ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, তাই একে ল্যাংড়া জ্বরও বলা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে ২০০৮ সালে রাজশাহীর পবা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলায় প্রথম চিকুনগুনিয়ার সন্ধান মেলে। তখন কুমারদের বাড়ির আশপাশে পড়ে থাকা মাটির বিভিন্ন তৈজসপত্রে জমে থাকা পানিতে জন্ম নেওয়া এডিস মশার কারণে এ রোগ বিস্তার লাভ করে বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে ঢাকার দোহারেও এ রোগের সন্ধান পাওয়া যায়। ২০১৭ সালে চিকুনগুনিয়া রোগটি ঢাকা ও এর আশপাশের জেলাগুলোতে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করায় জনমনে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

বর্ষা মৌসুমে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের ফলে মশার প্রজনন ক্ষেত্র বেড়ে যাওয়ায় এডিস মশার বংশবৃদ্ধি ঘটে। ফলে চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গুর মতো রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। আক্রান্ত রোগীর রক্তের মাধ্যমে এ রোগ এক দেহ থেকে অন্য দেহে ছড়ায়। এডিস মশার পায়ে, শরীরে, পাখনায় ডোরাকাটা দাগ থাকে, এরা আমাদের বাড়ির আশপাশেই থাকে। এডিস মশা পরিষ্কার বদ্ধ পানিতে, ফুলের টব, এসি ও ফ্রিজের তলায়, পরিত্যক্ত টায়ার, ডাবের খোসা, স্যাঁতসেতে স্থান–যেখানেই সামান্য পানি জমে থাকে সেখানেই ডিম পেড়ে বংশ বিস্তার করে। দিনের যে-কোনো সময় এ মশা কামড়ায়। তবে ভোরে ও সন্ধ্যায় বেশি কামড়ায়। চিকুনগুনিয়ার ভাইরাসবাহী এডিস মশা কামড়ালে উচ্চমাত্রার জ্বর আসে। শরীরের গিটে গিটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, এর সাথে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, শরীরে ঠান্ডা অনুভূতি, বমি বমি ভাব, চামড়ায় লালচে দাগ বা র‍্যাশ দেখা যায়, মাংসপেশিতেও ব্যথা হতে পারে। এ জ্বর সাধারণত ৩ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তবে ব্যথা কয়েক মাস থেকে বছরখানিক পর্যন্ত থাকতে পারে।

চিকুনগুনিয়া জ্বর হলে আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। কারণ এ জ্বর এমনিতেই সেরে যায়। তবে ব্যথার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। এ সময় প্রচুর পানি ও তরল জাতীয় খাবার খেতে হবে। গিটের ব্যথার জন্য গিঁটের ওপরে ঠান্ডা পানির সেক এবং হালকা ব্যায়াম উপকারী হতে পারে। চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে মশারির মধ্যে আলাদা করে রাখতে হবে। কোনো রকম সমস্যা দেখা দিলে নিকটস্থ সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে।

লক্ষণ ও প্রতিকার

আইইডিসিআর বলছে, এ ধরনের মশা সাধারণত ভোরবেলা অথবা সন্ধ্যার সময় কামড়ায়। চিকুনগুনিয়ার লক্ষণ অনেকটা ডেঙ্গুর মতোই। প্রথমে জ্বর আসে, এরপর হয় গায়ে ব্যথা। 'তবে চিকুনগুনিয়ায় ভীষণ ব্যথা হয়, অনেক সময় নড়াচড়াই করা যায় না। ব্যথা হয় সব অস্থিসন্ধিতে'।

লক্ষণ

❑ গিটে গিটে ব্যথার পাশাপাশি মাথা কিংবা মাংসপেশিতে ব্যথা ❑ শরীরে ঠান্ডা অনুভূতি ❑ চামড়ায় লালচে দানা ❑ বমি বমি ভাবও চিকুনগুনিয়ার লক্ষণ।

প্রতিকার

চিকুনগুনিয়া পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা না করে জ্বর হলে প্যারাসিটামল সেবনের পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

❑ এ রোগ প্রতিরোধের কোনো টিকা নাই। সাধারণত রোগটি এমনি এমনিই সেরে যায়, তবে কখনো কখনো গিটের ব্যথা দীর্ঘদিন থাকতে পারে।

❑ আক্রান্ত ব্যক্তিকে বিশ্রাম নেওয়ার পাশাপাশি প্রচুর পানি ও তরল খাবার খেতে পরামর্শ দিয়েছে আইইডিসিআর। গিটের ব্যথার জন্য ঠান্ডা পানির সেক এবং হালকা ব্যায়ামও করা যেতে পারে।

❑ প্রাথমিক উপসর্গ ভালো হওয়ার পর যদি গিটের ব্যথা ভালো না হয় তবে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

❑ চিকুনগুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিরোধকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে আইইডিসিআর। এ ক্ষেত্রে মশার কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নেওয়ার পাশাপাশি এই পতঙ্গের আবাসস্থল ধ্বংস করতে বলা হয়েছে।

❑ বাসার আশপাশে পড়ে থাকা মাটির পাত্র, কলসি, বালতি, ড্রাম, ডাবের খোলা ইত্যাদি যে সব স্থানে পানি জমতে পারে, সেখানে এডিস মশা প্রজনন করে। তাই এসব স্থানে যেন পানি জমতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে এবং নিয়মিত বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার করতে হবে।

দীর্ঘ ৭৫ বছর আগে এ রোগের উৎপত্তি হলেও এখন পর্যন্ত চিকুনগুনিয়া জ্বরের কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি। তাই এ রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ করাই উত্তম। এ রোগ এড়াতে মশার প্রজনন কেন্দ্র ধ্বংস করতে হবে। বাড়ির চারপাশে ও বাড়ির ভেতরে কোথাও যেন এডিস মশা ডিম পেড়ে বংশবৃদ্ধি করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস বা উলটে রাখতে হবে। দিনে বা রাতে ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে।

এ রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। বস্তুত সতর্কতা ও সাহসিকতার সাথে চিকুনগুনিয়া মোকাবিলা করা গেলে এর ভয়াবহতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

লেখক: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

জাতীয় স্বার্থে বন সৃজন অপরিহার্য

আফতাব চৌধুরী

মানুষসহ সমগ্র প্রাণিজগতের প্রতি প্রকৃতির অমূল্য অবদান অরণ্য। অরণ্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ ফরেস্ট। শব্দটি মূল লাতিন ভাষার শব্দ 'ফরেস' থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে 'আউটসাইড'। এ 'আউটসাইড' শব্দটি গ্রামের সীমা নির্দেশ করেছিল। যেখানে অনাবাদি জমি মনুষ্য বসতি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট এক অঞ্চল হিসেবেও সংজ্ঞায়িত করা যায়। সমগ্র বিশ্বের ভৌগোলিক আয়তনের এক-তৃতীয়াংশই বনাঞ্চল। বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে বৃহদাকার জীবজন্তুর

আবাসভূমি এ বনাঞ্চলসমূহ। বনভূমি মানবসমাজকে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হওয়ার ক্ষেত্রে নানাভাবে সহায়তা করা ছাড়াও পরিবেশ দূষণমুক্ত করে রাখে। উপরন্তু জলবায়ুর উপাদান যেমন উষ্ণতা, বর্ষণ, আর্দ্রতা ইত্যাদির ওপর প্রভাব বিস্তার করে অরণ্যগুলো আবহাওয়া তথা জলবায়ু বহু পরিমাণে মানবসমাজের অনুকূল করে তোলে। শুধু কি এটাই? দেশের অরণ্যরাজি পাহাড়ি অঞ্চলের পাদদেশে পানি প্রবাহের ধারাও নিরবচ্ছিন্নভাবে ধরে রাখে। বনাঞ্চলের উপকারিতার শেষ নেই। চরম দুর্ভাগ্যের কথা, প্রকৃতি প্রদত্ত এ অমূল্য সম্পদের সংকোচন ঘটছে দ্রুতহারে আমাদের এদেশে।

জাতিসংঘের প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৯১ সালে বিভিন্ন কারণে এক কোটি সত্তর লক্ষ হেক্টর বনাঞ্চল ভূপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। সবুজভূমি, মরুভূমি, পাহাড়, পুকুর, হ্রদ, নদী, সাগর ইত্যাদির মতো বনাঞ্চল ধ্বংসে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে মানবসমাজ। বর্তমানে বিশ্ব ভূখণ্ডের মাত্র ত্রিশ শতাংশ বনভূমি রয়েছে। বিশ্বে প্রতিবছর ১ কোটি হেক্টর ক্রান্তীয় অরণ্যভূমি ধ্বংস হয়।

যে-কোনো দেশের ভৌগোলিক আয়তনের শতকরা ৩৩ শতাংশ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন যদিও বাংলাদেশে আছে মাত্র ৭/৮ শতাংশ। এ পরিমাণ হ্রাস পাওয়াটা নিঃসন্দেহে চিন্তার বিষয়। প্রতি ২৪ ঘণ্টায় দেশে প্রায় ১ লক্ষ গাছ ধ্বংস হয় বলে এক সমীক্ষায় প্রকাশ। যখন-তখন বনাঞ্চল সংহার করার ফলে অন্যান্য কুফলের সঙ্গে মরুভূমির সম্প্রসারণ ঘটছে। চাষাবাদ, শিল্পায়ন, নগরায়ণ– এ তিন কারণই মুখ্যত বনভূমি ধ্বংসের জন্য দায়ী। আর এক্ষেত্রে কৃষির জন্য সর্বাধিক হারে বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে।

আধুনিক মানবসভ্যতাকে গতি প্রদান করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে বনভূমির। কিন্তু অরণ্যসমূহের প্রতি মানুষ যে অন্যায় আচরণ করছে তা একদিন মানবসভ্যতার প্রতি হুমকির সৃষ্টি করবে। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষায় বৃহৎ পরিমাণের সবুজ গাছগাছালি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ভূমণ্ডলের উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য দায়ী গ্রিন হাউস গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে বেড়ে গেছে। দ্রুতহারে বনানী ধ্বংস হয়ে যাওয়া এর অন্যতম কারণ। ভূমণ্ডলের উত্তাপ বেড়ে যাওয়ার ফলে বিশ্বজুড়ে জলবায়ুর পরিবর্তন এবং এর ফলে প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তন বিজ্ঞানীমহলকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে।

অরণ্য পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কম করে তা নয়, অন্যভাবেও সহায়তা করে। প্রকাশিত দুটি তথ্যেই এর প্রমাণ মিলে। ২.৫ একর বিশিষ্ট একটি বনাঞ্চল বায়ুমণ্ডলের প্রায় ৪ টন পরিমাণের ধুলো শোষণ করতে পারে। এছাড়া একটি ঘন অরণ্যভূমি বছরে প্রতি একর জমিকে গ্রাস করতে পারে এমন ০.১৬ টন সালফার ডাই-অক্সাইড অপসারণে সমর্থ হয়। আমরা সবাই জানি সালফার ডাই-অক্সাইড এক ধরনের দূষিত গ্যাস। শব্দদূষণ রোধের ক্ষেত্রেও অরণ্যের ভূমিকা রয়েছে। গাছ শব্দের তীব্রতা ১০ থেকে ১৫ ডেসিবল কমাতে পারে।

ভূমিস্খলন রোধ, বৃষ্টির পানি ধরে রাখা, মরুভূমির বিস্তার রোধ, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, জলবায়ুর উপাদান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জলবায়ু, আবহাওয়া, মানুষ তথা অন্যান্য প্রাণীকুলের অনুকূলে রাখা ইত্যাদি বহু সুফল ছাড়াও ঔষধিগুণ বিশিষ্ট প্রায় ১০,০০০ প্রকার উদ্ভিদ অরণ্যে পাওয়া যায়। গাছপালা নিধনের ফলে আমরা যে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মারছি তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

অরণ্যঘেরা কোনো এলাকার বায়ু আর্দ্র অবস্থায় থাকে। অন্যদিকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুপ্রবাহের উষ্ণতা স্বাভাবিকভাবেই শীতল অবস্থায় থাকা বনভূমির বায়ুর সংস্পর্শে কমে এবং এর ফলে বৃষ্টি হয়। এ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ফলে স্থানীয়ভাবে বর্ষণের ওপরেও অরণ্য প্রভাব ফেলে। বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে বৃষ্টির পরিমাণ কমে অনেক সময়ে খরার সৃষ্টি হয়। মরুভূমির বালিকণা, ঘূর্ণিঝড় অনেক দূর টেনে নিয়ে গিয়ে মরুভূমির সম্প্রসারণ ঘটায়। গাছগাছালি থাকলে মরুভূমির বিস্তার বাধা পায়, কারণ বালিকণা আটকে থাকে গাছের লতাপাতায়। তা ছাড়া, বায়ুর আর্দ্রতা বাড়িয়ে মরুভূমির শুষ্ক অবস্থা সৃষ্টি হতে দেয় না। ফলে মরুভূমি বিস্তার লাভ করতে পারে না। অরণ্যের এ প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই ভারতের একমাত্র মরুভূমি থর মরুভূমির লাগোয়া ৬৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৮ কিলোমিটার চওড়া অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ করে অরণ্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা এক বিরাট সাফল্য।

বাতাস ও পানির আঘাতে ভূমির ক্ষতি হয়। অরণ্য কিন্তু এ ক্ষতি থেকে ভূমিকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের দেশে বছরে হাজার হাজার একর জমি বাতাস ও পানি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অরণ্য ধ্বংস হওয়ার ফলে ভূমির ক্ষয় দ্রুত ঘটছে। অন্যদিকে জুম চাষের জন্য দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বনাঞ্চল অনেকটা কমেছে। আর এতে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ বেড়েছে। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে জুম চাষের জন্য দেশে বছরে হাজারো হেক্টর বনাঞ্চল ধ্বংস হয় বলে এক সমীক্ষায় প্রকাশ। ক্রান্তীয় অরণ্যাঞ্চল ধ্বংসের ফলে প্রতিদিন লুপ্ত হচ্ছে মানবসমাজের প্রয়োজনীয় ১০০ ধরনের মূল্যবান বনজ সম্পদ।

বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে বনজ জীবজন্তুর আবাসভূমির অভাব ঘটছে এবং অনেক বন্য জীবজন্তু খাদ্যাভাব বা অন্যান্য কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ছাড়াও জনবসতিগুলোতে তারা বেরিয়ে আসার ফলে অনেক মূল্যবান মানবজীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটছে। হাতি, বাঘের উপদ্রবের খবরও মাঝেমধ্যে সংবাদপত্রের শিরোনামে আসে। অরণ্যভূমি ধ্বংসের অন্যতম কুফল এটা।

বনাঞ্চলের উপকারিতার প্রতি লক্ষ রেখে এর সংরক্ষণ তথা রক্ষণাবেক্ষণের ওপর বর্তমানে যথেষ্ট সরকারি, বেসরকারি এমনকি সামাজিক ও ব্যক্তি পর্যায়েও গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বনানিকরণ ও পুনর্বনানিকরণের ওপরও জোর দেওয়া প্রয়োজন। সামাজিক বনানিকরণ কর্মসূচি ক'বছর আগে শুরু করেছে সরকার। অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি প্রোগ্রামে এক টুকরো জমিতে চাষাবাদ, গাছ লাগানো ইত্যাদি করা হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, যাতে পতিত জমির সদ্ব্যবহার হয়। এর ফলে চাষিরা শস্য ছাড়াও পশুখাদ্য, জ্বালানি হিসেবে খড়ি, ফলমূল ও কাঠ পান।

পর্যাপ্ত বনভূমি থাকার পরও প্রতিবেশী দেশ ভারত, মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম তাদের নিজ নিজ দেশের বনাঞ্চলকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এ সকল দেশে সামাজিক বনানিকরণ বিভাগ অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি, কম্যুনিটি ফরেস্ট্রি, কমার্শিয়াল ফরেস্ট্রি এবং আরবান ফরেস্ট্রিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। অরণ্যসমূহের ওপর মানবসমাজের বিভিন্ন কারণে প্রয়োগ করা চাপ কম করাটা সামাজিক বনানিকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। বনাঞ্চলগুলোর নিবাসী মূল্যবান বন্যপ্রাণীগুলোর সংরক্ষণের জন্যও প্রণয়ন করা হয়েছে নানা কর্মসূচি। ভারত সম্ভবত বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র যেখানে 'ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট ১৯৭২' প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের দেশে বন্যপ্রাণী রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রোজেক্ট টাইগারের জন্য কুড়িটি জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য বাছাই করা হয়েছে। বন্য জন্তুগুলোর প্রাকৃতিক আবাসভূমি অরণ্যসমূহের সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বছরব্যাপী বন মহোৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে ভারতসহ অন্যান্য দেশেও।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ল্যাবি এইচ এবং বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. ডব্লিউ জামান বাংলাদেশের বন ও পরিবেশ নিয়ে এক গবেষণা করে জানিয়েছেন, দেশের সড়ক, রেলপথ, নদী, খালের দুই পাশে চা-বাগানের পরিত্যক্ত ভূমি এবং টিলা-পাহাড়ে পরিকল্পিতভাবে ১২০ কোটি ফলদ বৃক্ষ লাগিয়ে মাত্র ১০ বছরে ফল ও পুষ্টি ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। এতে ৫০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে, এই সঙ্গে ৫০-৬০ লক্ষ টন ফল বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। পশুপাখির আগমন বাড়বে, সুন্দর হবে পরিবেশ, অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে, দেশ হবে সমৃদ্ধশালী। আমাদের সরকারের পাশাপাশি জনসাধারণকে এ ব্যাপারে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসলে এ কাজে সফলতা খুব কঠিন ব্যাপার নয়।

যে-কোনো প্রকল্পের সফল রূপায়ণের জন্য জনগণের সহযোগিতা জরুরি। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে জনগণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে বন ধ্বংসে লিপ্ত দুর্নীতিগ্রস্ত লোকের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হতে হবে। সরকারকেও এ ব্যাপারে আরো কঠোর হতে হবে। মনে রাখতে হবে মূল্যবান একগুচ্ছ গাছ ধ্বংস করতে বেশি সময় লাগে না, কিন্তু সে গাছ গজিয়ে উঠতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়।

লেখক: প্রাবন্ধিক

জাতীয় অর্থনীতিতে সুন্দরবনের গুরুত্ব

রেজাউল করিম খোকন

বাংলাদেশের দর্শনীয় কিছু জায়গার নাম বলতে গেলে সুন্দরবনের নামটি চলে আসে খুব সহজেই। রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ অসংখ্য পশুপাখির অনন্য সাধারণ নিরাপদ আবাসস্থল এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের পাশাপাশি এ বনে রয়েছে হাজারো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, যা ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের নজর কাড়তে বাধ্য। পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীত্রয়ের মোহনায় বাংলাদেশের দক্ষিণ–পশ্চিমে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা এবং ভারতের কিছু অংশ মিলিয়ে গড়ে উঠেছে অনন্য অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই লীলাভূমি। বাংলাদেশের ৬০১৭ কিলোমিটার ও ভারতের অংশ মিলিয়ে অবিচ্ছিন্ন ভূমি খণ্ডের মধ্যে সুন্দরবন গড়ে উঠলেও দেশ বিভাগের পর তা দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে। যার এক খণ্ড সুন্দরবন বাংলাদেশ অংশে পড়েছে এবং অপর অংশ সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান ভারত অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুন্দরবন এবং সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান আলাদাভাবে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের অখণ্ড বনভূমি।

১৯৯৭ সালে সুন্দরবন ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এর বাংলাদেশ ও ভারতীয় অংশ বস্তুত একই নিরবচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের সন্নিহিত অংশ হলেও ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন নামে সূচিবদ্ধ হয়েছে। সুন্দরবনকে জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে সামুদ্রিক স্রোতধারা, কাদা চর এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমির লবণাক্ততাসহ ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপমালা। অনেকে মনে করেন, সাগরের বন (সমুদ্র বন) বা এখানকার উপজাতি চন্দ্র বান্ধে থেকে সুন্দরবনের নামকরণ হয়েছে। তবে সর্বাধিক স্বীকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে– সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ 'সুন্দরী'র নামানুসারে হয়েছে সুন্দরবনের নামকরণ।

সুন্দরবনের উৎপত্তি সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয়, হিমালয়ের ভূমি ক্ষয়জনিত পলি, বালি ও নুড়ি হাজার বছর ধরে বয়ে চলা পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র কর্তৃক উপকূলে চরের সৃষ্টি করেছে। অপরদিকে সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ায় লবণাক্ত জলের ধারায় সিক্ত হয়েছে এ চর এবং জমা হয়েছে পলি। কালক্রমে সেখানে জন্ম নিয়েছে বিচিত্র জাতের কিছু উদ্ভিদ এবং গড়ে উঠেছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বা লবণাক্ত পানির বন। জলাশয় ও বন্যপ্রাণীতে পরিপূর্ণ সুন্দরবনে খুব সহজে জরিপ কাজ চালানো সম্ভব হয় না। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুন্দরবন অঞ্চলের স্বত্বাধিকার গ্রহণ করলে সর্বপ্রথম এর মানচিত্র তৈরি হয়। তখন সুন্দরবনের আয়তন ছিল প্রায় ১৭ হাজার বর্গকিলোমিটার। এরপর ধীরে ধীরে সুন্দরবনের আশপাশে জনবসতি গড়ে উঠতে থাকলে এর আয়তন ক্রমেই কমতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এর স্বত্বাধিকার গৃহীত হলে প্রথম জরিপ পরিচালিত হয় ১৮২৯ সালে। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৮৭৮ সালে সুন্দরবনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয় এবং পরের বছর এর দায়দায়িত্ব বন বিভাগের ওপর অর্পণ করা হয়।

পৃথিবীর অন্যান্য ম্যানগ্রোভ বনভূমির উদ্ভিদের তুলনায় সুন্দরবনের উদ্ভিদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কেননা সুন্দরবনের বুক চিরে শুধু নোনা পানি নয়, ক্ষেত্র বিশেষে প্রবাহিত হয় স্বাদু পানির ধারা। এই বৈশিষ্ট্যই সুন্দরবনকে পৃথক করেছে বিশ্বের অন্যান্য ম্যানগ্রোভ বন থেকে। সুন্দরবনের নামকরণের প্রধান কারণ এর সুন্দরী গাছ। বলাই বাহুল্য, সুন্দরবনে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সুন্দরী গাছ। এছাড়া গেওয়া, গরান এবং কেওড়া সুন্দরবনের বনজ বৈচিত্র্যের ধারক। এখানকার অধিকাংশ গাছের রং সবুজাভ হওয়ায় গোটা সুন্দরবনকে এক ব্যতিক্রমী সুন্দর লাগে দেখতে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে যেমন, ঠিক তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতেও সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুন্দরবন দেশের বনজ সম্পদের একক বৃহত্তম উৎস। এই বন কাঠের ওপর নির্ভরশীল শিল্পকারখানায় কাঁচামাল জোগান দেয়। এছাড়াও কাঠ, জ্বালানি ও মণ্ডের মতো প্রথাগত বনজ সম্পদের পাশাপাশি এখান থেকে নিয়মিতভাবেই বিপুল পরিমাণে আহরণ করা হয় ঘর ছাওয়ার গোলপাতা, মধু, মৌচাকের মোম, মাছ, কাঁকড়া এবং শামুক-ঝিনুক। বৃক্ষরাজি পূর্ণ সুন্দরবনের এই ভূমি একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় আবাসস্থল, পুষ্টি উৎপাদক, পানি বিশুদ্ধকারক, পলি সঞ্চয়কারী, ঝড়-তুফান প্রতিরোধক, উপকূল স্থিতিকারী শক্তি-সম্পদের বিপুল আধার এবং দারুণ সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্র।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই বনের আর্থিক অবদান বছরে পাঁচ হাজার ৪৫৬ কোটি টাকা। পর্যটন, দুর্যোগ থেকে রক্ষা ও জীবিকার মাধ্যমে এই অবদান রাখছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো এই ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় এ তথ্য উঠে এসেছে। যা আমাদের আশাবাদী করেছে স্বাভাবিকভাবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (আইএফইএসসিইউ) একটি সমীক্ষা চালায় সুন্দরবনের ওপর। সমীক্ষায় দেখা যায়, সুন্দরবন থেকে চার খাতে মোট ২২ ধরনের সেবা মেলে। এর মধ্যে তিন খাতের ওপর জরিপ চালিয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং গবেষক দল। এতে দেখা যায়, সুন্দরবনের পর্যটন খাত থেকে বছরে আসে ৪১৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৫৩ মিলিয়ন ডলার। সুন্দরবন থাকার কারণে ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের সময় উপকূলীয় অঞ্চলের জীবন ও সম্পদ বড়ো ধরনের ক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই বনের কারণে বছরে তিন হাজার ৮৮১ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা পায়। জীবিকার মাধ্যমে বছরে এক হাজার ১৬১ কোটি টাকার সমপরিমাণ আর্থিক সম্পদ পাওয়া যায় এই বন থেকে। সুন্দরবন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২২ ধরনের সেবা দিয়ে গেলেও টাকার অঙ্কে এ সেবার মূল্যমান সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয়নি এতদিন। যে কারণে সুন্দরবনকে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয়নি আমাদের অর্থনীতিতে। সময় ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে জরিপকারী দল বাছাই করা কয়েকটি সেবা নিয়ে হিসাবনিকাশ

করেছেন। বিশেষ করে কার্বন জমা করার ক্ষেত্রে সুন্দরবনের অনেক বড়ো অবদান রয়েছে। বন বিভাগের এক গবেষণায় জানা যায়, সুন্দরবন বছরে ১৬ কোটি মেট্রিক টন কার্বন ধরে রাখে। আন্তর্জাতিক কার্বন বাজার অনুযায়ী এর মূল্য পাঁচ থেকে ছয় বিলিয়ন ডলার।

বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত এই বনের মোট আয়তন ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ছয় হাজার ১৭ বর্গকিলোমিটার বাংলাদেশে পড়েছে। বাকিটা ভারতের অংশে। এই বনে রয়েছে প্রায় ৩০০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৪২৫ ধরনের প্রাণী এবং ২৯১ জাতের মাছের আবাসস্থল। রয়েল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে বিশ্বব্যাপী এক ধরনের আগ্রহ এবং চাঞ্চল্য রয়েছে। বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের একমাত্র আবাসস্থল সুন্দরবন। পর্যটন কেন্দ্রের উপযোগিতা থেকেও সুন্দরবনের গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রতিবছর দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পর্যটক ভিড় করেন 'ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন'-এ। এখানে বিদেশি পর্যটকদের সমাগমের ফলে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রাও যোগ হয় আমাদের জাতীয় আয়ের হিসাবে। এটা কোনোভাবে অবহেলার মতো অঙ্ক নয়।

মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বিভিন্ন জীবজন্তুর পদচারণায় সমৃদ্ধ এ বন পর্যটকদের জন্য আজও এক দুর্দান্ত আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। খুব সহজে এর আহ্বান এড়িয়ে থাকা যায় না। জানা যায়, বন ও বন্য পশুপাখির আকর্ষণ এবং ধর্মীয় উৎসব রাসমেলা ও বন বিবির মেলা দেখতে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা সুন্দরবন ভ্রমণ করেন। বছরে সুন্দরবনের পর্যটন খাত থেকে আয় হয় ৪১৪ কোটি টাকা। গত ১০০ বছরে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ৫০৮টি সাইক্লোন আঘাত হেনেছে। সুন্দরবনের বনাঞ্চল এবং গাছপালা থাকায় উপকূলের জানমাল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। শুধু ২০০৭ সালের সিডরে উপকূলবর্তী এলাকার জনপদ ধ্বংস হয়ে এক দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে। সুন্দরবনের অস্তিত্ব না থাকলে এই ক্ষতির পরিমাণ আরো কয়েকগুণ বাড়তো। প্রায় ৩৫ লাখ দরিদ্র জনগোষ্ঠী জীবিকার জন্য পুরোপুরি বা আংশিকভাবে সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল। সমীক্ষা থেকে জানা যায়, সুন্দরবন ও এর আশপাশের পেশাজীবীরা প্রধানত আটটি পণ্য বন থেকে সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তারা প্রধানত জ্বালানি কাঠ, মধু ও মোম, গোলপাতা, মাছ, চিংড়ি ও চিংড়ি পোনা, কাঁকড়া আহরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এই সাত পণ্য আহরণের মাধ্যমে এক হাজার ১৬১ কোটি টাকার সমপরিমাণ আর্থিক সম্পদ পাওয়া যায় সুন্দরবন থেকে।

অনেক সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে সুন্দরবনকে ঘিরে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম পরিবেশবান্ধব ইকো ট্যুরিজম গড়ে তোলা, সুন্দরবন রক্ষায় জাতীয় তহবিল গঠন করা, বনের ওপর নির্ভরতা কমাতে আশপাশের জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক বিকল্প জীবিকার উদ্যোগ গ্রহণ করা, পর্যটনভিত্তিক গ্রাম গড়ে তোলা, তাদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা, পর্যটকদের প্রবেশ ফি বাড়ানো, নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া স্পর্শকাতর প্রতিবেশ ও পরিবেশের এলাকাগুলোতে পর্যটকদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা, ধারণের অতিরিক্ত পর্যটক যাতে সুন্দরবনের পর্যটন স্পটগুলোতে প্রবেশ করতে দেওয়া না হয় তার ব্যবস্থা করা, কৃত্রিম অবকাঠামো না বানিয়ে বনের আকার বাড়ানো, চিংড়ির ঘের বাড়তে না দেওয়া এবং বনাঞ্চল রক্ষায় বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা। আমরা সুন্দরবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা যথাযথ প্রকাশ ও প্রয়োগ দেখতে চাই। কোনোরকম অবজ্ঞা কিংবা অবহেলা নয়, জাতীয় অর্থনীতিতে সুন্দরবনের অসামান্য অবদানকে কাজে লাগাতে হবে। শুধু সরকারি উদ্যোগ নয়, এক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্যোগ বড়ো প্রয়োজন। সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। সেই এগিয়ে চলায় সুন্দরবন নানাভাবে রসদ জোগাবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বিশ্ব বাঘ দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর ২৯শে জুলাই পালিত হয় বিশ্ব বাঘ দিবস। প্রতিবছর বন অধিদপ্তর আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে থাকে সমাবেশ, র‍্যালি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের একমাত্র সুন্দরবন বাঘের আবাসস্থল হওয়ায় বাঘ সংরক্ষণ, বাঘ শিকার ও পাচার বন্ধ, বাঘের খাদ্য সুন্দরবনের হরিণ রক্ষাসহ সন্নিহিত লোকালয়ের অধিবাসীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে এ দিবস পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত বাঘ সমৃদ্ধ ১৩টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে বাঘ সংরক্ষণকে বেগবান করার জন্য এক ঘোষণাপত্র তৈরি হয়। সেই ঘোষণাপত্রের আলোকে প্রতিবছর ২৯শে জুলাই বিশ্ব বাঘ দিবস পালিত হচ্ছে। বাঘ রয়েছে বিশ্বের এমন ১৩টি দেশ হচ্ছে– বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভুটান, নেপাল, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম ও রাশিয়া।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছে বনবিভাগ। সচেতনতা সৃষ্টির কারণে লোকালয়ে ঢুকলেও জনসাধারণ এখন আর বাঘ হত্যা করে না।

তবে 'বাংলাদেশের সুন্দরবনে বাঘের ঘনত্ব' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশে বাঘের সংখ্যা এখন মাত্র ১০৬টি। এর আগে ২০০৪ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সহায়তায় বনবিভাগ বাঘের পায়ের ছাপ গুণে জরিপ করে। এতে বলা হয়, সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ৪৪০টি। ২০১৩ সালে 'ক্যামেরা ট্যাপিং' পদ্ধতিতে সুন্দরবনে বাঘ গণনা শুরুর পর ওই জরিপ কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ ছিল বলে মনে করা হয়। বাঘশুমারির চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী, বাংলাদেশ ও ভারতীয় অংশ মিলে ১০ হাজার বর্গ কিলোমিটারের সুন্দরবনে মোট বাঘের সংখ্যা ১৭০টি।

বাঘ সুন্দরবনের প্রাকৃতিক রক্ষক। বাঘ কমলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের ওপর হুমকি বাড়বে। তাই শুধু বাঘ নয়, বিশ্ব ঐতিহ্য এ সুন্দরবনকে এবং বনের সকল জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি সুন্দরবন সংলগ্ন জনপদের মানুষকে বন সুরক্ষায় আরো বেশি সচেতন হতে হবে।

সুন্দরবন পূর্ব বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা সূত্রে জানা যায়, সর্বশেষ গত ২০১৫ সালের পরিসংখ্যানে বাঘের সংখ্যা ছিল ১০৬টি। তাছাড়া বনবিভাগসহ প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে গত দুই বছরে কোনো বাঘ হত্যা বা শিকারের অঘটন ঘটেনি। সুন্দরবনে টহলকালে বাঘ ও বাঘের বাচ্চা ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। ফলে ধারণা করা হচ্ছে, বাঘের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়েছে।

প্রতিবেদন: নিশাত আহমেদ

শীতলপাটির বিশ্ব স্বীকৃতি

ফরিদ হোসেন

ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'খাঁটি সোনা' কবিতায় বাংলার মাটিকে তুলনা করেছেন শীতলপাটির সাথে। সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার তেঘরি গ্রামের এক পাটিশিল্পীর তৈরি ফরমায়েশি একটি শীতলপাটি স্থান পেয়েছিল মহারানি ভিক্টোরিয়ার রাজদরবারে। ভারতবর্ষে এসেছিলেন, এমন বাহাদুরি প্রমাণ হিসেবে ভিনদেশিরা ঢাকার মসলিনের পাশাপাশি সিলেটের শীতলপাটি নিয়ে যেতেন স্মৃতি হিসেবে। প্রচলিত আছে, মৌলভীবাজারের দাসের বাজারের রুপালি বেতের শীতলপাটি মুর্শিদ কুলী খাঁ সম্রাট আওরঙ্গজেবকে উপহার দিয়েছিলেন। মৈমনসিংহ গীতিকা ও লোকসাহিত্যেও নানাভাবে উঠে এসেছে শীতলপাটির কথা।

শীতলপাটির নামের মধ্যেই রয়েছে এর গুণ। এ পাটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গরমে ঠান্ডা অনুভূত হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যসম্মত এ পাটি। মুর্তা বা পাটি, বেত বা মোস্তাক নামের গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের ছাল থেকে এ পাটি তৈরি হয়। সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, বরিশাল, ঝালকাঠি, কুমিল্লা, ঢাকা, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনায় এ গাছ প্রচুর পাওয়া গেলেও শীতলপাটির বুনন শিল্পের বেশিরভাগ বৃহত্তর সিলেটের চারটি জেলার (সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ) নীচু এলাকায় সক্রিয়।

শীতলপাটি বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন– সিকি, আধুলি, টাকা, নয়নতারা, আসমান তারা ইত্যাদি। তবে সিকি, আধুলি ও টাকা ব্যাপক পরিচিত। পাটিগুলো সাধারণত ৭ ফুট থেকে ৫ ফুট হয়ে থাকে। সিকি খুবই মসৃণ হয়। কথিত আছে, সিকির ওপর সাপ চলাচল করতে পারে না মসৃণতার কারণে। সিকি তৈরিতে সময় লাগে ৪-৬ মাস। আধুলি মসৃণ কম হয় এবং এর বুননে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। একটি আধুলি তৈরিতে সময় লাগে ৩-৪ মাস। টাকা জোড়া দেওয়া শীতলপাটি। দুই বা তার অধিক জোড়া থাকে টাকাতে। এগুলো অত্যন্ত মজবুত হয়। ২০-২৫ বছরেও নতুন থাকে এ পাটিগুলো। এসব পাটির পাশাপাশি কিছু সাধারণ পাটি আছে, যা তৈরি করতে সময় লাগে ১-২ দিন। পাটির দাম নির্ভর করে সাধারণত বুনন কৌশল ও নকশার ওপর। সর্বনিম্ন ২,০০০-৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে একেকটি পাটির দাম। শীতলপাটির বুনন শিল্পীরা 'পাটিয়াল' বা 'পাটিকর' নামে পরিচিত।

অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা নির্বস্তুক বা অমূল্য (Intangible) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যাচাই-বাছাই ও সুনির্দিষ্ট করে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে তুলে ধরার কাজ করে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। এ সংক্রান্ত সনদে স্বাক্ষর করা সব দেশ প্রতিবছর নিজেদের যে-কোনো একটি উপাদানে স্বীকৃতি চেয়ে আবেদন করতে পারে। ২০০৮-২০১৭ সাল পর্যন্ত ইউনেস্কো ১১৭টি দেশের মোট ৪৭০টি বিষয়কে নির্বস্তুক বা অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। বছরওয়ারি তালিকাভুক্ত নির্বস্তুক বা অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য– ২০০৮ সালে ৯০টি, ২০০৯- এ ৮৭টি, ২০১০- এ ৪৮টি, ২০১১- এ ৩৩টি, ২০১২- এ ৩২টি, ২০১৩- এ ৩০টি, ২০১৪- এ ৩৮টি, ২০১৫- এ ২৮টি, ২০১৬- এ ৪২টি, ২০১৭- এ ৪২টি।

শীতলপাটি নিয়ে বাংলাদেশের এ যাবৎ ইউনেস্কোর ঘোষিত নির্বস্তুক বা অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ৪টি। অন্য ৩টি হলো– বাউল গান (২০০৮), জামদানি বয়ন শিল্প (২০১৩) ও পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা (২০১৬)। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ রিকশার চিত্রকে তালিকাভুক্ত করতে আবেদন করেছে।

শীতলপাটির বিশ্ব স্বীকৃতি

৬ই ডিসেম্বর ২০১৭ জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনেস্কো সিলেট অঞ্চলের শীতলপাটি বুননের ঐতিহ্যগত হস্তশিল্পকে বিশ্বের নির্বস্তুক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বশীল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। ৪-৯ই ডিসেম্বর ২০১৭ দক্ষিণ কোরিয়ার জেজু দ্বীপে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর নির্বস্তুক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণে গঠিত আন্তর্জাতিক পর্ষদ (Inter-Governmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) বাংলাদেশ সরকারের শীতলপাটি বিষয়ক প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। এতে বাংলাদেশের Traditional Art of Shital Pati Weaving of Sylhet of Bangladesh শীর্ষক প্রস্তাবটি Nomination file No. 1112 হিসেবে চিহ্নিত ছিল। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এ প্রস্তাবনাটি প্রণয়ন করেছিল এবং ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইউনেস্কোর নিকট দাখিল করেছিল।

লেখক: প্রাবন্ধিক

ভাতা প্রদান সরকারের মহৎ উদ্যোগ

মো. সালাহউদ্দিন

বর্তমান সরকারের এক মহৎ উদ্যোগ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। সমাজের বঞ্চিত, অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের এক বৃহৎ প্রচেষ্টা এটি। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজসেবা অধিদপ্তরসহ সরকারের ২৯টি বিভাগ কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাসহ আরো উল্লেখযোগ্য ভাতা রয়েছে।

বয়স্ক ভাতা

সরকারি তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ লোক বয়স্ক হিসেবে চিহ্নিত। যারা ভূমিহীন, বিত্তহীন এবং বার্ধক্যের কারণে দৈহিক পরিশ্রমে অক্ষম তারাই সবচাইতে বেশি দারিদ্র্যের শিকার। বয়স্ক ও কাজ করতে অক্ষম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ

সরকার বয়স্ক ভাতা প্রদান কর্মসূচি চালু করেছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে প্রাথমিকভাবে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডের ৫ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলাসহ ১০ জন দরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের আওতায় আনার মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকার সমাজের অবহেলিত এসব মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে দেশের সকল পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনকে এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩১ লাখ ৫০ হাজার বয়স্ক ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩৫ লাখে উন্নীত করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪০ লাখে এবং ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে ৬০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বয়স্ক হিসেবে চিহ্নিত শতকরা ২০ ভাগ লোক বর্তমানে এ বেষ্টনীর আওতাভুক্ত।

দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা

গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য বর্তমান সরকার দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচি গ্রহণ করে। কার্যক্রমটি চলমান। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র মা ও শিশুর মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি, গর্ভাবস্থায় উন্নত পুষ্টির উপাদান বৃদ্ধি। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে ৩২৮টি এনজিও-সিবিও'র মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে, দরিদ্র মাতাদের ভাতা অন্যান্য বেষ্টনীর মতো এ বেষ্টনীর পরিধি সীমিত হওয়া সত্ত্বেও এ কর্মসূচিটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় মোট ৩ হাজার ইউনিয়ন

গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের প্রথম স্বর্ণপদক

আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে (আইএমও) এবার সোনার পদক জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ। রোমানিয়ার ক্লুজ-নাপোকা শহরে অনুষ্ঠিত ৫৯তম আইএমওতে দেশের জন্য প্রথম সোনার পদকটি জিতেছে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী আহমেদ জাওয়াদ চৌধুরী। সে ৪২ নম্বরের মধ্যে ৩২ নম্বর পেয়েছে। ১২ই জুলাই আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইটে পুরস্কার বিজয়ীদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ দলের অপর তিন সদস্য তাহনিক নূর সামিন ২৩ নম্বর, জয়দীপ সাহা ১৯ নম্বর ও তামজিদ মুর্শেদ রুবাব ১৮ নম্বর পেয়ে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে। অপর দুই সদস্য রাহুল সাহা ও সৌমিত্র দাস সম্মানসূচক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। মোট ১১৪ নম্বর পেয়ে ১০৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪১তম। ১০৭টি দেশের ৫৯৭ জন শিক্ষার্থী এবারের অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়েছে। তাদের মধ্যে জাওয়াদের অবস্থান ২৭তম।

২০০১ সালে 'নিউরনে অনুরণন' নামে প্রথম গণিত অলিম্পিয়াডের কার্যক্রম শুরু হওয়া থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্জন ১টি স্বর্ণপদক, ৬টি রৌপ্যপদক, ২২টি ব্রোঞ্জপদক ও ২৭টি সম্মানসূচক স্বীকৃতি।

চট্টগ্রামের ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে আহমেদ জাওয়াদ চৌধুরী। তার গণিতের প্রতি ভালো লাগা শুরু ২০০৯ সালে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় ব্রেন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ইউসিমাস-এ ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় প্রাথমিক ক্যাটাগরিতে সারাদেশের মধ্যে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়ন' হয় জাওয়াদ। পরের ৮টি প্রতিযোগিতায় কোনো না কোনো পদক জিতেছে সে। আর আইএমও'তে ২০১৬ সালে ব্রোঞ্জ ও ২০১৭ সালে রৌপ্যপদক পেয়েছিল জাওয়াদ। *স.বা. প্রতিবেদক*

রয়েছে। এতে ইউনিয়ন প্রতি উপকারভোগী হবে ১৫ জন। ২০১৮-১৯ সালে দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা মাসিক ৫০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা এবং ভাতার মেয়াদ ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর নির্ধারণ করে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৬ লাখ থেকে ৭ লাখে উন্নীত করা হয়েছে।

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা

দিন বদলের অভিপ্রায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করে। ঐ অর্থবছরে ৪ লাখ ৩

হাজার ১১০ জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের জন্য ২০১০-১১ সালে বর্তমান সরকারের প্রথম মেয়াদে এ কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করার পর গত ৬ বছরে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা বিতরণে প্রায় শতভাগ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে এ কর্মসূচি সমাজসেবা অধিদপ্তর সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১২ লাখ ৬৫ হাজার ভাতাভোগীর জন্য জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে মোট ৭৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ১২ লাখ ৬৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১৪ লাখে উন্নীত করা হয়েছে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা

সমাজে অবহেলিত প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এরমধ্যে অন্যতম হলো অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীরা ভাতা সুবিধা পেয়ে থাকেন। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা পাওয়ার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

যার বার্ষিক গড় আয় সর্বোচ্চ ৩৬ হাজার টাকা এবং বয়স সর্বনিম্ন ৬ বছর তিনি নির্ধারিত ফর্মে উপজেলা বা সমাজসেবা অফিসার বরাবরে আবেদন করবেন। ইউনিয়ন পর্যায় থেকে আবেদন যাচাই-বাছাই করে উপজেলা-জেলা তালিকা চূড়ান্ত করে সংসদ সদস্যের অনুমতি নিয়ে ভাতাভোগীদের নামে উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের মাধ্যমে ভাতা বই ইস্যু করা হয়। ভাতাভোগী তার নিজস্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ভাতা উত্তোলন করেন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার আওতায় উপকারভোগী ছিল ৭ লাখ ৫০ হাজার। তারা প্রতি মাসে ৬০০ টাকা হারে ভাতা পেতেন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৮ লাখ ২৫ হাজার উপকারভোগীকে প্রতি মাসে ৭০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ সালের বাজেটের ভাতার পরিমাণ ঠিক রেখে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা সোয়া ৮ লাখ থেকে বাড়িয়ে ১০ লাখে উন্নীত করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা ভাতা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা সরাসরি অংশগ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করেছেন তাদের কাছে আমরা ঋণী। তাদের সম্মানে বর্তমান সরকার চালু করেছে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য, খেতাবপ্রাপ্ত, যুদ্ধাহত ও শহিদ পরিবার মিলিয়ে মোট ৮ হাজার ৫১৪ জনকে ভাতা দেওয়া হয়। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা দেওয়া শুরু হয় ২০১৩ সাল থেকে। প্রত্যেক সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা মাসে ১০ হাজার টাকা করে ভাতা পান। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের মাসিক ভাতা ৩৫ হাজার টাকা। 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবপ্রাপ্ত

মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা মাসিক ৩০ হাজার টাকা, বীর-উত্তমদের ভাতা ২৫ হাজার টাকা, বীরবিক্রমদের ভাতা ২০ হাজার টাকা এবং বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্তদের ভাতা ১৫ হাজার টাকা। মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধারা আগামী অর্থবছর থেকে প্রত্যেক বছরে মাসিক সম্মানীর সমপরিমাণ দুটি উৎসব ভাতা, ২ হাজার টাকা করে বাংলা নববর্ষ ভাতা, ২ হাজার টাকা বিজয় দিবস ভাতা পাবেন। ২ লাখ মুক্তিযোদ্ধা প্রতি মাসে সরকারের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা করে সম্মানী ভাতা পান। বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়ের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের আবেগ-অনুভূতি বিবেচনায় সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে। অসচ্ছল, যুদ্ধাহত ও অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা অথবা নাতি-নাতনিদের সহায়তা দেওয়ার জন্য বাজেটে প্রায় ৪শ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ রয়েছে। প্রায় ১০ হাজার উপকারভোগী এ বেষ্টনীর আওতাভুক্ত।

প্রিয় স্বদেশ

গোলাম নবী পান্না

প্রিয় স্বদেশ মায়ার টানে
ছায়া এঁকে যায়
সেই ছায়াটি পড়ে এসে
তোমার আমার গায়।
কীভাবে তা বলছি শোনো
এসো গাছের কাছে
পাতারা সব ছায়া হয়ে
পায়ের কাছে নাচে।
আবার দেখ নদীর মাঝে
ঢেউ করে যায় খেলা
মজারই এক ছবি ভাসে
ডুবতে গেলে বেলা।
শীতল হাওয়ার পরশ এঁকে
বাতাস বয়ে চলে
পাহাড় ঘেঁষে ঝরনা ঝরে
ঝলোমলো জলে।
ক্ষেতে সোনার ফসল ফলে
আমরা খেয়ে বাঁচি
দেশকে ভালোবেসে সবাই মিলেমিশে আছি।

দুঃসাহসী

রোকসানা গুলশান

ঢেউভাঙা ঢেউ এসে লাগল বুকে
কী যে সুখে!
এলোমেলো সে দোল
ভাসালো, হাসালো।
তীর্থ ছেড়ে এ কোন অভিযাত্রায়?
পুলকে রাঙা হই।
বাঁধভাঙা অবাধ পথ
সাইরেনে কী বা এসে যায়–
দীগন্ত যে ওই।
মন জুড়ানো চায়ের মতো
সোনালি ঢেউ
কূল ভেঙে দেওয়া অকূল পাথারে
যাবে কী কেউ?

বসন্ত বৃষ্টি

খান চমন-ই-এলাহি

একদিন শ্রাবণে বসন্ত বৃষ্টিতে
পুকুরে হাঁসদের জলকেলির সাথে
তোমার বিষণ্ন মন নেচে উঠেছিল–
আমাকেও ডেকেছিলে তাপের আনন্দোৎসবে!
তোমার মৌনতা বৃষ্টির ছন্দে ছন্দে
বসন্তের বর্ণিল ফুল হয়ে
কোমর জলে তুলেছিল রঙিন ঢেউ।
আকাশ সাক্ষি, বাতাস সাক্ষি
সাক্ষি শাড়ির আঁচল
আরো সাক্ষি শ্বাসের পতন
পাঁজরে তোলার স্বনন।

রূপসনাতন বাংলা

মিয়াজান কবীর

রূপসনাতন বাংলা আমার
দেখেছি তোমাকে ঋতুতে ঋতুতে রূপ মহিমায়
দেখেছি তোমাকে গ্রীষ্মের বিষণ্ন দুপুরে বাও কুড়ানির ঘূর্ণিপাকে
কালবৈশাখির নৃত্যের ভঙ্গিমায়
অপলক চাহনিতে যেন তুমি এক উন্মাদিনী।
দেখেছি তোমাকে বর্ষার ফেনিল তরঙ্গমালায়
পাল তোলা নায়ের গুণটানা মাঝির ঘাম ঝরার পথচলায়,
পদ্মা-যমুনা-ধলেশ্বরী ভাঙাগড়ার বালুকাময় ভস্মস্তূপের মাঝে।
দেখেছি তোমাকে শরতে কাশবনের শুভ্রতায়
শিউলি ফোটা ভোরে, স্নিগ্ধ মধুর হাসির রেখায়
দেখেছি তোমাকে হেমন্তের পাকা ধানের সমারোহে
কিষাণের ফসল কাটার ভিড়ে ধান কুড়ানি মেয়ের উচ্ছলতায়
ঝিরিঝিরি বাতাসে ধান উড়ানো আঙিনায়।
দেখেছি তোমাকে শীতের শিশিরঝরা মুক্তো মল্লিকা পরিহিতা
এক রূপকথার রাজকন্যা রূপে।
দেখেছি তোমাকে ফুল বসন্তে মধু উৎসবে,
প্রজাপতির গুঞ্জরণে, দোয়েল শ্যামার গানে
মৌসুমী ফুলের সুবাসে, অসংখ্য পাখির মেলায়।
দেখেছি তোমাকে ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যরূপে
গ্রাম্য বালিকার মতো ধীর শান্ত অবয়বে
আবার কখনো দুরন্ত ডানপিটে
বালকের মতো উচ্ছল-উদ্যমতায়।
হে স্বদেশ সুন্দরী রূপসী বাংলা আমার
তোমার বিচিত্র রূপে মুগ্ধ আমি রূপপিয়াসী এক বাউল কবি।

বন্যা

মণিকাঞ্চন ঘোষ প্রজীৎ

বন্যা!
তুই আমার ঘর ভেঙেছিস!
তুই আমার ফসলভরা চর ভেঙেছিস!
তুই আমার মাটির ঘরের চাল ভেঙেছিস!
তুই আমার প্রিয় গাছের ডাল ভেঙেছিস!
তুই আমার আহার-নিদ্রা-ঘুম ভেঙেছিস
তুই আমার নীরব রাত্রি নিঝুম ভেঙেছিস
তুই আমার গল্প কথার মাঠ ভেঙেছিস
তুই আমার শান বাঁধানো ঘাট ভেঙেছিস
তুই আমার হেঁটে চলা পথ ভেঙেছিস
তুই আমার হঠাৎ করা শপথ ভেঙেছিস
তুই আমার ময়না পাখির খাঁচা ভেঙেছিস
তুই আমার নারকেল মালার আঁচা ভেঙেছিস।
তুই আমার শৈশবের সব স্মৃতি ভেঙেছিস
তুই আমার কৈশোরের প্রেম-প্রীতি ভেঙেছিস
তুই আমার প্রেমিকার উপহার ভেঙেছিস
তুই আমার পরাজয় আর হার ভেঙেছিস
তুই আমার সখির পায়ের মল ভেঙেছিস
তুই আমার দুইটি চোখের জল ভেঙেছিস।
বন্যা!
তুই সর্বনাশী! মন উদাসী! দুষ্টু মেয়ে
বন্যা!
জানি, তুই সব ভেঙেছিস কষ্ট পেয়ে।

বৃষ্টি ধোয়া সৃষ্টি সুখে

বাতেন বাহার

মেঘলা রাতে মেঘের মেয়ে ভেঙে আমার ঘুম
আমার সাথে গল্পে মেতে- কপালে দেয় চুম,
আমার আমি হারিয়ে ফেলি সকল আকুলতা
ভালোবাসার গল্পে শুনি- মেঘের গোপন কথা।
গোপন কথা, ভাব ও গানে হারাই মেঘের দেশে
দূর থেকে দূর হল্লা করে নেচে, গেয়ে শেষে
যখন ফিরি মায়ের কাছে, পীযুষ ঠিকানায়
তখনও মেঘ আমার মনে গল্প এঁকে যায়।
মেঘ গুড় গুড় কোরাস গানের ছন্দে নাচে মন
খুব সহজে এ মন সাজে ঋদ্ধ ফুলের বন।
ফুলের বনে বাও দুলকি যায়রে দিয়ে দোলা
তাতেই প্রিয় ফুল ফসলে ভরে ভাবের গোলা।
ভাবের গোলা ছন্দ দোলা- সুখে স্বপন আঁকা
দুচোখে যার ভাবের কাজল, এক চোখে নীল মাখা!
নীলের মাঝে অসীম আঁচড়, আঁচড় একক সাঁই-
বৃষ্টি ধোয়া সৃষ্টি সুখে- বেহেশতী ভাস পাই।

দূরত্বের মহিমা

রফিক হাসান

অপরূপ মোহময় চাঁদ, দূরে আছে বলে, তারা
দূরে দূরে হাঁটে, ঘিরে থাক, আকর্ষণ পরস্পর
কেউ একজন থাকুক কিছুটা দূরে, ভালোবাসা
হলে কাছে আসতে হবে এমনতো কথা নেই।
দেখা যদি হয় বহু বহু দিন পর, চেয়ে থাক
নিস্পলক, নীরবে ঝরুক গোপন অশ্রু, স্বাদ
নেই স্তব্ধতার, বিস্মৃত হই গাড়ি, বাড়ি, সংসার
সমস্ত কোলাহল, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, কিছুই যখন
স্থায়ী নয়, মায়াটুকু থেকে যাক, রবির কিরণে
ফিরে আসুক বারবার, প্রেমময় হোক পৃথিবী
সেওতো দূরে থাক যার হাতে সৃষ্টির চাবিকাঠি
দূর থেকে এমন আকর্ষণের মজাই আলাদা
কতগুলো বছর কেটে গেল হলো না কাছে আসা
মন্দ নয় বেঁচে থাকা এমন দূরত্ব ভালোবেসে।

সবুজিয়া প্রেমের প্রলাপ

প্রফুল্ল রায় সদাশীত

খেলাচ্ছলের আলাপ, বর-কনে অভিনয়ের সংলাপ
কোনো মনে দাগ কাটে কি-না, আমার মনে ছবি আঁকে,
যেমন ভাবি আমার জন্ম-জন্মান্তরের মনের মনস্তাপ
স্মৃতিগুলো ভেসে আসে জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ঋতুর সাথে
খেলার ধরন একেক রকম, ভিন্ন স্বাদে উচ্ছ্বসিত প্রাণে।
বুঝে কিংবা না বুঝেই খেলেছি কত সাথির সাথে
নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে এসেছি তেড়ে খেলার টানে টানে।

ভালোবেসেছ কি তুমি আমায়

ম. মীজানুর রহমান

ভালোবাসা বড়ো কঠিন।
ভালোবাসলে মনের মধ্যে ভালো জায়গা দিতে হয়।
সে জায়গা পাওয়া বড়ো কঠিন। তা কোনো টাকাপয়সা নয়।
সেই অমূল্য ধনটুকু পাওয়া যায় যাঁর কাছে
তিনি যে অশেষ গুণী মমতাময়ী!
সুখে-দুখে কেটে গেল এতটা দিন।
জানি তুমি আমাকে পেয়েছ কাছে
শোধ করতে পারিনি তোমার ঋণ;
তবু যেন মনে হয়, আমার ভালোবাসায় তুমি হয়েছ প্রত্যয়ী!
কেন যেন মনে হয় কাছে থেকে তুমি, আহা কত দূরে রও!
ব্যথা পেয়েও ভাবি ও যেন কোনো ব্যথা নয়;
আর সময়ে সময়ে মনে হয়,
আহা ভালোবাসা! সে যে বড়োই বেদনাময়!
কেবল তখনই বুঝি তোমায়
যখনই দূর কর আমার মনের ব্যথাভার
আর হয়ে যাও শুধু আমার, আমার আর আমার। আর
তখন বুকের ভেতর বুক রেখে তুমি অনবরত মনের কথা কও!
যখন তুমি কাছে থাকো না তখন বড়ো কষ্ট হয়, বড়োই কষ্ট হয়!
যতক্ষণ থাকো তুমি আমার মনের ভেতর
ততক্ষণ আমি শুনতে পাই কেবলই তোমার মিষ্টি কণ্ঠস্বর!
ভালোবাসা, বলো, বলো, বলো সবক্ষণ কোথায় পাবো তোমায়?
কোথাও যখন খুঁজে খুঁজে পাইনে তোমায়
তুমি কি তখন হারিয়ে যাও মরীচিকা মায়ার হাওয়ায়?

টাকার প্রভাব

পারভীন আক্তার লাভলী

টাকা! টাকা! টাকা!
টাকা ছাড়া মানুষের
জীবনটা ফাঁকা
বাড়ি-গাড়ি, বিলাসিতা
টাকা হলেই মেলে
সুখ-ভোগ-যশ-খ্যাতি
হয় টাকা পেলে
মারণাস্ত্র, নেশার বস্তু
খায় টাকা গিলে
টাকা হলে বন্ধু মেলে
ভালোবাসা ছাড়া
টাকা হলো কৃত্রিম
ভালোবাসার বেড়া
টাকা আনে শক্তি
টাকা আনে গতি
টাকা যার নেই তার
কি যে দুর্গতি।
টাকার নেশায় কেউ আবার
হারায় মনুষ্যত্ব
টাকা আবার সৃষ্টি করে
মানুষের দূরত্ব।

হজযাত্রায় করণীয়

জে. আর. লিপি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই জুলাই আশকোনা হজ ক্যাম্পে হজ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। এরপর বাংলাদেশ থেকে ১৪ই জুলাই শুরু হয় হজ ফ্লাইট। এ বছর পবিত্র হজ পালনে বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ ২৬ হাজার ৭৯৮ জন সৌদি আরব যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে ৬ হাজার ৭৯৮ জন সরকারি ব্যবস্থাপনায় ও বাকি ১ লাখ ২০ হাজার জন বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়। জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২১শে আগস্ট পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হতে পারে। এবার যাঁরা হজে যাচ্ছেন তাঁদের প্রস্তুতি ও কার্যক্রম বিষয়ক কিছু কথা:

হজে যাচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করুন– 'হে আল্লাহ আমার হজকে সহজ করো, কবুল করো'– দেখবেন আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। হজের দীর্ঘ সফরে ধৈর্য হারাবেন না। সব ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মানসিকতা রাখবেন, তাহলে অল্পতেই বিচলিত হবেন না।

হজে যাওয়ার আগে

পাসপোর্ট, বিমানের টিকিট সংগ্রহ ও তারিখ নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করতে ভুলবেন না। নিয়ম মেনে ম্যানিনজাইটিস টিকা বা অন্যান্য ভ্যাকসিন দিয়ে নিন। হজের নিয়ম জানার জন্য একাধিক বই পড়তে পারেন। যারা পড়তে পারেন না, তাঁরা অন্য হাজিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। হজের কোনো বিষয়ে বিভিন্নতা দেখলে ঝগড়া করবেন না। আপনি যে আলেমের ইলম ও তাকওয়ার ওপর আস্থা রাখেন, তার সমাধান অনুযায়ী আমল করবেন, তবে সে মতে আমল করার জন্য অন্য কাউকে বাধ্য করবেন না।

প্রয়োজনীয় মালপত্র

হজের জন্য প্রয়োজনীয় মালপত্র সংগ্রহ করা দরকার। যেমন– ১. পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, টাকা রাখার জন্য গলায় ঝুলানো ব্যাগ ২. পুরুষের জন্য ইহরামের কাপড় কমপক্ষে দুই সেট (প্রতি সেটে শরীরের নিচের অংশে পরার জন্য আড়াই গজ বহরের এক টুকরা কাপড় আর গায়ে চাদরের জন্য একই বহরের তিন গজের এক টুকরা কাপড়। ইহরামের কাপড় সাদা, সুতি হলে ভালো হয়) আর নারীদের জন্য সেলাইযুক্ত স্বাভাবিক পোশাকই ইহরামের কাপড় ৩. নরম ফিতাওয়ালা স্যান্ডেল ৪. ইহরাম পরার কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হলে কটিবন্ধনী (বেল্ট) ৫. গামছা-তোয়ালে ৬. লুঙ্গি গেঞ্জি, পায়জামা, পাঞ্জাবি (আপনি যে পোশাক পরবেন) ৭. সাবান, পেস্ট, ব্রাশ, মিসওয়াক ৮. নখ কাটার যন্ত্র, সুঁই, সুতা ৯. থালা, বাটি, গ্লাস ১০. হজের বই, কোরানশরিফ, ধর্মীয় পুস্তক ১১. কাগজ, কলম ১২. প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, চশমা ব্যবহার করলে অতিরিক্ত একটি চশমা ১৩. বাংলাদেশি টাকা (দেশে ফেরার পর বিমানবন্দর থেকে বাড়ি ফেরার জন্য) ১৪. নারীদের জন্য বোরকা ১৫. যতদিন বিদেশে থাকবেন সে অনুযায়ী নিবন্ধিত চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রসহ ওষুধ ১৬. মোবাইল সেট (সৌদি আরবে ব্যবহার করা যায় তেমন সিম কিনে নিতে হবে) ১৭. মালপত্র নেওয়ার জন্য ব্যাগ অথবা সুটকেস (তালাচাবিসহ) বাংলাদেশের পতাকা খচিত ট্রলিব্যাগ (৫৬ সে.মি x ২৫ সে.মি x ৪৫ সে.মি.) ও হাতব্যাগ। ব্যাগের ওপর ইংরেজিতে নিজের নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর লিখতে হবে। এর বাইরে আরো কিছু প্রয়োজনীয় মনে হলে তা নিয়ম মেনে সঙ্গে নিতে হবে।

জরুরি কাগজপত্র

১০ কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি, স্ট্যাম্প আকারের ৬ কপি ছবি, পাসপোর্টের দুই/তিনটি ফটোকপি, স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ, টিকা কার্ড। নারী হজযাত্রীর ক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত মাহরামের সঙ্গে

দোয়া কবুলের জায়গা

পবিত্র মক্কায় কাবাশরিফের বিভিন্ন জায়গায় দোয়া কবুল হয়ে থাকে। সেসব জায়গায় দোয়া করা দরকার।

১. মাতাফে
২. মুলতাজামে
৩. হাতিমে
৪. নিজাবে রহমতে
৫. কাবাঘরে
৬. জমজম কূপের কাছে
৭. মাকামে ইব্রাহিমে
৮. সাফা-মারওয়া পাহাড়ের উপর
৯. সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে
১০. বায়তুল্লাহর দিকে যখন নজর পড়ে
১১. রুকুনে ইয়ামেনি ও হজরে আসওয়াদের মাঝখানে
১২. আরাফাতের ময়দানে
১৩. মুজদালিফার ময়দানে
১৪. মিনার ময়দানে এবং মিনার মসজিদে খায়েফে
১৫. কঙ্কর মারার স্থানে।

সম্পর্কের সনদ, ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার রশিদ। সরকারি চাকরিজীবী হলে অফিস আদেশ বাংলাদেশ ইমিগ্রেশনে দেখাতে হয়। প্রত্যেক হজযাত্রীর ৭ সংখ্যার একটি পরিচিতি নম্বর থাকে। এর প্রথম চার সংখ্যা এজেন্সির নম্বর আর শেষ তিন সংখ্যা হজযাত্রীর পরিচিতি নম্বর। এই নম্বরটি জানা থাকলে হজযাত্রী ও তার আত্মীয়স্বজন ওয়েবসাইটে ঐ হজযাত্রীর তথ্য সহজে পেতে পারেন।

ইহরাম

আপনার গন্তব্য ঢাকা থেকে মক্কায়, নাকি মদিনায়– তা জেনে নিন। যদি মদিনায় হয় তাহলে এখন ইহরাম করা নয়, যখন মদিনা থেকে মক্কায় যাবেন তখন ইহরাম করতে হবে। বেশিরভাগ হজযাত্রী আগে মক্কায় যান। যদি মক্কায় যেতে হয় তাহলে ঢাকা থেকে বিমানে ওঠার আগে ইহরামের নিয়ত করা ভালো। ইহরাম গ্রহণের পর সাংসারিক কাজকর্ম করা নিষেধ যেমন– সহবাস করা যাবে না, পুরুষের জন্য কোনো সেলাই করা জামা, পায়জামা ইত্যাদি পরা বৈধ নয়। কথা ও কাজে কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। নখ, চুল, দাড়ি-গোফ ও শরীরের একটি পশমও কাটা বা ছেঁড়া যাবে না। কোনো ধরনের সুগন্ধি লাগানো যাবে না। কোনো ধরনের শিকার করা যাবে না এবং ক্ষতি করে না এমন কোনো প্রাণী মারা যাবে না।

জেদ্দা বিমানবন্দর

বিমান থেকে নামার পর দেখবেন একটি হল ঘরে বসার ব্যবস্থা করা আছে। এই হল ঘরের পাশেই ইমিগ্রেশন কাউন্টার। ইমিগ্রেশন পুলিশ ভিসা দেখে (ছবি ও আঙুলের ছাপ নিয়ে) পাসপোর্টের নির্দিষ্ট পাতায় সিল দিবে। বিমানের বেল্টে মালামাল খুঁজে নিরাপত্তা তল্লাশির জন্য মালামাল দিন। তারপর মোয়াল্লেমের কাউন্টার। প্রথমে মক্তব বা মোয়াল্লেমের নির্দিষ্ট নম্বর আছে। মোয়াল্লেমের কাউন্টার থেকে মিলিয়ে নিবেন তার অধীন কোন কোন হজযাত্রী সৌদি আরবে এসে পৌঁছেছেন।

লাল-সবুজ পতাকা অনুসরণ করে বাংলাদেশ প্লাজায় পৌঁছবেন। হজ টার্মিনাল শুধু হজযাত্রীদের জন্য ব্যবহৃত হয়। শুধু হজের সময় (জিলকদ, জিলহজ ও মহররম মাসে) এটি চালু থাকে। সেখানে অপেক্ষা দীর্ঘ হতে পারে, ধৈর্য হারাবেন না। সেখানে ওজু করা ও নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। বসার জন্য চেয়ারও রয়েছে।

প্রতি ৪৫ জনের জন্য একটি বাসের ব্যবস্থা। মোয়াল্লেমের গাড়ি আপনাকে জেদ্দা থেকে মক্কায় যে বাড়িতে থাকবেন সেখানে নামিয়ে দেবে। মোয়াল্লেমের নম্বর (আরবিতে লেখা) কবজি বেল্ট দেওয়া হবে আপনাকে তা হাতে করে নিবেন, পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র গলায় ঝোলাবেন। জেদ্দা থেকে মক্কায় পৌঁছাতে দুই ঘণ্টা সময় লাগবে। চলার পথে তালবিয়া পড়ুন– লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়াননিয়মাতা লাকা ওয়ালমুলক, লা শারিকা লাক।

মক্কায় পৌঁছানোর পর

আপনার থাকার জায়গায় মালপত্র রেখে ক্লান্ত থাকলে বিশ্রাম করুন। আর যদি নামাজের ওয়াক্ত হয় নামাজ আদায় করুন। বিশ্রাম শেষে দলবদ্ধভাবে ওমরাহর নিয়ত করে থাকলে ওমরাহ পালন করুন।

মসজিদুল হারামে (কাবাশরিফ) অনেক প্রবেশপথ আছে। সবকটি দেখতে একই রকম। কিন্তু প্রতিটি প্রবেশপথে আরবি ও ইংরেজিতে ১,২,৩ নম্বর ও প্রবেশপথের নাম আছে। আপনি আগে থেকে ঠিক করবেন কোন প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকবেন বা বের হবেন। সফর সঙ্গীকেও স্থান চিনিয়ে দিন। তিনি যদি হারিয়ে যান তাহলে নির্দিষ্ট নম্বরের গেটের সামনে থাকবেন। এতে ভেতরের ভিড়ে হারিয়ে গেলেও নির্দিষ্ট স্থানে এসে সঙ্গীকে খুঁজে পাবেন।

কাবাশরিফে জুতা-সেন্ডেল রাখার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকবেন, নির্দিষ্ট স্থানে জুতা রাখুন, যেখানে- সেখানে জুতা রাখলে পরে খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রতিটি জুতা রাখার র‍্যাকে নম্বর দেওয়া আছে, এই নম্বর মনে রাখুন। চাইলে জুতা বহন করার ব্যাগ সঙ্গে রাখতে পারেন।

কাবা ঘরের চারটি কোণের আলাদা নাম আছে- হজরে আসওয়াদ, রুকনে ইরাকি, রুকনে শামি ও রুকনে ইয়ামেনি। হজরে আসওয়াদ বরাবর কোণ থেকে শুরু হয়ে কাবা ঘরের পরবর্তী কোণ রুকনে ইরাকি (দুই কোণের মাঝামাঝি স্থান নিজাবে রহমত ও হাতিম)। তারপর যথাক্রমে রুকনে শামি ও রুকনে ইয়ামেনি। এটা ঘুরে আবার হজরে আসওয়াদ বরাবর এলে তাওয়াফের এক চক্কর পূর্ণ হয়। এভাবে একে একে সাত চক্কর দিতে হয়।

তাওয়াফ শেষে সাফা-মারওয়া গিয়ে সাঈ করুন। সাঈ সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় গিয়ে শেষ হয়। সাফা থেকে মারওয়া প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দৌড়। এভাবে সাতটি দৌড় সম্পূর্ণ হলে একটি সাঈ পূর্ণ হয়।

ওমরাহর নিয়মকানুন আগে জেনে নিবেন। এসব কাজ ধারাবাহিকভাবে করতে হবে। যেমন– তাওয়াফের সাত চক্কর, নামাজ আদায় করা, জমজমের পানি পান করা, সাঈ করা (সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো– যদিও মসৃণ পথ এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত), মাথা ন্যাড়া অথবা চুল ছোটো করা। ওয়াক্তের নামাজের সময় হলে, যতটুকু হয়েছে ঐ সময় নামাজ পরে আবার বাকিটুকু শেষ করা।

ওমরাহ

হিল (কাবাশরিফের সীমানার বাইরে মিকাতের ভেতরের স্থান) থেকে অথবা মিকাত থেকে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া সাঈ করা এবং মাথার চুল ফেলে দেওয়া বা ছোটো করাকে ওমরাহ বলে।

হজ তিন প্রকার– তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ। হজের মাসসমূহে (শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ) ওমরাহর নিয়তে ইহরাম করা, ওমরাহ পালন করে, পরে হজের নিয়ত করে হজ পালন করাকে হজে তামাত্তু বলে।

হজের মাসসমূহে একই সঙ্গে হজ ও ওমরাহ পালনে নিয়তে ইহরাম করে ওমরাহ ও হজ করাকে হজে কিরান বলে। আর শুধু হজ পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে হজ সম্পাদনাকে হজে ইফরাদ বলে।

পরামর্শ

দেশে থাকাকালীন আপনার প্যাকেজের সুবিধাদি যেমন মক্কা-মদিনায় থাকা-খাওয়া, কোরবানিসহ অন্য সুবিধার কথা হজ এজেন্সির কাছ থেকে লিখিতসহ খুব ভালোভাবে বুঝে নিন। সৌদি আরব গিয়ে মিলিয়ে নিতে পারবেন।

কোরবানি বা দম দেওয়ার জন্য (৪৭৫ সৌদি রিয়াল) ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) সৌদি সরকারের স্বীকৃত ব্যবস্থা। এতে সময় বাঁচে, নিরাপদ। হজের অন্যান্য কাজ সহজে সারতে পারবেন। এর বাইরে দেওয়া হলে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সৌদি আরবে অবস্থানকালে ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। কখনো দৌড়ে রাস্তা পারাপার হবেন না। কাবাশরিফ ও মসজিদে নববির ভেতরে কিছুদূর পর পর জমজম পানি খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাণভরে জমজম পানি পান করুন।

কোনো ধরনের অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনায় পড়লে বাংলাদেশ হজ মিশনের মেডিক্যাল সদস্যদের (চিকিৎসক) সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

হজযাত্রীদের তথ্য, হারানো হজযাত্রীদের খুঁজে পাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ হজ মিশনে অবস্থিত আইটি হেল্পডেস্ক সাহায্য করে।

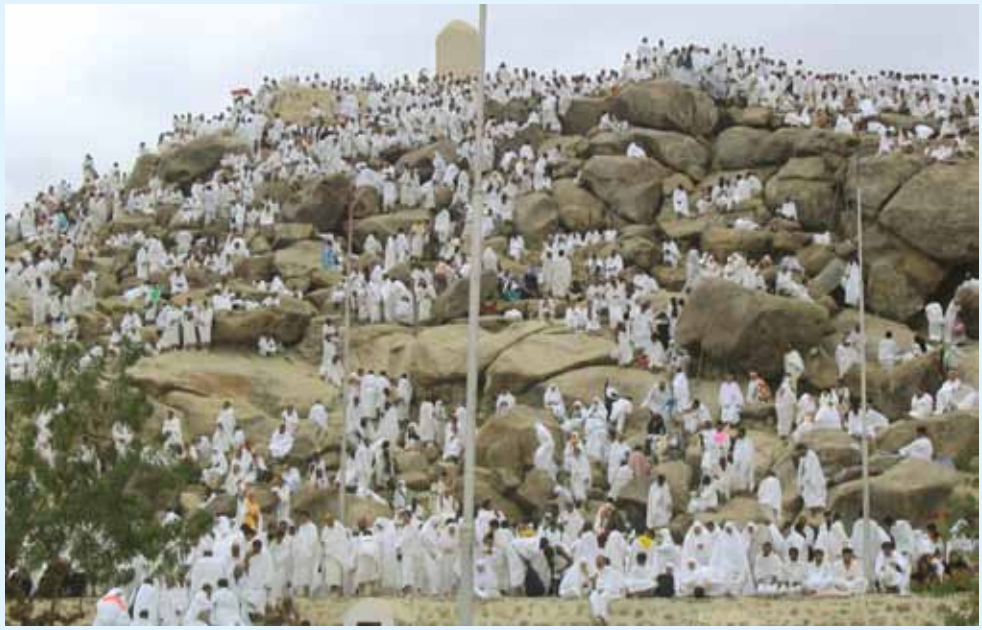

ঐতিহাসিক আরাফাত ময়দান

তাওয়াফ, সাঈ করার সময় অহেতুক কথা বলা বা ছবি তোলা থেকে বিরত থাকুন। টাকাপয়সা নিরাপদে রাখুন।

মাহরাম ছাড়া নারী হজযাত্রী এককভাবে হজে গমনের যোগ্য বিবেচিত হন না।

হজের সময় হজযাত্রীদের যেন কোনোরকম কষ্ট না হয় আপনার হজ এজেন্সি আপনাকে যথাযথ সুবিধা না দিলে আপনি মক্কা ও মদিনার বাংলাদেশ হজ মিশনকে জানাতে পারেন।

মদিনা থেকে যদি মক্কায় আসেন, তাহলে ইহরামের কাপড় সঙ্গে নিতে হবে।

মসজিদের নববিতে নারীদের জন্য প্রবেশপথ ও নামাজ পড়ার আলাদা জায়গা আছে। রিয়াজুল জান্নাহ'তে নারীদের প্রবেশের সময়সূচি: সকাল ৭টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা , দুপুর ১টা থেকে বেলা ৩টা, রাত ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত।

মক্কা-মদিনায় প্রচুর বাংলাদেশি হোটেল আছে। এগুলোতে সব ধরনের বাঙালি খাবার পাওয়া যায়। হোটেল থেকে পার্সেলে একজনের খাবার কিনলে বাড়িতে বসে অনায়াসে দুজন খেতে পারেন।

মক্কায় ঐতিহাসিক স্থান– হেরা গুহা, সাওর পর্বত, জান্নাতুল মা'আলা (কবরস্থান), মসজিদে জিন, মক্কা জাদুঘর, গিলাফ তৈরির কারখানা, লাইব্রেরি, মিনায় আল খায়েফ মসজিদ, আরাফাতের ময়দান, নামিরা মসজিদ মুজদালিফা, জামারা (শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর ছোড়ার স্থান) ঘুরে আসতে পারেন।

মদিনায় মসজিদে নববি (রিয়াজুল জান্নাহ), জান্নাতুল বাকি, ওহুদ পাহাড়, খন্দক, মসজিদে কুবা, মসজিদে কাবলাইতাইন, মসজিদে জুমআ, মসজিদে গামামাহ, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, বাদশাহ ফাহাদ কোরানশরিফ প্রিন্টিং কমপ্লেক্স ঘুরে আসতে পারেন।

হজের সময় লক্ষ করুন

হজের পাঁচদিন মিনায়, আরাফাত ও মুজদালিফায় অবস্থান করবেন। তাই হাত ব্যাগে এক সেট অতিরিক্ত ইহরামের কাপড় ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যাবেন।

কোনো কোনো হজযাত্রী হেঁটে হজের আমলগুলো করে থাকেন। স্থান বিশেষে হেঁটে যেতে এক থেকে দুই ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

দিনের বেলা বাইরে বের হলে ছাতা সঙ্গে নিবেন। মুজদালিফায় রাতে থাকার জন্য প্লাস্টিকের পাটি রাখতে পারেন। মক্কাসহ বিভিন্ন জায়গায় ছাতা, পাটি কিনতে পাওয়া যায়।

মিনার ম্যাপ থাকলে হারানোর ভয় নেই। মিনার কিছু অবস্থান চিনে নিজের মতো করে আয়ত্তে আনলে এখানে চলাচল করা সহজ হয়।

মিনার মোয়াল্লেম নম্বর বা তাবু নম্বর জানা না থাকলে যে-কেউ হারিয়ে যেতে পারে। মোয়াল্লেম অফিস থেকে তাবু নাম্বরসহ কার্ড দেওয়া হয়। বাইরে বের হওয়ার সময় কার্ডটি সঙ্গে রাখুন।

আরাফাতের ময়দানে অনেক প্রতিষ্ঠান বিনামূল্যে খাবার, জুস, ফল ইত্যাদি দিয়ে থাকে। ঐসব খাবার আনতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পড়তে হয়। তাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

মিনায় চুল কাটার লোক পাওয়া যায়। নিজেরা নিজেদের চুল কাটবেন না। এতে মাথা কেটে যেতে পারে।

মিনায় কোনো সমস্যা হলে বাংলাদেশ হজ মিশনের তাবুতে যোগাযোগ করবেন। *(তথ্যসূত্র: প্রথম আলো)*

বর্ষায় বাংলার প্রকৃতি ও রূপ

সুলতানা বেগম

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত
ছয়টি পাখি ছয়টি রূপে এসে বাংলাদেশে
ছয়টি সুরে করে ডাকাডাকি।

গানটি বলে দিচ্ছে ঋতুবৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলাদেশ হচ্ছে ষড়ঋতুর দেশ। দুই মাস পর পর ঋতুর বদল হয়। নানা ঋতুতে প্রকৃতি সজ্জিত হয় নানা সাজে। ষড়ঋতুর একটি হচ্ছে বর্ষাকাল। আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল। এটি বাংলাদেশের এক অনবদ্য

ঋতু। গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ রুক্ষতার অবসানে রিমঝিম বৃষ্টি, একরাশ সজীবতা আর কদম ফুলের সুবাস নিয়ে হাজির হয় বর্ষা– প্রকৃতি আর মানুষ লাভ করে এক নতুন জীবন। সতেজ সজীবতায় অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় বাংলাদেশের সুবিস্তৃত প্রকৃতি। সৌন্দর্যে, দাক্ষিণ্যে এবং প্রভাবে বর্ষাকাল তুলনাহীন। তখন নীলাকাশ ছেয়ে যায় কাজল-কালো মেঘে। মেঘ গর্জনের সাথে থেকে থেকে বিদ্যুতের চমক। মাঠঘাট, নদীনালা, খালবিল পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে পানিতে। চারদিকে থৈ থৈ জলের নাচন। তৈরি করে মৎস্য প্রজাতির বংশ বৃদ্ধির পরিবেশ। ধানি জমিকে দেয় পলির উর্বরতা। বৃষ্টিধৌত মাটির সোঁদা গন্ধে ভরে ওঠে মন। এ সময় পত্রপল্লবে টিনের চালে বৃষ্টির ছন্দোময় পতন আবেগে বিহ্বল করে হৃদয়। জলচর প্রাণীরা বর্ষার বৃষ্টিপাতে নব জীবনের আনন্দে মেতে ওঠে। ব্যাঙের অবিশ্রান্ত ডাকে মুখর হয়ে ওঠে ডোবা-নালা ও পুকুর ধার। নদীর বুকে বর্ষাকালে রংবেরঙের পাল তোলা ও ডিঙি নৌকা চলে। মাঝির ভাটিয়ালি গান, বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ বাংলার নয়নমুগ্ধ করা দৃশ্য।

বর্ষা পল্লি জীবনে ও শহুরে জীবনে বিচিত্র রূপে দেখা দেয়। পল্লির মানুষের জীবনে বর্ষা নিয়ে আসে আশীর্বাদ। নিয়ে আসে সবুজ শস্যের সওগাত, অনাবিল শান্তি ও পরিতৃপ্তি। এ সময় কৃষকেরা ফসল বপন করে আবার কখনো ফসল কেটে ঘরে তোলে। আর মাছে-ভাতে বাঙালি কথাটি বর্ষাতেই সার্থক। কারণ খালবিল, নদীনালা এসময় পানিতে ভরে যাওয়ায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। যে বছর ঠিকমতো বৃষ্টি হয়, নদীগুলোতে সর্বনাশা বান ডাকে না সে বছর বাংলার কৃষকের ঘরে আসে কোটি কোটি টাকার শস্য। বৃষ্টির দিনে গ্রামের নারী-পুরুষরা ঘরের ভেতর নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ শিকা বোনে, কেউ জাল বোনে। আবার কেউ কেউ গল্পগুজব বা পুথি পড়ায় মেতে ওঠে। দুরন্ত গ্রাম্য ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটে এবং কলাগাছের ভেলা বানিয়ে ভেসে বেড়ায়। কখনো গ্রামের মাঠে গ্রাম্য বালকেরা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ফুটবল ও হাডুডু খেলে। পাখিরা গাছের ডালে বসে বৃষ্টিস্নান করে আর পাখা ঝাঁপটায়। বকেরা ডোবার ধারে শিকারের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে। কচুরিপানার ভেতর ডাহুক লুকিয়ে লুকিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। বর্ষায় গ্রামবাংলার যাতায়াত ব্যবস্থার একটি অনন্য বাহন নৌকা। এ সময় পল্লিবধূরা নৌকায় করে বাপের বাড়ি ও কুটুম্ব বাড়ি যাতায়াত করে। শহরে বর্ষার রূপ ভিন্ন। শহরের মানুষ যখন প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত তখন বর্ষা গরম আবহাওয়া শীতল করে দিয়ে যায়। শহরের মানুষ ব্যস্ত। ঘরে বসে থাকার সুযোগ নেই। বর্ষায় রাস্তাঘাটে পানি জমে যায় দ্রুত। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। গাছপালা কম এবং ইটের বাড়িঘর। তাই প্রকৃতিতে বর্ষার রূপ ধরা পড়ে না শহরে। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ শোনা যায় না। পাখিও দেখা যায় না। শহরের রাস্তার দিকে তাকালে মানুষ আর গাড়ি। বর্ষা উপেক্ষা করে গাড়িতে চড়ার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ গাড়ির দিকে দৌড়াচ্ছে। অনেকে রংবেরঙের ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছে গন্তব্যে যাওয়ার আশায়। অতি বর্ষায় রিকশাওয়ালারা নিরাপদ স্থানে রাস্তায় পাশে রিকশা থামিয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। আবার অনেকে বাড়তি আয়ের আশায় ভিজেই রিকশা চালায়। বৃষ্টির সময় দেখা যায় বিভিন্ন ছাদে মেয়েরা বৃষ্টিস্নান করছে। কিংবা ছেলেমেয়ে মিলে ছাদে ছোটাছুটি করছে।

বর্ষার অকৃত্রিম ঔদার্য বাংলাদেশকে এক নতুন সৌন্দর্য দান করে। এসময় প্রাণরসে সজীব হয়ে ওঠে বৃক্ষলতা। নানারকম শাকসবজি, ফল ও ফুলের সমারোহে প্রকৃতি নতুন রূপে সাজে। বর্ষায় আনারস, পেঁপে, কলা এবং শশা, কুমড়া, ঝিঙ্গা, করলা প্রভৃতি শাকসবজিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কদম, কেতকী, টগর, বেলি, হাসনাহেনা, জুই, চামেলী প্রভৃতি বর্ষার ফুল। এছাড়া শাপলা, কুমুদ প্রভৃতি জলজ ফুল বর্ষায় প্রস্ফুটিত হয়ে বাংলাদেশের শ্যামল-সৌন্দর্যকে আরো মোহনীয় ও আকর্ষণীয় করে তোলে। কবিগণ কদম ফুলকে 'বর্ষার দূত' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আমাদের সাহিত্যে, কবিতায়, গানে ও চিত্রে কদম ফুল বার বার প্রাধান্য পেয়েছে সমান তালে। কদম ফুল নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক গান ও কবিতা।

রাধাকৃষ্ণের বিখ্যাত প্রেম সংগীত– 'প্রাণ সখিরে ঐ শোন কদম্ব তলায় বংশী বাজায় কে'?

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন– 'কদম কেশর ঢেকেছে আজ বনতলে ধুলি
মৌমাছিরা কেয়া বনের পথ গিয়াছে ভুলি'।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা গানে গেয়েছেন– 'বাঁশি বাজায় কে কদম তলায়/ ওগো ললিতে/ শুনে সরে পা চলিতে'।

বর্ষা বাঙালির মনভূমিকে করে সরস এবং কাব্যময়। এর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য মানব মনকে বিমোহিত করে। বর্ষার মেঘমেদুর

আবহাওয়া, বৃষ্টির অবিরল ধারা ও টাপুরটুপুর শব্দ মানুষের মনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। এসময় মানুষ হারানো অতীতকে রোমন্থন করে আনন্দ পায়। অতীত দিনের স্মৃতি ভেসে ওঠে মানসপটে। উদার দৃষ্টিতে জল পতনের দৃশ্য দেখে। বর্ষা কবি মনে খুলে দেয় সৃষ্টির আবেগকে। কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জসীমউদ্‌দীন এবং আধুনিক বাংলা কবিগণও বর্ষার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রচুর গান ও কবিতা লিখেছেন। সমৃদ্ধ করেছেন বর্ষার রূপ ও প্রকৃতিকে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ষা সম্পর্কে কবিতা ও গান লিখেছেন–

*এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়
*নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিন ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভর ভর
কালিমাখা মেঘ ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে।
* সকাল থেকেই বাদলের পালা শুরু
আকাশ হারানো আঁধার জড়ানো দিন।
আজকেই যেন শ্রাবণ করেছে পণ
শোধ করে দেবে বৈশাখী সব ঋণ।

রবিঠাকুরের বর্ষা নিয়ে গান

* আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে
জানিনে জানিনে
কিছুতে যে মন লাগে না
ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে।
* মন মোর মেঘের সঙ্গী
উড়ে চলে দিগদিগন্তের পানে
নিঃসীম শূন্যে
শ্রাবণ-বর্ষণ সংগীতে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ষার রূপ বর্ননা করেছেন এভাবে–

গ্রীষ্ম নিঃশেষ। জাগছে আশ্বাস
লাগছে গায়িকার গৈরি নিঃশ্বাস
চিত্ত নন্দন দৈবী চন্দন
ঝরছে, বিশ্বের ভাসছে দিগপাল।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বর্ষা নিয়ে কবিতা ও গান লিখেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গানটি–

শাওন রাতে যদি
স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে
নয়নে বারি ঝরে।

বন্দে আলী মিয়া বর্ষা নিয়ে লিখেছেন–

দেয়া ঝর ঝর সারাদিন ধরি মেঘলা আকাশ হতে
গাছগুলো ভিজে চুপচাপ দাঁড়াইয়া কোন মতো।

কবি জ্ঞানদাস বর্ষা নিয়ে লিখেছেন–

রজনী শাওন ঘন ঘন দেওয়া গরজন
রিমিঝিমি শব্দে বরিষে।

বর্ষার নদীতে চলে পালতোলা নৌকা। কবি জসীমউদ্‌দীন 'পালের নাও' ছড়ায় লিখেছেন–

পালের নাও পালের নাও পান খেয়ে যাও
ঘরে আছে ছোট বোনটি তারে নিয়ে যাও।

সৌন্দর্যে, দাক্ষিণ্যে এবং প্রভাবে বর্ষা ঋতু তুলনাহীন হলেও এর নানা ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। এসময় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত নানা উপকার করে থাকলেও অতিবৃষ্টি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। নদীর পানি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেলে বন্যার সৃষ্টি হয়। কাঁচা ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়। গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির প্রাণনাশ ঘটে। রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ে। চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সাপের উপদ্রব বেড়ে যায় এবং সর্পদংশনে অনেকের মৃত্যুও হয়। নানাপ্রকার রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়। এসব ক্ষতির প্রভাবে জনজীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট।

তারপরও বর্ষার অপরিসীম দানে সমৃদ্ধ আমাদের এই বাংলাদেশ। বর্ষার কারণেই বাংলাদেশ সবুজ-শ্যামল এবং ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা। কিছু ক্ষতিকর প্রভাবের পাশাপাশি সজীবতার আশীর্বাদে বাংলাদেশের বর্ষাকাল ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের এক অনুপম ঋতু হিসেবে গণ্য।

আমাদের হনুমান: বিপন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী

আ ন ম আমিনুর রহমান

তিনটি ভিন্ন দিনের তিনটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভিন্ন হলেও ঘটনাগুলো একই সূত্রে গাঁথা। প্রথম ঘটনাটি ১৯৯০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারির। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম) প্রোগ্রামের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি। মধুপুর জাতীয় উদ্যানে বনভোজনে গিয়ে সেদিন এই ঘটনার পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি ১৯৯৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বরের। খালাত ভাই শফিকুর রহমান তখন কাপ্তাইয়ে বন বিভাগে ফরেস্টার হিসেবে কর্মরত। সেখানে বেড়াতে গিয়ে দ্বিতীয় ঘটনার পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে দেখা। তৃতীয় অর্থাৎ সর্বশেষ ঘটনাটি ২০১২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারির। সেবার আমার জাপানি কোয়েল প্রকল্পের কাজে যশোর গিয়ে কেশবপুরে এই ঘটনার পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। অবশ্য পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বহুবার এসব পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। এই তিনদিনের তিন ঘটনায় যেসব পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল তারা আমাদের নিকটাত্মীয় বাংলাদেশের বিপন্ন থেকে মহাবিপন্ন তিন প্রজাতির হনুমান। প্রথমটি মুখপোড়া হনুমান, দ্বিতীয়টি চশমাপরা হনুমান ও তৃতীয়টি সাধারণ হনুমান।

হনুমান মানুষের মতোই প্রাইমেট (Primate) বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। এরা সারকোপিথেসিডি (Cercopithecidae) পরিবার বা গোত্রের অন্তর্গত কলবিনি (Colobinae) উপগোত্রের সদস্য। সচরাচর এরা ল্যাঙ্গুর (Langur) নামে পরিচিত– যার শাব্দিক অর্থ 'লম্বা লেজওয়ালা'। মূলত গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে বলে 'পাতা বানর (Leaf Monkey)' নামেও পরিচিত। আমাদের বাংলাদেশে তিন প্রজাতির হনুমানের বাস। তবে বর্তমানে এরা বিপন্ন (Endangered) থেকে মহাবিপন্ন (Critically Endangered) প্রজাতি হিসেবে বিবেচিত। এদের জীবন কাহিনি নিয়েই আজকের প্রবন্ধ।

চশমাপরা হনুমান (Phayre's Langur)

প্রথমেই আসা যাক চশমাপরা হনুমানের কথায়। এদেশের তিন প্রজাতির হনুমানের মধ্যে এরাই সবচেয়ে ছোটো। কালো মুখমণ্ডলের এই প্রাণীগুলোর চোখের চারদিকের চামড়া সাদা হওয়ায় দেখলে মনে হয় যেন চশমা পরে আছে। তাই এদেরকে চশমাপরা হনুমান বলে। এছাড়াও এরা কালচে বা ফাইর-এর হনুমান এবং কালা বান্দর নামেও পরিচিত। ইংরেজিতে Phayre's Langur, Phayre's Leaf Monkey বা Spectacles' Langur বলে। চশমাপরা হনুমানের বৈজ্ঞানিক নাম ট্র্যাচিপিথেকাস ফাইরিয়াই (Trachypithecus phayrei)। বর্তমানে এদেশে এরা মহাবিপন্ন হনুমান প্রজাতি হিসেবে বিবেচিত। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাগুলোর পাতাঝরা ও মিশ্র চিরসবুজ বনের বাসিন্দা এরা। লাউয়াছড়া, কাপ্তাই ও সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, আদমপুর বিট এবং রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে আমি বেশ ক'বছর ধরে এদেরকে দেখছি। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, মিয়ানমার, চীন, থাইল্যান্ড, লাওস ও ভিয়েতনামে এই হনুমান পাওয়া যায়।

আগেই বলেছি আকার ও ওজনে এরা এদেশের সবচেয়ে ছোটো

হবিগঞ্জের সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানের বাঁশঝাড়ে একটি চশমাপরা হনুমান

হনুমান। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত লম্বায় ৫৫–৬৫ সেমি. ও লেজ ৬৫–৮০ সেমি. লম্বা। ওজনে পুরুষগুলো ৭.০–৯.০ কেজি (গড়ে ৭.৩ কেজি) ও স্ত্রীগুলো ৫.০–৭.০৫ কেজি (গড়ে ৬.২ কেজি) হতে পারে। চোখের চারদিকে চশমার মতো সাদা অংশ ছাড়া দেহের বাদ-বাকি অংশের চামড়ার রং কালো। তবে চোখের মতো ঠোঁটের চামড়ার উপরও সাদার ছোপ দেখা যায়। লোমবিহীন মুখমণ্ডল, কান, হাত ও পায়ের পাতা কুচকুচে কালো। পিঠ, দেহের পাশ ও লেজ কালচে ধূসর এবং বুক-পেট ও দেহের নিচের অংশের রং সাদাটে ধূসর। নবজাতকের পুরোদেহের লোম চমৎকার কমলা রঙের। তবে এক মাস বয়স হতে না হতেই এই কমলা রং পরিবর্তিত হয়ে ধূসরে রূপ নেয়।

মুখপোড়া হনুমানের মতো এরাও মোটামুটি বৃক্ষবাসী। কখনোই মাটিতে নামে না। ঘুম, চলাফেরা, খাবার সংগ্রহ, খেলাধুলা, গা চুলকানো, বিশ্রাম সবকিছু গাছেই সম্পন্ন হয়। চশমাপরা হনুমান মুখপোড়া হনুমানের মতো মূলত একপতি বা এক পুরুষ সমাজ ব্যবস্থায় অর্থাৎ হেরেম ব্যবস্থায় চলে। তবে কোনো কোনো সময় একটি দলে দুই বা তিনটি শক্তপোক্ত পুরুষ থাকতেও দেখা গেছে। এদের প্রতিটি দলের নির্দিষ্ট বিচরণ এলাকা রয়েছে যাতে অন্যরা প্রবেশ করে না। প্রতিটি দলে ১০–১৫ জন সদস্য থাকে, তবে সদস্য সংখ্যা ৩–২৪ জনও হতে পারে। এরা একই এলাকায় মুখপোড়া হনুমান ও অন্যান্য বানর প্রজাতির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ ছাড়াই খাবার-দাবার খেয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে।

মুখপোড়া হনুমানের মতো এদের দিনের প্রধান কাজ হলো গাছের ডালে ডালে ঘুরে পাতা, পাতার বোঁটা, ফুল, ফল ও কুঁড়ি সংগ্রহ করা ও খাওয়া। বিভিন্ন উদ্ভিদের পরাগায়ন ও গাছের বংশবৃদ্ধিতে এরাও বেশ সাহায্য করে। এছাড়া বিশ্রাম নেওয়া ও একে অপরকে চুলকানো প্রধান কাজ। এদের বাচ্চারা দীর্ঘ সময় ধরে খেলাধুলা

করে। চার হাত-পায়ে হাঁটে ও এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে পড়ে। মা বাচ্চাকে বুকে নিয়ে যখন এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে পড়ে দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। পাতায় ও গাছে জমে থাকা পানি ও শিশির পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে। জিহ্বা দিয়ে চেটে শুষে নেয় পানি। এরা 'চেং-কং...' শব্দে ডাকে। অন্যকে ভয় দেখাতে মুখে ভেংচি কাটে।

জানুয়ারি থেকে এপ্রিল প্রজননকাল। পুরুষ ৫–৬ ও স্ত্রী ৩–৪ বছর বয়সে প্রজননক্ষম হয়। স্ত্রী গড়ে প্রতি দু'বছরে একটি করে বাচ্চার জন্ম দেয়। গর্ভধারণকাল ১৫০–২০০ দিন। বাচ্চারা চার-পাঁচ মাস বয়স থেকেই শক্ত খাবার খাওয়া শুরু করে ও এক বছর বয়সের আগেই মায়ের দুধ পান বন্ধ করে দেয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ১০-১২ থেকে ২০ বছর বাঁচে। যেহেতু বর্তমানে এরা মহাবিপন্ন প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত, তাই অতি দ্রুত এদেরকে রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে অচিরেই এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর তা আমাদের প্রকৃতি তথা পরিবেশের ভারসাম্য কিছুটা হলেও নষ্ট করবে। কাজেই মহাবিপন্ন চশমাপরা হনুমানদের রক্ষার জন্য সরকারের সাথে সাথে আমাদেরও কাজ করতে হবে।

হনুমান বা হানু বান্দর (Hanuman Langur)

হিন্দু মিথোলজিতে কথিত রামের বাহন হিসেবে এই হনুমান পরিচিত। এরা হনুমান, সাধারণ হনুমান বা হানু বান্দর নামে পরিচিত। ইংরেজিতে এদের অনেকগুলো নাম রয়েছে, যেমন– Hanuman Langur, Common Langur, Northern Plains Grey Langur, Grey Langur, Sacred Langur, True Langur বা Entellus Monkey. হনুমানের বৈজ্ঞানিক নাম সেমনোপিথেকাস এনটেলাস (Semnopithecus entellus)। বর্তমানে এরা এদেশে বিপন্ন প্রাণী বলে বিবেচিত। একমাত্র খুলনা বিভাগের যশোরের কেশবপুর ও মনিরামপুরের কিছু গ্রামে বেঁচেবর্তে আছে। অবশ্য, মাঝে মাঝে এদেরকে কুষ্টিয়াও দেখা যায়। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও চীনে হনুমান দেখা যায়।

হনুমানের দেহ সরু, লেজ ও হাত-পা লম্বা। দেহের তুলনায় লেজ বেশ লম্বা। মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত লম্বায় একেকটি ৫০–৮০ সে.মি. হয়; আর লেজটি একাই ৭০–১০০ সেমি. হতে পারে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ওজনে একেকটি হনুমান ১২.৫–১৭.৭ কেজি হয়। পুরুষগুলো স্ত্রীগুলোর তুলনায় আকার ও ওজনে বেশ বড়ো হয়ে থাকে। হনুমানের দেহের চামড়ার রং কালচে। পিঠ ও দেহের উপরের অংশের লোমের রং ধূসর এবং বুক-পেট ও দেহের নিচের অংশ সাদাটে ধূসর থেকে হালকা বাদামি। মুখমণ্ডল, কান, হাত ও পায়ের পাতার চামড়া কুচকুচে কালো। মাথার মাঝখানে একটি চূড়ার (Crest) মতো দেখা যায়। এই চূড়ার লোমের রং ঘাড়ের থেকে হালকা। চোখের উপরের ভ্রূ জোড়া বেশ স্পষ্ট ও কালো। বাচ্চাগুলোর দেহের রংও কতকটা বাবা-মায়ের মতোই, তবে হালকা।

এদেশের তিন প্রজাতির হনুমানের মধ্যে একমাত্র এরাই দিনের বেশির ভাগ সময় মাটিতে কাটায়। রাত ছাড়া অন্য সময় খুব একটা গাছে চড়ে না। হনুমানদের মধ্যে একপতি ও বহুপতি সমাজব্যবস্থা দেখা গেলেও আমাদের দেশের হনুমানগুলো মূলত বহুপতি বা বহু পুরুষশাসিত সমাজে বাস করে। অর্থাৎ এদের একেকটি দলে কয়েকটি শক্তপোক্ত পুরুষ, অনেকগুলো স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততি থাকে। প্রতিটি দলের নির্দিষ্ট বিচরণ এলাকা রয়েছে। জানা মতে, কেশবপুরে ৫-১০ হেক্টর এলাকায় প্রায় ১৫-২৫টি হনুমান থাকতে পারে। এরা নিজেদের সীমানায় অন্য দলকে ঢুকতে দেয় না। তবে এরা কলহপ্রিয় নয়। নিজেদের মধ্যে তেমন একটা মারামারি করে না।

গাছের কচি পাতা, কুঁড়ি, ফুল, ফল, মূল, শস্যদানা ইত্যাদি এদের প্রধান খাদ্য। তবে যেহেতু আমাদের নাগরিক জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে তাই মানুষের দেওয়া বিভিন্ন খাবার অনায়াসেই এরা খায়। সাধারণত সকাল ও বিকালে খাদ্যের সন্ধানে বের হয়। দুপুরে বিশ্রাম নেয়। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামলেই নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট গাছে চলে যায় ও রাত্রি যাপন করে। দিনের অনেকটা সময় একে অন্যের দেহ চুলকিয়ে (Grooming) সময় কাটায়। 'হুপ-হুপ-হুপ...' স্বরে ডাকে।

জানুয়ারি থেকে মে প্রজননকাল। পুরুষ ৫-৬ বছর ও স্ত্রী ৩-৪ বছর বয়সে প্রজননক্ষম হয়। গর্ভধারণকাল ১৮০-২০০ দিন। সচরাচর প্রতি দু' বছরে একবার একটিমাত্র বাচ্চার জন্ম দেয়। অবশ্য একবারে দু'টি বাচ্চা জন্মানোর রেকর্ডও রয়েছে। বাচ্চারা তেরো মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ পান করে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৮-৩০ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচতে পারে যদিও পুরুষের তুলনায় স্ত্রী হনুমান বেশি দিন বাঁচে। দিনে দিনে নানা কারণে এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এদেশে বর্তমানে ২৫০টির মতো হনুমান রয়েছে। যদিও এদেশে এদেরকে লোকালয় ও আশপাশের এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না, কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশে এরা মূলত বন-জঙ্গলেই বাস করে। কাজেই এদেরকে রক্ষা করা ও এদের সংখ্যা বাড়ানোর পদক্ষেপ এখনই নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে কিছু সংখ্যক হনুমানকে পরিবেশ উপযোগী কোনো অভয়ারণ্যে বা সাফারি পার্কে রাখতে হবে।

মুখপোড়া হনুমান (Capped Langur)

এদেশের তিন প্রজাতি হনুমানের মধ্যে মুখপোড়া হনুমানের সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া এরা অন্য দু'টি প্রজাতির চেয়ে কম বিপদগ্রস্ত। মুখপোড়া হনুমান লালচে হনুমান নামেও পরিচিত।

কুষ্টিয়ার শহর সংলগ্ন হরিপুরে একটি পুরুষ হনুমান

লেখক যশোরের কেশবপুরে একটি হনুমানকে কলা খাওয়াচ্ছেন

ইংরেজিতে Capped Langur, Capped Monkey, Capped Leaf Monkey বা Bonneted Langur বলে। মুখপোড়া হনুমানের বৈজ্ঞানিক নাম ট্র্যাচিপিথেকাস পিলিয়েটাস (Trachypithecus pileatus)। বর্তমানে বাংলাদেশসহ পুরো বিশ্বে এরা বিপন্ন প্রাণী হিসেবে বিবেচিত। এরা টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ, বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাগুলোর পাতাঝরা ও মিশ্র চিরসবুজ বনের বাসিন্দা। মধুপুর, লাউয়াছড়া, কাপ্তাই ও সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, আদমপুর বিট এবং রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে গত ক'বছরে আমি বেশ সংখ্যক মুখপোড়া হনুমান দেখেছি। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, ভুটান ও মিয়ানমারেও এরা বাস করে। আর এসব দেশেও এরা বিপন্ন প্রাণী হিসেবে বিবেচিত।

আকার ও ওজনে এরা হনুমানের থেকে কিছুটা ছোটো। মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত লম্বায় পুরুষগুলো ৬৮-৭০ সেমি. ও লেজ ৯৪-১০৪ সেমি.। অন্যদিকে, স্ত্রীগুলো লম্বায় ৫৯-৬৭ সেমি. ও লেজ ৭৮-৯০ সেমি.। ওজনে পুরুষগুলো ১১.৫-১৪.০ কেজি (গড়ে ১২.০ কেজি) ও স্ত্রীগুলো ৯.৫-১১.৫ কেজি (গড়ে ১০.০ কেজি) হতে পারে। হনুমানের মতো এদেরও দেহের চামড়ার রং কালচে। পিঠ ও দেহের উপরের অংশের লোমের রং গাঢ় ধূসর-বাদমি এবং বুক-পেট ও দেহের নিচের অংশ লালচে বা লালচে বাদামি। কখনো কখনো সোনালি মনে হয়। লোমবিহীন মুখমণ্ডল, কান, হাত ও পায়ের পাতা কুচকুচে কালো। তাছাড়া মাথার চূড়া এবং লেজের আগাও কালো। চূড়া থেকে শক্ত শক্ত কালো লোম এমনভাবে মাথাটি ঢেকে রেখেছে যে মনে হবে লালচে হনুমান যেন কালচে টুপি পরে রয়েছে। আর এ কারণেই ইংরেজরা এদের নাম ক্যাপড্ ল্যাঙ্গুর রেখেছিল। সদ্য জন্মানো বাচ্চাগুলোর পুরো দেহের লোম সোনালি-হলুদ। তবে বয়স এক মাস পার হওয়ার সাথে সাথে লোমের রং বড়োদের মতো হতে শুরু করে।

স্বভাবে মুখপোড়া হনুমান যশোরের হনুমানের ঠিক বিপরীত। এরা সারাক্ষণই গাছে কাটায়। এদের ঘুম, চলাফেরা, খাবার সংগ্রহ, খেলাধুলা, গা চুলকানো, প্রজনন, বিশ্রাম সবকিছু গাছেই সম্পন্ন হয়। খুব একটা প্রয়োজন না পড়লে কখনোই গাছ থেকে নিচে নামে না। মুখপোড়া হনুমানদের মধ্যে একপতি বা এক পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা দেখা যায়। অর্থাৎ একটি শক্তপোক্ত পুরুষের নেতৃত্বে দলের সব স্ত্রী ও বাচ্চারা থাকে। যুবক পুরুষরাও সাথে থাকে। কোনো মারামারি করে না। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও স্ত্রীরা দল থেকে বের হয়ে দূরে গিয়ে নতুন দল গঠন করে বসবাস করতে পারে। মুখপোড়া হনুমানের একেকটি দলে ২-১৪টি প্রাণী থাকতে পারে।

এরা মূলত পাতাভোজী। গাছের কচি পাতা, বোঁটা, কুঁড়ি ও ফুল খেতে পছন্দ করে। তবে পাতাভোজী হলেও প্রচুর পরিমাণে ফলও খায়। খাবারের সন্ধানে গাছের মগডালে চলে যায়। কচি পাতা হলে দু'হাতে ডাল মুখের কাছে টেনে এনে দাঁত দিয়ে কেটে নেয়। পাতা বড়ো হলে হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে খায়। এরা বিভিন্ন ধরনের বট, চালতা, আমড়া, আমলকি, হরিতকি, বহেরা ইত্যাদি খায়। কখনোই একটি ফলের পুরোটা খায় না। বরং এক-দুই কামড় খেয়ে ফেলে দেয়। বিভিন্ন উদ্ভিদের পরাগায়ন ও গাছের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। গোসল বা পানি পান করার জন্য এরা কখনোই মাটিতে নামে না। বরং গাছের গর্ত ও পাতায় জমে থাকা পানি পান করে। সাধারণত সকাল, বিকাল ও সন্ধ্যায় খাদ্যের সন্ধানে ঘুরতে থাকে। দুপুরে বিশ্রাম নেয়। ঘুম ও বিশ্রামের জন্য এদের পছন্দ মোটা ও উঁচু গাছ। এরা ডালে বসে মোটা কাণ্ডে হেলান দিয়ে বা ডালের দু'পাশে হাত-পা ও লেজ ঝুলিয়ে বিশ্রাম করে বা ঘুমায়। ঘুমের জন্য এদের রয়েছে নির্দিষ্ট গাছ। খাবার ও বিশ্রাম বাদে বাকি সময় একে অন্যের দেহ বেশ যত্নের সাথে চুলকিয়ে কাটায়। এরা বেশ খেলাধুলা ও লাফালাফি করে। মা বাচ্চাকে বুকে নিয়ে সহজেই এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে পড়তে পারে, কোনোই সমস্যা হয় না। হনুমানের মতো এরা 'হুপ-হুপ-হুপ...' শব্দে ডাকে না, বরং অনেকটা কুকুরের ঘেউ ঘেউয়ের মতো করে 'ভূক-ভূক...' শব্দ করে। অন্য কাউকে ভয় দেখাতে মুখে ভেংচি কাটে।

সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানে বাচ্চাসহ একপাল মুখপোড়া হনুমান

জানুয়ারি থেকে এপ্রিল প্রজননকাল। পুরুষ ৪–৫ ও স্ত্রী ৩ বছর বয়সে প্রজননক্ষম হয়। হনুমানের মতো এরাও গড়ে প্রতি দু'বছরে একটি করে বাচ্চার জন্ম দেয়। গর্ভধারণকাল ১৮০–২২০ দিন। সচরাচর একটি বাচ্চার জন্ম দিলেও, অনেক সময় একসঙ্গে দু'টো বাচ্চারও জন্ম দিতে পারে। বাচ্চারা এক বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ পান করে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৫–২০ বছর বাঁচে। বনজঙ্গল ধ্বংসের কারণে দিনে দিনে এদের সংখ্যা যে হারে কমছে তাতে এখনই কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বিপন্ন এই প্রাণীটি অচিরেই লাল বইয়ে নাম লেখাবে। আর তাতে দেশের পরিবেশ কিছুটা হলেও বিপন্ন হবে বৈকি।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

তবু ঠাঁই হলো তাঁর

ফজলে আহমেদ

জীবন মানেই যন্ত্রণা। নিদারুণ এই শব্দটি যার জীবনে শতভাগ প্রযোজ্য, তিনি হলেন খাদিজা খাতুন। দীর্ঘ কষ্টের জীবন অতিক্রম করে অপরাহ্নে এসে দাঁড়িয়েছেন। আজ তার মনে অনেক আনন্দ, অপরিসীম শান্তি, পরিপূর্ণ একটা তৃপ্তিতে নিজেকে ধরে রেখেছেন। তিনি অনেকের কাছে গর্বিত কণ্ঠে বলে থাকেন, আমি একজন সফল মাতা। আমার দুটো ছেলে। তাদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে দুজনকেই রত্ন বানাতে পেরেছি। এখন মরে গেলেও আমার একফোঁটা কষ্ট থাকবে না। কবরে শুয়ে থেকেও শান্তি পাব। সেজন্য আল্লাহর কাছে আমার হাজারো শোকরিয়া।

বড়ো ছেলে কামাল বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে আজাদ বিল্ডার্সে চাকরি নিয়েছে, তা প্রায় ছয় বছর চলল। রিতাকে বিয়ে করে বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটছে তার। রিতা অবশ্য ধনী ঘরের মেয়ে। কিন্তু খাদিজা বেগমকে শাশুড়ির মর্যাদা দিতে তার মাঝে এতটুকু কার্পণ্য নেই। সে কথায় কথায় মা বলে ডাকে। এতে আনন্দে তার বুকটা ফুলে ওঠে। তিনি অনেকের কাছে শুনেছেন, ধনী ঘরের মেয়েরা নাকি শ্বশুর-শাশুড়িকে পাত্তাই দেয় না। এমনকি রীতিমতো কথাও বলে না। তাদের মাঝে নাকি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের একটা ভাব থাকে– যা শ্বশুরবাড়ির লোকদের ওপর প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু রিতার মাঝে তেমন কিছু দেখতে পাননি খাদিজা। যা নিয়ে মনে মনে গর্ববোধ করে থাকেন। এই কথাগুলো প্রাণ খুলে বলার মতো আজ আর কেউ নেই। আবদুর রহমান ছিলেন। সেও আজ বেঁচে নেই। ও বেঁচে থাকলে আজ কী যে খুশি হতেন। প্রতিদিনই অফিসে গিয়ে কলিগদের সঙ্গে উল্লাস করে কথাগুলো বলতেন। আরো বলতেন, আমার কঠোর পরিশ্রম আজ সার্থক হয়েছে। টানা অন্ধকার পেরিয়ে সূর্যের মুখ দেখতে পাচ্ছি। লোকটা শুধু কষ্টই করে গেলেন, একফোঁটা শান্তির মুখ দেখে যেতে পারেননি। মাঝে মাঝে অফিস থেকে এসে হতাশ গলায় বলতেন, আমাদের অভাবের সংসার অভাবের তাড়নায় সুখ-শান্তি বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই তোমাকে দিতে পারিনি। এমনকি তোমাকে একটা ভালো দামি শাড়িকাপড় পর্যন্ত কিনে দিতে পারিনি। যতবার আমি চেষ্টা করেছি তুমি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছ কোনো দরকার নেই। ওই টাকা দিয়ে তুমি কামাল, জামালের শার্ট-প্যান্ট কিনে আনো। ওদের অনেক বই কেনার বাকি আছে, কেনার ব্যবস্থা কর। আমরা তো তাদের কোনো প্রাইভেট টিউটর দিতে পারছি না। ওরা তো কোনোদিন মুখ ফুটে বলেও না, কিন্তু ওদের মুখের ভাষা বুঝি। আর ওরাও আমাদের সংসারের অবস্থাটা বোঝে। তাই ওদের মুখে কোনো আবদার নেই। চাহিদা নেই।

ছোটো ছেলে জামাল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করে একটা প্রাইভেট কলেজে লেকচারার হিসেবে চাকরি পেয়েছে। তার ভাগ্যটা এত ভালো যে পাস করে ছয় মাসও ঘরে বসে থাকতে হয়নি। স্ত্রী রত্নাও হাই স্কুলের একজন শিক্ষক। দুজনই, একজন অন্যজনকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করে। একের কষ্টে অন্যজন কাতর হয়ে পড়ে। খাদিজা খাতুন তার ছেলে-বউয়ের কথোপকথন শুনে ফেললেন। একদিন রত্না জামালকে বললেন, শোনো, আমাদের স্কুলের অনেকেই টিউশনি করে অনেক টাকা কামায়। ওদের যে কী ফুটানি। ওদের চেয়ে কি আমি কম জানি? তাই আমারও ইচ্ছে করে টিউশনি করতে। তুমি মতামত দিলে আমি এই কাজে নেমে যাব। আমার ছাত্রের কোনো অভাব হবে না। অনেকে আমাকে ফোন করে তাদের ছেলেমেয়েদেরকে পড়াতে অনুরোধ করেন।

রত্নার মাথায় কয়েকটা চুল সামনের দিকে ঝুলে পড়ে বাতাসে এলোমেলোভাবে উড়ছিল। জামাল ওই চুলগুলো নির্দিষ্ট স্থানে

সরিয়ে দিয়ে আলতো করে থুতনিতে আঙুল দিয়ে মুখটা একটু উপরে তোলে, চোখে চোখ রেখে, মৃদু হেসে মিষ্টি গলায় বলল, তোমার এই ফুটন্ত গোলাপের মতো মুখটিতে কখনো ক্লান্তির ছায়া দেখতে চাই না।

সংসারে প্রতিটি মানুষই বাড়তি উপার্জন চায়। তুমি চাও না কেন? আমাদের কি টাকার প্রয়োজন নেই?

হ্যাঁ। আছে। তবে দুজনে যে টাকা বেতন পাই তা দিয়ে আমাদের ছোট্ট এই সংসার তো দিব্যি চলে যাচ্ছে।

একদিন তো, সংসারটা বড়ো হবে, আমাদের সন্তানরা আসবে। তখন টাকার প্রয়োজন হবে। তখন? আজকাল টাকা ছাড়া কিছু হয় কি? ব্যাপারটা গভীরভাবে ভেবে দেখো।

শোনো রত্না। একটানা ক্লাস করাবে। তারপর ছাত্র পড়াবে। তখন মুখজুড়ে নেমে আসবে ক্লান্তির ছায়া। দেহে নেমে আসবে অবসন্নতা, যা আমি মেনে নিতে পারব না। আর ভবিষ্যতের ব্যাপারটা, আমিই দেখব। ও নিয়ে ভেবে তুমি সময় নষ্ট করো না।

মাস ছয়েক থাকার ইচ্ছে নিয়েই জামালের বাসায় উঠেছেন খাদিজা খাতুন। এমনিতে দিনযাপনে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তার। বিশেষ করে সকালের নাস্তা ও রাতের খাবারটা তিনজনে মিলে একত্রে বসেই খেয়ে থাকেন। তখন একটা আড্ডার মতো বেশ জমে ওঠে। খাদিজা মাঝে মাঝে গ্রামের ও নিজের জীবনের গল্প বলে থাকেন। এতে তিনি বেশ আনন্দ পান। মাঝে মাঝে ভাবেন, এদের এখানেই যদি জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে যেতে পারতাম, খুব ভালো হতো।

একদিন এক ফাঁকে জামাল বলল, মা তোমার এখানে থাকতে কোনোরকম কষ্ট হচ্ছে কি?

কষ্ট হবে কেন? বৌমা কত ভালো মানুষ। স্কুলে গিয়েও ফোন করে আমার খোঁজখবর নেয়। আজকাল কটা বউ তা করে?

আমার খুব ইচ্ছে করে, তুমি সারাবছর আমার এখানেই থাক, কিন্তু! বলেই চুপ হয়ে যায় জামাল।

থামলি কেন বাবা?

মা কিছু মনে নিও না। বোঝ তো– আমাদের দুজনেরই সীমিত বেতনের চাকরি। অনেক টাকা বাসা ভাড়াতে চলে যায়। তাছাড়া আমাদের সন্তান আসছে। আর আজকাল বাচ্চা প্রসব মানেই হাসপাতাল, সিজার। কাড়ি কাড়ি টাকা। টাকার চিন্তায় আমি সারাক্ষণই অস্থির থাকি কিন্তু রত্নাকে আমি বুঝতে দিইনি। টিউশনি করে টাকা রোজগার করার ইচ্ছে আছে তার কিন্তু আমি তা করতে দিই না। নানা উদাহরণ টেনে তাকে বাধা দিই।

ব্যাপারটা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন খাদিজা। কথাগুলো জামালের মনের কথা নয়। তাহলো রত্নার শেখানো বুলি। রত্না হয়ত অনেক দিন থেকেই চাপ দিয়ে আসছে। জামাল সাহস করে বলতে পারেনি। আজ না বলে তার উপায় ছিল না। তাই একটা কৌশলে বলে ফেলল।

ভেতরে প্রচণ্ড আঘাত পেলেও বাইরে তা প্রকাশ পেতে দেননি খাদিজা। তিনি স্বাভাবিক গলায় বললেন, আমি কাল না হয় চলে যাই। জামাল অনেকক্ষণ চুপ থেকে পরে বলল, যদিও কাল আমার ক্লাস আছে। তবু সময় করে এক ফাঁকে তোমাকে বড়ো ভাইয়ের বাসায় দিয়ে আসব।

তোর বয়স যখন সাত বছর, তখন তোদের দুই ভাইকে নিয়ে ঢাকায় আসি। বলতে গেলে পুরো জীবনটাই ঢাকায় কাটিয়েছি। তাই এই শহরটাকে আমি ভালো করে চিনি। আমি একাই যেতে পারব ওখানে।

কামালের বাসায় যেতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না তাঁর। কারণ রিতার ব্যবহার! সে শাশুড়িকে বোঝা মনে করে। খুবই অসহায় বোধ করেন খাদিজা খাতুন। যদিও ওদের অঢেল টাকা-পয়সা আছে। তারপরে রিতার বাবাও নাকি মাসে মাসে টাকা পাঠায়। ছোটো ওই সংসারে এত টাকা খরচের জায়গাটা কোথায়?

বুঝতে পারেন শুধু টাকার জন্য নয়। টাকার প্রসঙ্গ শুধু দায়িত্ব এড়াবার একটা অজুহাত। তাই খাদিজা বেগম সিদ্ধান্ত নেন তিনি কামালের বাসায় যাবেন না। তিনি যাবেন অন্য কোথাও যেখানে অসহায় মানুষকে কেউ ফেলবে না।

দিন গড়িয়ে মাস যায়। একদিন জামাল কামালের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। অনেকদিন ধরে ভাই ও ভাবির সঙ্গে দেখা নেই। তাছাড়া মাও এখানে আছেন। তাদের খোঁজখবরটা নিয়ে যাই। এতে নিজেরও ভালো লাগবে, মাও খুশি হবেন।

কলিংবেল চাপতেই কাজের মেয়ে এসে দরজাটা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসেন জামাল। খানিকবাদে কামাল এসে তার পাশে বসেন।

ভাইয়া, মাকে দেখতে এলাম। জামাল বলল।

কামাল রীতিমতো চমকে ওঠে। মা। মানে?

হ্যাঁ, মা তো আজ থেকে এক মাস আগে তোমার বাসায় চলে এসেছেন।

মা আমার বাসায় এসে পৌঁছল কি-না, একটা ফোন করে তা জেনে নেওয়াটা তোর দরকার ছিল না? এই ভুলটা কীভাবে করলি তুই?

জামাল আকাশ থেকে পড়ল, বলল এখন উপায়? এই ঢাকা শহরে, মানুষ খুঁজে বের করা কি সম্ভব? তাছাড়া মা একজন বৃদ্ধ মানুষ।

ভাইয়া, মা কাউকে না জানিয়ে কোথায় যে গেল! যাই বলো মায়ের এই কাজটি করা মোটেও ঠিক হয়নি। তিনি যেখানেই থাকুক। একবার ফোন করে জানানোটা কি উচিত ছিল না?

একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে জামাল চুপ হয়ে যায়।

খানিক বাদে হতাশা মিশ্রিত গলায় কামাল বলল, চল থানায় গিয়ে একটা জিডি করে আসি। আর কী বা করব আমরা এখন?

ঠিক আছে। এখনই চল।

তারা জিডি করল। কাছাকাছি কয়েকটা হাসপাতালে খোঁজ নিল। কয়েকদিন দৌড়াদৌড়ি করল এবং আস্তে আস্তে মাকে ভুলে যেতে বসল। বৃদ্ধ শাশুড়ি কেমন আছেন, কোথায় আছেন এ ব্যাপারে রিতা তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করে জানতে চায়নি। এমন কী রত্নাও না। রিতা আর রত্না এখন মোবাইলে কথা বলার সময় কৌশলে শাশুড়ির প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়।

কামাল প্রতি বছরই জাকাত দিয়ে থাকে। এবার সে ঠিক করল অনেকগুলো শাড়ি ও লুঙ্গি কিনে বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিজ হাতে বিলিয়ে দেবে। এক আশ্রমে আগের নির্দেশে বৃদ্ধ মহিলারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কামাল প্রতিজনের হাতে একটা করে কাপড় ধরিয়ে দিচ্ছে। খানিকটা এগোতেই, রীতিমতো চমকে উঠল। মা যেন দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু মা এখানে আসবেন, কেন? কামালের চিন্তা এলোমেলো হয়ে যায়। কামাল তাড়াতাড়ি কাপড়গুলো বিলি করে সেখান থেকে দ্রুত চলে আসে।

খাদিজা খাতুন হতবাক হয়ে যান। তাকে এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, তা কোনোদিন ভাবতেও পারেননি।

যারা কাপড় নিতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। তারা সবাই যার যার ঘরে চলে যায় কিন্তু খাদিজা খাতুন ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। যদি কামাল আবার ফিরে আসে!

অন্ধকারের ডানা

নাসিম সুলতানা

এলোমেলোভাবে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে রমনা পার্কে ঢুকল পুষ্প। লেকের পাশে একটা বেঞ্চে বসল। পরিচিত বাদাম বিক্রি করে ছেলেটা সে তো এই আপাটিকে ভুলে নাই। কারণ একসময় এখানে প্রায় দিনই এজাজ তাকে নিয়ে বসত। বাদাম খেতে খেতে কত যে সুখের রঙিন গল্প করত। বাদাম বিক্রেতা দশ টাকার বাদাম দিয়ে বলল– আপা স্যার কই? পুষ্প কোনো উত্তর না দিয়ে দশ টাকা দিয়ে দিল। কিনেছিল বাদাম খাবে বলে কিন্তু বাদামের প্যাকেটা অমনই পড়ে থাকল। অতীতের এত স্মৃতি তা কি এত সহজেই ভোলা যায়। লেকের স্বচ্ছ পানির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে হারিয়ে গেল অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোতে।

আপন খালাতো ভাই এজাজ চৌধুরী। বড়ো খালার ছেলে, ছোটোবেলায় তার মা ও বড়ো খালা মিলে ঠিক করেছিল–ওদের দুজনের বিয়ের কথা। সে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ পাস করে। আর এজাজ ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে দুজনই যখন কর্মজীবনে ঢুকল বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন সবার মতেই তাদের বিয়ে অনেক ধুমধামে হয়ে গেল। বিয়ের পরে পুষ্পর বাবার দেওয়া ফ্ল্যাটেই তারা উঠল। ফার্নিচারসহ টিভি, ফ্রিজ কোনোটা বাদ দিল না তাদের একমাত্র মেয়েকে ঘর সাজিয়ে দিতে। এমনকি পুষ্পের দুই ভাইও বোনকে আর কী কী দেওয়া যায়, সে চিন্তায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত।

বিয়ের পর দিনগুলো অনেক সুখেই কাটছিল তাদের। বছর দুই পর চাঁদের মতো ফুটফুটে একটি মেয়ে হলো। নাম রাখল দোলা। সবার আদরে সে যেন তাড়াতাড়ি বড়ো হতে লাগল। এরমধ্যে এজাজের বাবা হার্ট অ্যাট্যাক করে মারা গেলেন। বড়ো খালাকে অর্থাৎ এজাজের মাকে এত করে বলা হলো এখানে তাদের সাথে থাকতে কিন্তু তিনি স্বামীর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য গ্রামের বাড়িতেই থেকে গেলেন।

দুজনেরই প্রাইভেট চাকরি, ব্যস্ততার কারণে দোলা নানির বাড়িতেই বেশি থাকে। নানা-নানি, মামারা দোলাকে একটা কিন্ডার গার্টেন স্কুলে Play-তে ভর্তি করে দিল। যেন পুষ্পের কোনো চিন্তাই নেই এ বিষয়ে। এরমধ্যে এজাজ সিঙ্গাপুর গেল অফিসের কাজে। তাকে সেখানে ৬ মাস থাকতে হবে। এজাজ যে সেক্টরে কাজ করতে গেল, সেখানে যে প্রজেক্ট ডাইরেক্টরের অধীনে কাজ করতে করতে এজাজ অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে তার প্রতি। শুরু হলো পুষ্পর জীবনের কালো অধ্যায়।

এজাজের মধ্যে কেমন যেন সব বিষয়ে পরিবর্তন শুরু হলো। ফোনে কথা বললে কেমন যেন খিটখিটে কথাবার্তা। যদি তাকে আসার কথা জিজ্ঞেস করা হয় তো সে রেগে যেয়ে বলে– আমার কি কোর্স শেষ হয়েছে? ৬ মাস কি শেষ হয়েছে? পুষ্প বলল, আমি দোলাকে নিয়ে তোমার কাছে কয়দিনের জন্য বেড়াতে আসি? তাছাড়া আমরা তো দূরে কোথাও বেড়াতে যাই নাই এবং সিঙ্গাপুর দেশটাও তো দেখি নাই। একথা বলার পর সে কেমন যেন বিব্রত হয়ে বলে, না না, এখন না। তোমাদের আমি পরে নিয়ে আসব। পুষ্প তার মায়ের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করে। এ কথা শুনে পুষ্পর মা বলে, তুই এত বাজে চিন্তা করিস না তো। দূরে গেছে তো, তাই খিটখিট করে। এদিকে পুষ্প চাকরি ও মেয়ে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, এজাজের ব্যাপারে কোনো খারাপ কথা চিন্তা করার সময়ই পায় না।

যথাসময় ট্রেনিং শেষে এজাজ দেশে ফিরল। আসার কথা সে পুষ্পকে জানায়নি। জানালেতো তারা এয়ারপোর্টে যেত। কলিংবেলের আওয়াজে দরজা খুলতেই এজাজকে দেখে দোলা দৌড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। এজাজ তাকে কোলে নিয়ে

অনেক আদর করল। কিন্তু পুষ্প কাছে আসতেই এজাজ বলল, আমি ফ্রেশ হয়ে আসি। পুষ্প এজাজের এ ধরনের ব্যবহার মোটেও পছন্দ করল না। সাধারণত স্বামী-স্ত্রী বা যে-কেউ পরিচিতজন দূর থেকে আসলে প্রথমে কুশলাদি বিনিময় করে। অথচ এজাজ তা না করে কেমন যেন এড়িয়ে গেল। পুষ্প আর কী করবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহিমা খালাকে চা-নাস্তা দিতে বলল। চা খেতে খেতে অনেক গল্প করল এজাজ। দোলার জন্য একটা আলাদা ব্যাগে জামা-কাপড় ও চকলেট এবং অনেকগুলো ছবির বই এনেছে সে। দোলাতো খুব খুশি, পুষ্পর মনে হলো– তারা যেন আগের হাসিখুশি ভরা দিনগুলো ফিরে পেয়েছে।

একদিন হঠাৎ এজাজ হাসতে হাসতে বলে, অ্যাই পুষ্প, দাও না তোমার বাড়িটা আমার নামে লিখে, পুষ্প এজাজের এই অকল্পনীয় আবদারে হতভম্ব হয়ে যায়। পুষ্প নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতেই বলে, আমার বাড়ি তোমার বাড়ি নয়? এটা কী বলছ তুমি? বাবা আমাদের থাকার জন্যই তো বাড়িটা তার আদরের মেয়েকে লিখে দিয়েছেন। উত্তরে এজাজ আর কিছু বলল না। এর দিন দুই পরের কথা। পুষ্পর বাবার বাড়িতে তাদের দাওয়াত। সকালবেলা উঠেই এজাজ বলল, পুষ্প, আমি দাওয়াত খেতে পারছি না। একটু কাজ আছে। তুমি দোলাকে নিয়ে যেও।

পুষ্প বলল, এতদিন পর দেশ থেকে খালা এসেছেন। আর তুমি না করছ, উনি তো তোমার মা। তুমি না যেতে চাইলে আমার কী? যাক, পুষ্প দোলাকে নিয়ে নিজেই গেল। খালা ছেলেকে না দেখে একটু অবাকই হলো। হয়ত কোনো জরুরি কাজ থাকায় সে আসতে পারেনি। এটা মনে করে খালা দোলাকে নিয়ে খেলা করতে করতে ছেলের কথা বোধ হয় ভুলে গেছেন। খালা তাদের ছাড়তেই চায় না। রাতে মার বাসাতেই থেকে গেল তারা। এজাজ রাতেও এল না, দেখে মা ও খালা তার এমন ব্যবহারে একটু বিরক্তই হলেন। এজাজের মা ফোনে ছেলের সাথে কথাও বললেন না। শুক্রবার দিন থেকে শনিবার বিকালে পুষ্প দোলাকে নিয়ে নিজের বাসায় ফিরল। শনিবার দিন তো অফিস খোলা থাকে না। কিন্তু এজাজ কাজের দোহাই দিয়ে অনেক রাতেই ঘরে ফিরল। দোলার স্কুল, পুষ্পর অফিস, এজাজের অফিস– সব মিলিয়ে যন্ত্রচালিত গাড়ির মতো কেমন করে দিনগুলো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। এখানে এজাজ ও পুষ্পর মধ্যে যে সেতুবন্ধন ছিল, কখন যে তা ঢিলে হতে শুরু হয়েছে– সেটা পুষ্প বুঝতেই পারেনি। এজাজের মা'ও ছেলের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি পুষ্পর সাথে তাদের বাড়ি আসলেন না। ছোটো বোনের বাসা থেকেই গ্রামে চলে গেলেন। খালার এ দুঃখ পুষ্প অনুভব করে এজাজকে বলল, তোমার মায়ের সাথে এরকম ব্যবহার করাটা ঠিক হয়নি। কেন তুমি এরকম হচ্ছো। আগে তো মা আসলে এরকম করতে না? তোমার কি শিক্ষাদীক্ষা লোপ পাচ্ছে না কি?

দোলার পড়ালেখা পুষ্পই দেখভাল করে। সুতরাং ৯টা-৫টা অফিস করার পর দোলার পড়ালেখা এবং রান্না করার পর খাওয়া– তারপর ঘুমের সময় হয়ে যায়। পরদিন ভোরে উঠে দোলাকে স্কুলে যাবার জন্য তৈরি করে তার ভাইয়ের সাথে পাঠিয়ে দেয়। এটা ছিল নিত্য দিনের রুটিন। এরমধ্যে শুক্রবার-শনিবার বন্ধ। এ দুদিন তারা বেড়াতে যেত। মাঝেমধ্যে দোলার স্কুল বন্ধ হলে তারা সবাই মিলে গাড়ি নিয়ে এজাজের মায়ের কাছে চলে যেত। কিন্তু বিদেশ থেকে আসার পর এজাজ কেমন যেন একটু থিতিয়ে পড়েছে। সংসারে কোনো কাজে যেন তার মন নেই। আগে ছুটির দিনগুলোতে Long Drive-এ যেত। পুষ্প ও দোলা দুজনে খুব খুশি হতো। এজাজের ঔদাসীন্যে পুষ্পর মনে নানা চিন্তা দানা বাঁধতে শুরু করে। ঐদিন সকালে পুষ্প নাস্তার টেবিলে বসে আছে। দোলাকে নাস্তা খাওয়াতে খাওয়াতে বলল, চলো না আমরা দোলার দাদিকে দেখে আসি। দোলা চট করে উঠে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, বাবা চলো না যাই দাদুর কাছে। এজাজ দোলার হাত ছাড়িয়ে বলল, মা এখন না, পরে যাব। আমার একটা কাজ আছে তো। দোলা মন খারাপ করে মায়ের কাছে যেয়ে বায়না ধরল, মা চলো না আমরা যাই। পুষ্প কী বলবে মেয়েকে বুঝে পেল না। মেয়েকে বুকের কাছে নিয়ে বলল, থাক, পরে যাব মা। এখন তোমাকে নানুর বাড়িতে রেখে আসব।

এজাজ দিনে দিনে কেমন যেন কাজ নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। তাদের সুখের সংসারে কী যেন একটা নাই নাই ভাব। যেন অমাবস্যা নেমে এসেছে। সেদিন ছুটির দিনে পুষ্প ও এজাজ দুজনেই ঘরে বসে বই পড়ছে। এজাজ পুষ্পর কাছে এসে বলল, দাও না পুষ্প, তোমার এ বাড়িটা আমার নামে লিখে।

পুষ্প যেন শুনে নাই– এরকম ভান করল। সে বলল, কিছু বললে?

এজাজ আবার বলল, বলছিলাম কি, এ বাড়িটা আমার নামে লিখে দিলে সুবিধা হতো।

পুষ্প বলল, কী সুবিধা ?

এজাজ বলল, আমি কানাডা যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। সম্পদের পরিমাণ দেখাতে হয় তো তাই।

পুষ্প উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল ও তাই... তা একথাটা আমাকে এতদিন বলনি কেন? ঠিক আছে তুমি কোনো চিন্তা করো না, কালকেই রেজিস্ট্রি অফিসে যাব। এজাজকে এখন খুব ফুরফুরে লাগে। কখনো তাকে গুনগুনিয়ে গান করতেও শোনা যায়। পুষ্প ভাবে সংসারে যে কালো ছায়াটা ছিল সেটা বুঝি পরিষ্কার হয়ে গেল। পুষ্প ভাবে, বাবাতো বাড়িটা আমাদেরই দিয়েছেন। আমার বা ওর একই তো কথা, আর এটা যদি এজাজের কাজে লাগে তো কী হয়েছে। বিদেশে গেলে তো ওরা সবাই একসাথেই যাবে।

কিন্তু না...। পুষ্প ও দোলাকে রেখে একাই মাস ছয় পরে এজাজ কানাডা চলে গেল। যে দিন গেল ঠিক তার পরদিন পুষ্প কলিংবেলের শব্দে দরজা খুলে দেখে একজন ম্যাসেঞ্জার দুইটি প্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে। পুষ্প তাড়াতাড়ি চিঠি দুটো রিসিভ করে ঘরে নিয়ে পড়তে গেল। এজাজ যাবে বলে সবাই আগেরদিন দাওয়াত খেতে এসেছিল। বাবা-মা-খালা, ভাই দুটো সবাই, তাদের সামনে পড়তে যেয়ে দেখে একটা বাসা ছেড়ে দেওয়ার উকিল নোটিশ আর অন্যটি ডিভোর্স লেটার।

পুষ্প কাঁদবে... না কী করবে–সে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থাকল। এজাজ এত অধঃপতনে গেছে তা পুষ্প বুঝতেই পারেনি। তার সংসারের প্রতি অবহেলা, মেয়ের প্রতি অবহেলা, তার সাথে দূরত্ব– এসব কিছুই পুষ্প মনে করত এজাজের অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে হচ্ছে। পুষ্পর সরলতার সুযোগে এজাজ পুষ্পর বাড়িটা দেড় কোটি টাকা দিয়ে বিক্রি করে সেই মেয়েটিকে নিয়ে কানাডায় পাড়ি জমালো।

এ ঘটনায় এজাজের মা রাগে-দুঃখে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তার এতদিনের তিলে তিলে গড়া ছেলেকে যে কী শিক্ষা দিয়েছেন তা ভেবে পেলেন না। কী জবাব দেবেন তার আদরের বোনঝি কে? ভাবতে গিয়ে তিনি অতি দ্রুত কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। তিনি এখন থেকে পুষ্প আর দোলার সাথেই থাকবেন। দরকার হলে তিনি গ্রামের জমিজমা বিক্রি করে পুষ্প আর দোলার নামে আবার ফ্ল্যাট কিনে দেবেন। পুষ্পর পাশে থেকে দোলাকে মানুষের মতো মানুষ করার ব্রত নিলেন এজাজের মা। এজাজের শঠতায় পুষ্প আর দোলার জীবনে যেন কোনো অন্ধকার ডানা মেলতে না পারে তা দেখবার দায়িত্ব পুষ্পর কাছের মানুষগুলো ভাগ করে নিল।

অনুভবে তুমি

নাফেয়ালা নাসরিন

দখিনের জানালায় তখনো বৃষ্টিস্নাত একফালি চাঁদ
রূপবতী কদমের সাথে বাতাস নিংড়ানো
সরষে-ইলিশ ভুনাখিচুড়ির চুম্বকিত সুবাস আর
তার সাথে মিশে গেছ স্মৃতিময় তুমি।

হয়ত তুমি এখনো বর্ষায় বৃষ্টিতে ভেজো
ছাতাটি বন্ধ রেখে খালি পায়ে হেঁটে চলো আনমনে, একেলা
তোমার চুড়ির রিনিঝিনি ফাঁকা রাস্তায় সুর তোলে
ভেজা কাক, শালিকেরা আড়চোখে তোমাকে দেখে।

হয়ত বা কখনো তুমি ছুঁয়েছো আমাকেও
আঁধারের তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি ধাঁধানো আলোয়
তবু প্রতিটি মুহূর্তের অনুভবে পাশে পাশে থেকে
জীবনের ওপার থেকে তুমি ধরা দিয়ে যাও চিরন্তনের অধরা হয়ে।

হে বিশ্বজাহানের মহান প্রভু

মুহাম্মদ ইসমাঈল

হে বিশ্বজাহানের মহান প্রভু
হে বিশ্বজাহানের মহান মুক্তিদাতা
হে বিশ্বজাহানের মহান রিজিকদাতা
মহাকালের নিমজ্জিত পাপী আমি
কেবল ডুবে থাকি হতাশার ভেতর
কাল থেকে কালান্তরে
শত সহস্রাব্দ থেকে
আঁধার ঘুচবে বলে
নিরাশার দিন গুণে
হে বিশ্বজাহানের মহান প্রতিপালক
হে বিশ্বজাহানের মহান তওবা কবুলকারী
হে বিশ্বজাহানের মহান ধৈর্যশীল
ভক্তিতে নিশ্বাসে তোমাকে স্মরণ করি নিরন্তর।
সূর্যের বিস্ময় আলোয় কিংবা ফুলের সুরভিতে
ভোরের আবেগি মন
অথবা বিকেলের ক্লান্ত দুনয়নে
আমি তৃষ্ণার্ত চাতক।
হে বিশ্বজাহানের মহান সৃষ্টিকর্তা
হে বিশ্বজাহানের মহান অধিপতি
হে বিশ্বজাহানের মহান অতিশয় দয়ালু
আমাকে মাফ করে দাও
তোমার রহমতের কুদরতি কোলে আমাকে
তুলে নিয়ে যাও।

ফুলের আঙিনা

কামরুন নাহার মেঘলা

রোজ ভোরে আমি ঘুম থেকে উঠে চপল পায়ে
হেঁটেছি সেই পথ ধরে।
যে পথের ধারে ছিল স্বচ্ছ সলিল জল সমুদ্র।
তীর ঘেঁষা ফুল বাগান,
সারি মেলা ফল বাগান।
চন্দ্রমণি, বেলি, বকুল আর শিউলি ফুলের মেলা।
রোজ সকালে আঁখি মেলে
আমি দিয়েছি পাড়ি
সমবয়সি বন্ধু, তোমাদের বাড়ি।
আমরা করেছি সভা। শিউলি আর বকুল তলায়
গেঁথেছি মালা, পুষ্প-অলংকারে সাজিয়েছি
দুহাতের রেখা।
আলতা রাঙা পায়ে
ফুল বিছানা মাড়িয়ে।
একটু একটু করে এসেছি ভোরের আলোয়
প্রজাপতিদের লুকোচুরি খেলায় ভাসিয়েছি নিজেদের।

তুরুপের তাস

শাহরুবা চৌধুরী

এ খেলা সে খেলা নয়
বেখবর হাতঘড়ি থেকে
পিছলে নামে সময়।
অজস্র ইশারায় ডাকে
অসম বয়সি মেঘ, ঘুমহীন তুরুপের তাস
ভারী কাঁধ নিয়ে তুখোড় বাইসন
উপড়ে ফেলে
অমীমাংসিত সব সীমানার খুঁটি।
এসব তুমুল অন্ধ রাতে
কুয়াশার ভেতর, দুঃস্বপ্নের ভেতর
অপরিচিত ও মৃত সৈনিকের মতো
কোনো কোনোদিন
বেঘোরে মরাটাকেও ভীষণ মামুলি মনে হয়...।

স্যাটেলাইট কাজে লাগিয়ে দেশের সংস্কৃতিকে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান

নিজস্ব স্যাটেলাইটের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশি সংস্কৃতিকে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হওয়ার মাধ্যমে আমাদের টেলিযোগাযোগ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, সম্প্রচার কার্যক্রমসহ মহাকাশ গবেষণার বিশাল ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে। এই সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। ২৯শে মে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে 'শিল্পকলা পদক ২০১৭' প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ আজ মহাকাশে প্রতিনিধিত্ব করছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। এই যে অর্জন, এর পেছনে রয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী চিন্তা এবং সে অনুযায়ী বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৩০শে মে ২০১৮ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য 'বজলুর রহমান স্মৃতি পদক' প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই স্যাটেলাইট শিগগিরই পুরোদমে কাজ শুরু করবে এবং বিদেশি স্যাটেলাইটের ভাড়া বাবদ এখন যে ১৪ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়, তার সাশ্রয় হবে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের ট্রান্সপন্ডার ভাড়া দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করা যাবে। রাষ্ট্রপতি নতুন প্রজন্মকে সাম্প্রদায়িকতা, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখতে মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ওপর জোর দেন। অনুষ্ঠানে মোট ৭ জন বিশিষ্ট শিল্পীর হাতে 'শিল্পকলা পদক ২০১৭' তুলে দেওয়া হয়।

২৮শে মে ২০১৮ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে 'শিল্পকলা পদক-২০১৭' প্রদান অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের মাঝে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ–পিআইডি

বজলুর রহমান স্মৃতি পদক ২০১৭ প্রদান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৩০শে মে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে 'বজলুর রহমান স্মৃতি পদক ২০১৭' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এসময় তিনি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রতিবেদনের জন্য দুইজন সাংবাদিককে এ পদক তুলে দেন। দৈনিক সংবাদের সাবেক সম্পাদক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বজলুর রহমানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য এ পদক দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও মতামত প্রকাশে মিডিয়ার অবদান উল্লেখযোগ্য। তাই গঠনমূলক ও যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণমাধ্যমের রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। গণমাধ্যম ও গণতন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক।

তথ্য কমিশনকে আরো সক্রিয় হতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, তৃণমূল থেকে সব স্তরের জনগণ যাতে তাদের কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেতে পারে, এজন্য তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্টদের আরো সক্রিয় হতে হবে। তিনি আরো বলেন, তথ্য পাওয়া জনগণের মৌলিক অধিকার। মানুষ যদি তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে তাহলে তারা এর সঠিক চর্চায় আগ্রহী হবে। আর তথ্য কমিশন যদি এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, তাহলে সমাজ থেকে দুর্নীতিকে সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব হবে। ৬ই জুন প্রধান তথ্য কমিশনারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে কমিশনের ২০১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশকালে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাশিয়ান ফেডারেশনের উপ-প্রধানমন্ত্রী Yury Ivanovich Borisov ১৪ই জুলাই ২০১৮ পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের প্রথম কংক্রিট ঢালাই উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বিতীয় ইউনিটের ঢালাইয়ের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই জুলাই পাবনা যান এবং পাবনা পুলিশ লাইন্স মাঠে এক সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশস্থলে প্রধানমন্ত্রী পাবনাবাসীর জন্য ৪৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সমাবেশের আগে তিনি পাবনার ঈশ্বরদিতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বিতীয় ইউনিটের ঢালাইয়ের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী ঈশ্বরদি থেকে বিদ্যুৎকেন্দ্র পর্যন্ত রেললাইন চালুর উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন এবং ঈশ্বরদি থেকে পাবনা পর্যন্ত ট্রেন চালুর ঘোষণা দেন।

শেখ হাসিনা ধরলা সেতুর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা জুন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলায় ধরলা নদীর ওপর 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু'র উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকারের লক্ষ্য দেশের সুষম উন্নয়ন করা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তাঁর সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন, সেতুটি এই এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে ভূমিকা রাখবে।

মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা জুন মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকার চায় প্রত্যেকটি শিশু যেন উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে এবং দেশের উন্নয়নে কাজ করে। এলক্ষ্যে সকল অভিভাবক, শিক্ষক ও ইমামদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে অংশগ্রহণ

৯ই জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কানাডায় অনুষ্ঠিত জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী জোরপূর্বক রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নে মিয়ানমারের প্রতি চাপ প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জি-৭ নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে জবাবদিহি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলের প্রতিবেশ সুরক্ষার জন্য জি-৭ দেশগুলোর সঙ্গে নীল অর্থনীতি বিষয়ে অংশীদারিত্ব উন্নয়নের আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে বৈঠক করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই জুন ২০১৮ কানাডার কুইবেকে G7 Outreach Leaders Meeting-এ অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬ প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬' প্রদান অনুষ্ঠানে বলেন, চলচ্চিত্র মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি। দেশের ও সমাজের ভালোর জন্য অনেক ভূমিকা রাখতে পারে এই চলচ্চিত্র। তাই তিনি

৮ই জুলাই ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬' প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

বিশ্বমানের চলচ্চিত্র বেশি বেশি বানানোর জন্য যা যা করা দরকার তার আশ্বাস দেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে এমন বিষয় সিনেমায় তুলে ধরার একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। পরে তিনি ২৫টি বিভাগে মোট ৩১ জন বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ২৭শে জুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান ২১০০-এর চূড়ান্ত খসড়া উপস্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই জুলাই ২০১৮ আশকোনা হজ ক্যাম্পে 'হজ কার্যক্রম-২০১৮'-এর উদ্‌বোধন শেষে মোনাজাত করেন–পিআইডি

অনুষ্ঠানে একথা বলেন। তিনি বিদ্যমান নদনদীগুলোর নিয়মিত ড্রেজিং ও পুরনো নৌপথ চালুর ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

১৬ জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস স্থাপনের আশ্বাস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা জুলাই শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় পাসপোর্ট সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য নতুন করে আরো ১৬টি জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস স্থাপনের আশ্বাস দেন। সভায় জানানো হয়, বিভিন্ন পর্যায়ে এ পর্যন্ত ৩৪টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ করা হয়েছে ও ১৭টির নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা জুলাই তাঁর কার্যালয়ে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দেশের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সরকারি কর্মচারীদের কাছে মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাভাবনা কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকারি কর্মোদ্দীপনার ওপরই জাতির উন্নয়ন নির্ভরশীল। সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের পাশাপাশি এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

সরকারি কর্মচারীদের জন্য ফ্ল্যাট উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মতিঝিল ও আজিমপুরে ৭ই জুলাই ১০টি বহুতল ভবন উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী নিজের ফ্ল্যাট, আশপাশের এলাকা, লিফট ও সিঁড়ি নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান। এসময় তিনি বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ারও পরামর্শ দেন।

হজ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই জুলাই আশকোনা হজ ক্যাম্পে হজ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী ধর্ম নিয়ে কেউ যেন রাজনীতি না করে বা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার না করে সেদিকে খেয়াল রাখার আহ্বান জানান। তিনি ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ গড়ে তুলতে আলেম-ওলামাদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্য মন্ত্রণালয় : বিশেষ প্রতিবেদন

সাংবাদিকদের মাঝে কল্যাণ ট্রাস্টের চেক বিতরণ

দেশের ইতিহাসে প্রথম সাংবাদিকদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে বর্তমান সরকার। ১৪ই জুন বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটে (পিআইবি) সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ থেকে সাংবাদিক সহায়তা চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৪ই জুন ২০১৮ বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটে সাংবাদিকদের মাঝে কল্যাণ ট্রাস্টের চেক বিতরণ করেন–পিআইডি

অতিথির বক্তৃতায় একথা জানান তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। তিনি এ সময় বর্তমান সরকারের গত সাড়ে নয় বছরের ধারাবাহিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরে বলেন, সাংবাদিকদের জন্য সরকারি সহায়তা শুধু অনুদানের চেকেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তাদের চিকিৎসা, বাসস্থান, সন্তানদের শিক্ষা, ঋণ প্রভৃতি খাতেও বিস্তৃত হবে। পরে ৫১ জন সাংবাদিকদের হাতে চেক তুলে দেন তথ্যমন্ত্রী।

আত্মনির্ভরশীলতার দর্শন শেখ হাসিনার ১০ বিশেষ উদ্যোগ

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন, দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িকতা, ইতিহাস বিকৃতি ও বিচারহীনতার অন্ধকার থেকে বাংলাদেশকে টেনে তুলে বিস্ময়কর উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ শান্তি আর উন্নয়নের দূত। ২৭শে জুন বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রীর দশটি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে গণমাধ্যমকর্মী ও সচেতন নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, একটি বাড়ি একটি খামার, ডিজিটাল বাংলাদেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, সবার জন্য বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ, আশ্রয়ণ, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা সহায়তা, বিনিয়োগ বিকাশ এবং পরিবেশ সুরক্ষা– এ ১০ বিশেষ উদ্যোগ, দেশ ও মানুষের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মডেল এবং আত্মনির্ভরশীলতার দর্শন, যা বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করেছে।

২০০৯ সালে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনের কথা উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার সরকার জনগণ ও গণমাধ্যমকে সবসময় তথ্যে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছে।

সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর হাতে রাজনীতি তুলে না দেওয়ার আহ্বান

সন্ত্রাস দমন করতে গেলে আগে নিজেকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম। সম্প্রতি নাগরপুর উপজেলায় প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপকালে একথা বলেন তিনি। তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, কোনো সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর হাতে রাজনীতি তুলে দেওয়া যাবে না। স্বচ্ছ রাজনীতিবিদদের হাতে রাজনীতি তুলে দিতে হবে।

দেশের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, যে মানুষটি নিজের উন্নয়নের কথা না ভেবে মানুষের উন্নয়নের কথা ভাবেন, আমি মনে করি তাকে দিয়েই জনগণের কাজ হয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কখনো নিজের কথা ভাবেননি। সেজন্য দেশের উন্নয়ন হয়েছে।

প্রসারমান পরিধির কর্মসম্পাদনে সদা প্রস্তুত তথ্য মন্ত্রণালয়

বর্তমান যুগ তথ্যের যুগ। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আর তা সম্পাদনে সদা প্রস্তুত রয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয়। ২০শে জুন রাজধানীর সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতর সম্মেলন কক্ষে সংস্থার চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী আঞ্চলিক দপ্তর প্রধানদের সাথে প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহারের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমন কথা জানান তথ্য সচিব আবদুল মালেক। অনুষ্ঠানে তথ্য সচিব বলেন, তথ্যপ্রবাহ অবাধ রাখা, সরকারের উন্নয়নমূলক কাজসমূহ জনগণকে অবগত করা, জনকল্যাণমূলক প্রচার অব্যাহত রাখাসহ সরকারি-বেসরকারি সকল প্রচারমাধ্যমের সমন্বয়ের কাজ ঢাকাসহ তথ্য অধিদফতরের আঞ্চলিক দপ্তরগুলো একযোগে সফলভাবে পরিচালনা করছে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস

৩রা জুন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনে পালিত হয় 'বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস'।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

৫ই জুন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'আসুন, প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করি'।

আন্তর্জাতিক আর্কাইভ দিবস

৯ই জুন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা

কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক আর্কাইভ দিবস'। দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল– 'আর্কাইভস গভর্ন্যান্স, মেমোরি অ্যান্ড হেরিটেজ'।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

১২ই জুন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'প্রজন্মের জন্য নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য'।

পবিত্র ঈদুল ফিতর

১৬ই জুন: সারাদেশে আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয় 'পবিত্র ঈদুল ফিতর'।

বিশ্ব শরণার্থী দিবস

২০শে জুন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব শরণার্থী দিবস'।

বিশ্ব সংগীত দিবস

২১শে জুন: নানা আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয় 'বিশ্ব সংগীত দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'বিশ্ব ভরে উঠুক মানবতার জয়গানে'।

একনেক বৈঠক

শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধিসহ মোট ১৫ প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৯০টি দেশ নানা আয়োজনে পালন করে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'।

আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস

২৩শে জুন: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'Transforming Governance to Realize the sustainable Development Gools'.

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানায় মজুরি নির্ধারণ

জাতীয় বেতন ও উৎপাদনশীলতা কমিশন ২০১৫-এর সুপারিশ অনুযায়ী সরকারি খাতের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য জাতীয় মজুরি স্কেল-২০১৫ ঘোষণা এবং ন্যূনতম বেতন দ্বিগুণ টাকার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ২রা জুলাই মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ প্রস্তাবে অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নতুন কাঠামো অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হবে ৮ হাজার ৩০০ টাকা। সর্বোচ্চ মজুরি হবে ১১ হাজার ২০০ টাকা। আগে মজুরি ছিল ৪ হাজার ১৫০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫ হাজার ৬০০ টাকা। ২০১৫ সালের ১লা জুলাই থেকে মজুরি এবং ২০১৬ সালের ১লা জুলাই থেকে ভাতা কার্যকর হবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার শ্রমিকদের মজুরির পাশাপাশি অন্যান্য ভাতার সুযোগ-সুবিধাও অব্যাহত থাকবে।

ঋণ ও আমানতের সুদ কমেছে

ব্যাংক খাতে ঋণের সুদের হার ১লা জুলাই থেকে সিঙ্গেল ডিজিটে নেমেছে। প্রথম পর্যায় ব্যাংকগুলো শুধু শিল্পঋণের ৯ শতাংশ সুদ নেবে। আর তিন মাস মেয়াদি আমানতে সুদ দেবে সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ। পর্যায়ক্রমে অন্য সব ক্ষেত্রে সুদের হার কমানো হবে বলে জানিয়েছেন ব্যাংকাররা।

জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে শিল্পাঞ্চল নয়

জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে ঢালাওভাবে শিল্পাঞ্চল স্থাপন না করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর্তৃপক্ষের (বেজা) গভর্নিং বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভায় এমন নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠাকালে ব্যক্তিমালিকানাধীন একাধিক ফসলি জমি এবং বসতবাড়ি আছে এমন জমি যথাসম্ভব পরিহার করে খাসজমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এখন থেকে সাধারণত একশ একর জমি রয়েছে এমন প্রস্তাব বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাব পাঠানোর আগে আবেদনকারীর জমির পরিমাণ, আর্থিক সামর্থ্য ব্যাংক ঋণ ব্যবসার সুনাম যাচাই করা হবে।

পেনশনগামীদের জন্য উদ্যোগ

পেনশনভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যাতে পেনশন নিয়ে কোনোরকম হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার না হয় এলক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ চালু করেছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১লা মে ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৮ তারিখের মধ্যে পিআরএল-এ গমনকারী ডাক অধিদপ্তরের পাঁচজন কর্মচারীর হাতে পিআরএল শুরুর নির্ধারিত তারিখের আগেই পিআরএল ও লামগ্রান্ডের অগ্রিম মঞ্জুরিপত্র হস্তান্তর করেন।

প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয়

প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে ওঠে এসেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থার (এফএও) ৯ই জুলাই প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। চীন ও ভারত যথাক্রমে এক ও দুই নম্বর অবস্থানে আছে। দুই বছর আগে বাংলাদেশের এ অবস্থান ছিল পঞ্চমে। 'দ্য স্টেট অব ফিশ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার-২০১৮' শীর্ষক এই প্রতিবেদনে দেখা যায়, চাষের ও প্রাকৃতিক উৎসের মাছ মিলিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান এখন চতুর্থ। আর শুধু চাষের মাছের হিসাবে বাংলাদেশ পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, প্রাণিজ আমিষের ৫৮ শতাংশ মাছ দিয়ে মিটিয়ে এখন শীর্ষস্থানীয় দেশের কাতারে বাংলাদেশ। এফএও এবং বাংলাদেশের মৎস্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নদী, হাওর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই জুলাই ২০১৮ জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল ২০১৮ প্রস্তাবের ভোটে অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

বাঁওড়-বিল ও অন্যান্য উন্মুক্ত জলাশয় থেকে আহরণ করা মাছের উৎপাদনে বাংলাদেশের উন্নতির পেছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রেখেছে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি। জাটকা নিধন বন্ধে নেওয়া সরকারের নানা উদ্যোগ ও ইলিশের নতুন নতুন অভয়ারণ্য সৃষ্টির ফলে তিন বছরে দেশে ইলিশের উৎপাদন প্রায় দেড় লাখ টন বেড়ে গেছে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

সংরক্ষিত নারী আসন আরো ২৫ বছর

আগামী ২৫ বছর জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন একইভাবে বহাল থাকবে। ৮ই জুলাই জাতীয় সংসদে এ সংক্রান্ত সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী বিল সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিভক্তি ভোটে বিলটি পাস হয়। এ সময় সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদও উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ৬ই জুন সংবিধান সংশোধন করতে সংসদে 'উত্থাপিত সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) বিল ২০১৮' পাসের সুপারিশ করে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জমা দেয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি।

সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় সংশোধনীর প্রস্তাব করে বিলে বলা হয়েছে–'সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে ২৫ বছরকাল অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত ৫০টি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তারা আইন অনুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন'।

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫-র দফা (৩)-এর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী বর্তমানে সংরক্ষিত মহিলা আসনের ১০ (দশ) বছর মেয়াদ ২৮শে জানুয়ারি ২০১৯ শেষ হবে।

সরকার নারী ও শিশুকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার নারী ও শিশুকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। এলক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম গতিশীল করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২৪শে জুন মহিলা বিষয়ক অধিদফতরে মাল্টিপারপাস হল রুমে হবিগঞ্জ জেলার সুবিধাবঞ্চিত নারীর জীবন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এসব কথা বলেন।

সৌদিতে নারীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া শুরু

প্রথমবারের মতো নারীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া শুরু করেছে সৌদি আরব। ৪ঠা জুন থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ লাইসেন্স দেওয়া

শুরু করেছে বলে সৌদি এজেন্সির খবরে বলা হয়েছে।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে সৌদি বাদশাহ সালমান এক রাজকীয় ফরমান জারি করেন। এতে বলা হয়, ইসলামিক আইন মেনে নারীরা গাড়ি চালাতে পারবেন। উল্লেখ্য, এই ফরমান জারির আগে সৌদি আরব ছিল পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যে দেশে নারীদের গাড়ি চালনার অনুমতি ছিল না।

প্রথম নারী সম্পাদক

স্পেনের প্রভাবশালী পত্রিকা *এলা পায়িস* প্রথমবারের মতো একজন নারীকে সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। তিনি হচ্ছেন ৬৭ বছর বয়সি সোলেদাদ গালেগোদিয়াস। পত্রিকাটির ৪২ বছরের ইতিহাসে তিনিই প্রথম নারী সম্পাদক হলেন।

দৈনিকটির প্রায় তিনশ কর্মী এ পদের জন্য তাঁকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন। বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো দৈনিক *এলা পায়িস* স্প্যানিস ভাষায় ১৯৭৬ সালে প্রকাশনা শুরু করে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৫শে জুন ২০১৮ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭-১৮'-এর জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন–পিআইডি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ

বিশ্বদ্যিালয়গুলোতে অতিরিক্তি শিক্ষার্থীর চাপ কমাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৬শে জুন শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়) অনুমোদন দিতে গিয়ে এ নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

মেধাবীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই জুলাই তাঁর কার্যালয়ে দেশব্যাপী 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০১৮'-এর নির্বাচিত জাতীয় পর্যায়ের ১২ জন সেরা মেধাবীর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার বিতরণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশকেও এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগুতে হবে। তাই প্রতিযোগিতাময় বিশ্বে টিকে থাকার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরো বলেন, দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করে উন্নত এবং সমৃদ্ধভাবে গড়ে তোলার মূল হাতিয়ার হলো শিক্ষা। আর কেউ যদি শিক্ষিত হয় তাহলে যে-কোনো প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

নতুন প্রজন্মকে যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৫শে জুন সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭ ও ২০১৮-এর জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ভাষণকালে বলেন, শিক্ষা মানে দক্ষতা, প্রযুক্তি ও মানসম্মত শিক্ষা। আর শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে– নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তোলা। এলক্ষ্যে নতুন প্রজন্মকে যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলার এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি শিক্ষকদের শিক্ষার মান উন্নয়নের মূল শক্তি এবং নিয়ামক শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন এবং তাদের নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। পরে মন্ত্রী ২৫টি ক্যাটাগরিতে ১৮০ জন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাকে পুরস্কার প্রদান করেন।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিবন্ধীরা

সিআরপি'র প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী ভ্যালরি টেইলর বলেন, 'আমরা প্রতিবন্ধীদের সীমাবদ্ধ করে ফেলি। সুযোগ দেওয়া হলে তারাও পারেন'। সম্প্রতি রাজধানীতে সিআরপি আয়োজিত এক পুনর্মিলনী সভায় তিনি একথা জানান। যুক্তরাজ্যভিত্তিক পোশাক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার তাদের 'মার্কস অ্যান্ড স্টার্ট' নামে সামাজিক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে অনেক প্রতিবন্ধীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। সিআরপি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এই প্রকল্পের আওতায় ২০০৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৮০০

জন শ্রমিক দেশের ৭০টি পোশাক কারখানায় কাজ করছে।

নাসিমা নামক এক প্রতিবন্ধী সিআরপি প্রশিক্ষণ শেষে মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার নামক প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়েছেন এবং তিনি পোশাক কারখানার সেরা কর্মী হয়েছেন। তিনি সাভারের শান্তা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কর্মী।

মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সারের জ্যেষ্ঠ কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রতিবন্ধীকে মার্কস অ্যান্ড স্টার্ট প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রতিবন্ধী শ্রমিকেরা কাজে বেশ মনোযোগী। তারা নিজেদের যোগ্যতায় কাজ করছেন।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ১০ই জুন ২০১৮ 'শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট'-এর নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন–পিআইডি

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো বার্ন ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু সেপ্টেম্বরে

আগামী সেপ্টেম্বরেই ৫০০ শয্যার বিশেষায়িত 'শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট'-এর যাত্রা শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্ম মাসেই তাঁর নামে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট চালু করা হবে। ১০ই জুন রাজধানীর চানখারপুলে নবনির্মিত এই ইনস্টিটিউট পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম একথা জানান। এখানে আগুনে পোড়া রোগীদের অত্যাধুনিক চিকিৎসা সেবা দেওয়া হবে।

চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকল্পে খসড়া নীতিমালা তৈরি

সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকল্পে 'জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ও সহায়তাকারী সুরক্ষার জন্য নীতিমালা ২০১৮' নামে খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে সরকার। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

নীতিমালায় বলা হয়, আহত ব্যক্তির চিকিৎসা প্রদানে সক্ষমতাসম্পন্ন হাসপাতাল কোনো অবস্থায়ই রোগীর চিকিৎসা প্রদান ব্যতিরেকে ফেরত বা স্থানান্তর করতে পারবে না। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে যিনি বা যারা নেবেন তাদের কোনোভাবে হয়রানি করা যাবে না।

খসড়ায় আরো বলা হয়, সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাসেবা সুবিধা বা সক্ষমতা না থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিজ দায়িত্বে উপযুক্ত চিকিৎসা সুবিধা সংবলিত হাসপাতালে স্থানান্তর করবে।

ওষুধের কাঁচামাল রপ্তানিতে ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা

নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত ওষুধের কাঁচামাল (এপিআই) রপ্তানি করলে ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা দেবে সরকার। তবে বিশেষায়িত অঞ্চলে অবস্থিত (ইপিজেড, ইজেড) কারখানা এ সুবিধা পাবে না। ১০ই জুন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করতে দেশে উৎপাদিত ওষুধের কাঁচামাল রপ্তানির বিপরীতে ভরতুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। রপ্তানি মূল্যের ওপর ২০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা দেওয়া হবে। কাঁচামাল রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২০ শতাংশ স্থানীয় মূল্য সংযোজন করতে হবে।

স্বাস্থ্য সূচকে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অগ্রগামী

নিম্ন আয়ের যে দেশগুলো ২০০০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে প্রাথমিকভাবে ভালো করেছে বা অগ্রগতি ত্বরান্বিত করেছে সে তালিকায় বাংলাদেশ অগ্রগামী। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, নেপাল ও আফগানিস্তানের অবস্থান বাংলাদেশের নিচে। ২রা জুন যুক্তরাজ্যভিত্তিক চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সাময়িকী ল্যানসেট অনলাইন সংস্করণের এক নিবন্ধে এই তালিকা প্রকাশ করে।

৩২টি রোগ ও অসুস্থতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির সেবা পাওয়ার সুযোগ এবং সেবার মান–এই নিবন্ধে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ০ থেকে ১০০ স্কোর ব্যবহার করা হয়েছে। উচ্চ শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ও ডিফথেরিয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ১০০। সবচেয়ে কম স্কোর টেস্টিকুলার ক্যানসার ও হডকিন্স লিম্ফোমার ক্ষেত্রে। এ দুটো রোগে ১০০তে ১৮ করে স্কোর করেছে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

পাট শিল্পের উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন

পাট শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং উন্নয়নের জন্য তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ১০ হাজার কোটি টাকার

এ তহবিল থেকে সুদ ভরতুকির পর আড়াই শতাংশ হারে ঋণ পাবেন পাট চাষি থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা। সম্প্রতি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এ নীতিমালা প্রণয়ন করে।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, যেহেতু এটি একটি বিশেষ তহবিল এবং প্রায় সংকটাপন্ন পাট খাতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এটি প্রণয়ন করা হচ্ছে, সেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় ২ শতাংশ এবং তফসিলি ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় ৩ শতাংশসহ মোট সুদ ৫ শতাংশ হবে। তবে এর অর্ধেক ভরতুকি হিসাবে সরকারি তহবিল থেকে গ্রাহক পর্যায়ে পরিশোধ করা হবে। ফলে গ্রাহক পর্যায়ে আড়াই শতাংশ ঋণগ্রহীতা পরিশোধ করবে। ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অনাদায়ী পরিমাণের জন্য ৫ শতাংশ হারে সুদ আরোপ হবে, যা বাংলাদেশ ব্যাংক ও তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে যথাক্রমে ২ এবং ৩ শতাংশ হারে বণ্টিত হবে।

ওপি নারিকেলে অপার সম্ভাবনা

সাধারণত বিভিন্ন জাতের নারিকেল গাছ থেকে ফলন পেতে ৬ থেকে ৭ বছর লেগে যায় এবং গাছপ্রতি ৪০-৫০টি নারিকেল পাওয়া যায়। তবে ভিয়েতনামের 'ওপি' নারিকেল গাছের ফলন পেতে সময় লাগে মাত্র আড়াই থেকে তিন বছর। সর্বোচ্চ পাঁচ ফুট উচ্চতার এই গাছে প্রথম কিস্তিতেই নারিকেল ধরে ২০০-২৫০টি। আর ফলন পাওয়া যাবে ৪০-৫০ বছর অবধি। ওপি ডাবের পানি অত্যন্ত সুস্বাদু। প্রতিটি ডাবে পানির পরিমাণ ২০০-২৫০ এমএল। এই জাতের নারিকেল গাছের উচ্চতা কম হওয়ায় খুব সহজেই পরিচর্যা ও বালাই ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

ভালুকা, ত্রিশালসহ বিভিন্ন এলাকার চাষিদের প্রশিক্ষণের পর ওপি নারিকেলের বাগান তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে গত দুই বছরে গাজীপুরের প্রায় আড়াই হাজার চাষিকে এ নারিকেল চাষের ওপর প্রশিক্ষণ, ভাতা ও বিনামূল্যে চারা দেওয়া হয়েছে।

রপ্তানি বাড়ছে বাংলাদেশে উৎপাদিত আলুর

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশে উৎপাদিত আলু। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কাতার, জাপান, শ্রীলঙ্কা, রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের বেশকিছু দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশের আলু।

সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া বেশি পরিমাণ আলু নিচ্ছে। ২০১৭ সালে আলুর মৌসুমে মালয়েশিয়ায় রপ্তানি করা হয় ২০ হাজার টন আলু। আলু রপ্তানি হওয়ায় ও ন্যায্যমূল্য পাওয়ায় কৃষকরা এখন আলু চাষের দিকে ঝুঁকছে। আলুর চাষ বেড়ে যাওয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের। জমি থেকে আলু সংগ্রহের পর আলু বাছাই, গ্রেডিং, ওজন, প্যাকিং, ট্রাকে লোড করাসহ বিভিন্ন কাজে অনেক শ্রমিক নিয়োজিত হচ্ছে। এমন শ্রমিকের মধ্যে নারীর সংখ্যা লক্ষণীয়।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

কবি সুফিয়া কামালের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত কবি সুফিয়া কামাল। বহুমাত্রিক প্রতিভাময়ী এই নারী আমৃত্যু মুক্তবুদ্ধির চর্চার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপক্ষে সংগ্রাম করে গেছেন। ২০শে জুন ছিল তাঁর ১০৮তম জন্মদিন। এ উপলক্ষে ২২শে জুন কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা ভবনের মিলনায়তনে আজীবন সংগ্রামী কবির জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে তাঁরই হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা। কবির নানা সৃষ্টিকর্মের পরিবেশনার পাশাপাশি ছিল আলোচনা পর্ব। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেলার ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কবি কন্যা সুলতানা কামাল।

ছায়ানটে নজরুল উৎসব

সমবেত কণ্ঠে 'অঞ্জলি লহ মোর সংগীতে' গানের সঙ্গে সম্মিলিত নৃত্যের মধ্য দিয়ে ২৯শে জুন ছায়ানটে অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনের নজরুল উৎসব। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এ আয়োজন। উৎসবে একক ও সমবেত কণ্ঠে নজরুলের গান পরিবেশন করেন ছায়ানটের শিল্পীরা। নজরুল

কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্মবার্ষিকীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন ছায়ানটের শিল্পীরা

সাহিত্য থেকে পাঠ করেন ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাদুঘরে বাদ্যযন্ত্র গ্যালারি

খুলে দেওয়া হলো নতুন সজ্জিত জাদুঘরের বাদ্যযন্ত্র গ্যালারি।

এখানে রয়েছে একতারা, দোতারা, ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, ডমরু, কাঁসর, করতাল, বাঁশি, ঘন্টি, সেতার, তানপুরা, সরোদ, সারোঙ্গি, এসরাজ থেকে শুরু করে হারমোনিয়াম, গিটার, বিউগলসহ নানা দেশের নানা যুগের বাদ্যযন্ত্রের সমাহার। প্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে ২৮ নাম্বার গ্যালারিটি, কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী ৯ই জুন গ্যালারিটির উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনের পর পরই এটি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

বইয়ের পাতায় ও প্রদর্শনীতে জামদানি

বয়নশিল্পীর অনবদ্য এক সৃষ্টি বাংলার জামদানি। ইউনেস্কো জামদানিকে নির্বস্তুক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। এবার বইয়ের দুই মলাটের ভেতর ঠাঁই পেয়েছে জামদানির গৌরবগাথা। ১লা জুলাই জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে বইটির প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেইসাথে মিলনায়তনের সামনে জামদানি প্রদর্শনী ও একটি প্রামাণ্যচিত্রও দেখানো হয়। বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট। প্রকাশিত বইটিতে মৌলিক ৬৭টি নকশা স্থান পায়।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ডিজিটাল বাংলাদেশ

আইটি খাতে এসিএমপি গ্র্যাজুয়েটস তৈরি করেছে সরকার

দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৩৫৮ জন অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট ফর ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনালস (এসিএমপি) গ্র্যাজুয়েটস তৈরি করেছে সরকার। এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে আরো ১৪২ জনের প্রশিক্ষণ শেষ হবে। এসব এসিএমপি গ্র্যাজুয়েটস তৈরি করা হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্প, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) ও যুক্তরাজ্যভিত্তিক আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ংয়ের মাধ্যমে।

৫ই অক্টোবর ২০১৭ থেকে দেশের আইটি কোম্পানিগুলোর ৫০০ জন মধ্যম স্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (আইবিএ) 'এসিএসপি ফোর ডট ও' কোর্স চালু করা হয়।

প্রতি ব্যাচে কর্মকর্তারা ২০০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট আহমেদাবাদ (আইআইএমএ), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি), দিল্লি এবং আইবিএ-এর অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকরা।

বাংলাদেশি অ্যাপ ফুটিলাইট সিঙ্গাপুরে

বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের খেলা বিষয়ক একটি অ্যাপ সাড়া ফেলেছে সিঙ্গাপুরে। দেশীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডুডকের তৈরি ফুটিলাইট (Footylight) অ্যাপটি সিঙ্গাপুরে বেশ জনপ্রিয়তা

সুপার কম্পিউটার

পেয়েছে। সিঙ্গাপুর থেকেই প্রায় ৫০ হাজার বার অ্যাপটি ডাউনলোড করা হয়। সিঙ্গাপুর ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডায় রয়েছে ফুটিলাইটের লক্ষাধিক ব্যবহারকারী।

ফুটিলাইট অ্যাপের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ফুটবল লীগের ম্যাচের হাইলাইটস ও লাইভ আপডেট পাওয়া যাচ্ছে।

গুগল প্লে স্টোর থেকে জানা যায়, ইংরেজি ভাষার দেশগুলোতে ফুটবল খেলার গোল আপডেট ও হাইলাইটস দেখতে তরুণরা অ্যাপটি ডাউনলোড করছে বেশি। স্বল্প সময়ের মধ্যে মানসম্পন্ন ফুটবল কনটেন্ট দেখাতে পারে ফুটিলাইট। বিশ্বের প্রধান সারির ফুটবল কনটেন্ট প্রোভাইডারের কাছ থেকে কনটেন্ট কিনে ব্যবহারকারীদের বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।

আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা www.footylight.com সাইট থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারবেন।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার উদ্ভাবন

বিজ্ঞানীরা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার তৈরি করলেন। এটি সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন সুপার কম্পিউটার। এর উদ্ভাবন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জিস ওক রিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি। কম্পিউটারটি প্রতি সেকেন্ডে ৩ বিলিয়ন ক্যালকুলেশন করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই সুপার কম্পিউটার দিয়ে গ্রাফিক্স প্রসেসিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি, মেশিন লার্নিংসহ নানারকম কাজ করা যাবে।

বিজ্ঞানীরা কম্পিউটারটির নাম দিয়েছেন সামিট। এটি আগের সুপার কম্পিউটার টাইটানের চেয়ে আটগুণ বেশি শক্তিশালী। সুপার কম্পিউটারটির আইবিএম এসি ৯২২ সিস্টেম একই সঙ্গে ৪৬০৮টি কম্পিউটারের সমন্বয়ে তৈরি। যার প্রত্যেকটিতে রয়েছে দুটি করে আইবিএম পাওয়ার নাইন প্রসেসর এবং ছয়টি এনভিডিয়া টেসলা ভি ১০০ গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট এক্সেলেরেটর।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

চট্টগ্রাম নির্মাণে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ১২ই জুন মন্ত্রণালয়ের সাথে এর আওতাধীন চারটি সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং-এর উপস্থিতিতে ১২ই জুন ২০১৮ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয়ের সাথে এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়–পিআইডি

প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেন, একটি উন্নত সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্মাণে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি একটি মাইলফলক। সীমিত সম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় তৈরি, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, মিশ্র ফলদ বাগান সৃজন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান তৈরি তথা ভৌত অবকাঠামোগত বিষয়সমূহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে টেকসই উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে স্বাক্ষরিত এ চুক্তি ফলপ্রসূ হবে। সাথে সাথে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমন্বিতভাবে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি নির্ধারিত সময়ে সকল কাজ শেষ করার জন্য সংস্থা প্রধানদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ উন্নয়নের মহাসড়কে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায়ও সার্বিকভাবে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। খাতভিত্তিক পরিকল্পিত ও টেকসই উন্নয়নের ফলে এ এলাকার মানুষের জীবনমানের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ উন্নয়নের মহাসড়কে সংযুক্ত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ৩১শে মে বান্দরবানের থানচি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও বেকার মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ এবং দুস্থ ও গরিবদের মাঝে ঢেউটিন বিতরণকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

কয়লা টার্মিনাল হচ্ছে পায়রা বন্দরে

পায়রা বন্দরে কয়লা আনলোডের জন্য একটি টার্মিনাল নির্মাণ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পায়রা বন্দরের চেয়ারম্যান কমডোর এম জাহাঙ্গীর আলম।

তিনি বলেন, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের খাদ্যশস্য সরবরাহ ও যাতায়াত সড়কপথের তুলনায় নৌপথে অধিকতর সহজ ও সাশ্রয়ী হবে। বরিশাল হয়ে খুলনা এবং মাদারীপুর অঞ্চলে সিমেন্টের ক্লিংকার এবং খাদ্যশস্য সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এ বন্দর। ২০১৮ সালেই পায়রার অবকাঠামোসহ অনেক কিছুর পরিবর্তন হবে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে পায়রা বন্দরের প্রস্তাবনার মাধ্যমে কাজ শুরু করে সরকার। গত ৪ বছরে এ এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।

জানা গেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ করার লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় ৫-৬টি কয়লাচালিত বিদ্যুৎ স্থাপনা গড়ে তুলতে কাজ করছে সরকার। ইতোমধ্যে পায়রা বন্দরে একটি ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের লক্ষ্যে বীমা কোম্পানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, পায়রা বন্দরের জন্য এ পর্যন্ত ৩৭০ দশমিক ৬৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ৩ হাজার ১০৭ দশমিক ২৯ একর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৫ হাজার ৬৬৮ দশমিক ৪৫ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রায় চূড়ান্ত। ২০১৩ সালের ৩রা নভেম্বর জাতীয় সংসদে পায়রা সমুদ্রবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন পাস হয়। এর দুই সপ্তাহ পর ১৯শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার রমনাবাদ ক্যানেলে পায়রা সমুদ্রবন্দর নির্মাণ কাজ উদবোধন করেন। ২০১৫ সালের নভেম্বরে বর্তমান সরকার এ বন্দরের নির্মাণ কাজ শুরুর জন্য ১ হাজার ১২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়।

পায়রা বন্দর, পটুয়াখালী

ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রেন চলবে দুই ঘণ্টায়

বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-চট্টগ্রাম ভায়া কুমিল্লা/লাকসাম হাইস্পিড ট্রেন নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিজাইন নির্মাণের চুক্তি সম্প্রতি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং চীনের চায়না রেলওয়ে ডিজাইন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশের মজুমদার এন্টারপ্রাইজ যৌথভাবে এ কাজ করবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মো. মজিবুল হক বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এর দৈর্ঘ্য ৩২০ কিলোমিটার। প্রস্তাবিত রুট অনুযায়ী এর দৈর্ঘ্য ৯১ কিলোমিটার কমে হবে ২৩০ কিলোমিটার। ২০০ কিলোমিটার গতির ট্রেন চলাচলের মাধ্যমে দেড় থেকে দুই ঘণ্টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম আসা-যাওয়া করা যাবে। এতে করে দ্রুত যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ করা সম্ভব হবে। দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে এই ট্রেন সার্ভিস গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার রেল খাতের উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে নতুন নতুন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রধানমন্ত্রীর ৬ নির্দেশনা

সড়কপথে দুর্ঘটনা রোধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে যেসব নির্দেশনা দেন তাহলো–

১. গাড়ির চালক ও তার সহকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

২. লং ড্রাইভের সময় বিকল্প চালক রাখা, যাতে পাঁচ ঘণ্টার বেশি কোনো চালককে একটানা দূরপাল্লার গাড়ি চালাতে না হয়

৩. নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর সড়কের পাশে সার্ভিস সেন্টার বা বিশ্রামাগার তৈরি

৪. অনিয়মতান্ত্রিকভাবে রাস্তা পারাপার বন্ধ করা

৫. সড়কে যাতে সবাই সিগন্যাল মেনে চলে– তা নিশ্চিত করা এবং পথচারী পারাপারে জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার নিশ্চিত করা

৬. চালক ও যাত্রীদের সিটবেল্ট বাঁধার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

তিন রুটে মিলবে স্বস্তি

রাজধানীর তিনটি রুটে নির্মাণ ও সমীক্ষাধীন মেট্রোরেলের প্রকল্প শেষে পুরো ঢাকা শহর যানজটমুক্ত হবে, জনজীবনে স্বস্তি আসবে। ইতোমধ্যে বহুল আকাঙ্ক্ষিত মেট্রোরেলের প্রথম রুটের প্রথম অংশের নির্মাণকাজে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে। এয়ারপোর্ট-কমলাপুর ও গাবতলী-ভাটারা রুটের সমীক্ষাও শেষ পর্যায়ে। যানজট নিরসনে ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিটের (এমআরটি) আওতায় নির্মাণাধীন ৫টি মেট্রোরেল রুটের তিনটির কাজই এখন নির্মাণ প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলছে। অন্যদিকে এমআরটি লাইন ৬-এর আওতায় উত্তরা-মতিঝিল রুটের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল

অংশের কাজ শিগগিরই শুরু হতে যাচ্ছে। এই অংশের কাজ শুরু করতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুটি পৃথক চুক্তি সই হয়েছে। ২০১৯ সালে আগারগাঁও পর্যন্ত এবং ২০২০ সালের মধ্যে পুরো মেট্রোরেলের কাজ উত্তরা থার্ড ফেজ থেকে মতিঝিলের বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত শেষ হবে। এটি ২০২৪ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা।

ঈদে সড়ক-মহাসড়কে যানজট রোধে তিন নির্দেশ

ঈদের সময় সড়ক-মহাসড়কে যানজট ঠেকাতে সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিআরটিকে তিনটি নির্দেশ দিয়েছেন, যার মধ্যে একটি হলো রাস্তায় ফিটনেসবিহীন কোনো গাড়ি না নামানো, আরেকটি হলো উলটো পথে গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখতে হবে এবং অন্যটা হলো যে-কোনো মূল্যে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ রাখতে হবে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত

নানা আয়োজনে বাংলাদেশে ৫ই জুন পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এবারের পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল– 'আসুন প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করি' এবং স্লোগান– 'প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার করি, না পারলে বর্জন করি'।

সারাদেশেই পরিবেশ দিবস পালনে সরকারি-বেসরকারিভাবে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, আইন করে প্লাস্টিক ব্যাগ উৎপাদন বন্ধ করা যাবে না, পলিথিন ব্যাগ তৈরির পদ্ধতি এতটাই ভ্রাম্যমাণ যে, এদের ধরা খুব মুশকিল কাজ, আবার সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বন্ধ করা সম্ভব নয়। ধাপে ধাপে আমাদের এগুতে হবে। বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে খাবারের সঙ্গে প্লাস্টিকের থালা, চামচ দেয়। এটা খুব ভয়ংকর ব্যাপার। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা বলেন, প্লাস্টিকের বোতল ও বিভিন্ন সামগ্রী এবং পলিথিন ব্যাগের অধিকাংশই পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন না করে প্রাকৃতিক পরিবেশে যত্রতত্র ফেলা হচ্ছে। যা পরবর্তীতে খাল, নদী, সমুদ্রে জমা হচ্ছে। সেখান থেকে জলজ প্রাণী তা গ্রহণ করছে। এসব প্রাণীর মাধ্যমে তা খাদ্যচক্রে প্রবেশ করছে। জনজীবন, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে সরকার আইন করে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে।

১৯৫০ দশক থেকে বিশ্বে উৎপাদিত প্লাস্টিকের পরিমাণ মোট ৮.৩ বিলিয়ন মেট্রিক টন। যার মধ্যে বর্জ্য হচ্ছে ৬.৩ বিলিয়ন টন। এ বর্জ্যের ৯ শতাংশ পুনর্ব্যবহার করা এবং বারো শতাংশ পোড়ানো হয়। বাকি বর্জ্য ভূমি ভরাট বা প্রাকৃতিক পরিবেশে ফেলা হয়। বাংলাদেশ, ফ্রান্স, রুয়ান্ডা প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কেনিয়ায় গত বছর থেকে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তার চার বছর জেল বা চল্লিশ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা নির্ধারণ করে।

প্রকৃতির ধরন বদলাচ্ছে

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব দেশ ভয়াবহ ক্ষতির শিকার হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে সে তালিকায় বাংলাদেশের

পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ৫ই জুন ২০১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবে Symposium to Celebrate the 'World Environment Day 2018' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

নাম রয়েছে। ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি ইনডেক্স অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার বিপন্ন দেশগুলোর একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এরই মধ্যে বাংলাদেশর প্রকৃতির ধরন বদলাতে শুরু করেছে। দেশি ও আর্ন্তজাতিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এরই মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাতের ধরন পরিবর্তন, সমুদ্রে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি, সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি, বজ্রপাত বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় এলাকার মাটি এবং নদীর লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ার মতো বড়ো ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক এবং ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ফিস বাংলাদেশের ২০১২-২০১৬ সালের মধ্যে করা জরিপ থেকে জানা যায়, উপকূলীয় এলাকার নদীগুলোর লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনেও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিবেদনঃ সানজিদা আহমেদ

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদক ঠেকাতে সীমান্তে বসছে লিয়াজোঁ অফিস

মাদকবিরোধী অভিযান কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবে সুচারুভাবে পরিচালনা করার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এবং মিয়ানমার সীমান্ত এলাকায় সংশ্লিষ্ট দুই দেশের সহযোগিতায় সীমান্ত (বর্ডার) লিয়াজোঁ অফিস স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংসদে প্রশ্নোত্তরের সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল একথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মাদক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বিপক্ষীয় পাঁচটি সফল বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। আর ইয়াবা পাচার ঠেকাতে অপর পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারের সঙ্গেও এখন পর্যন্ত ৩টি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি বৈঠকে মিয়ানমার ও ভারতে অবস্থিত মাদক ব্যবসায়ীদের এবং মাদক তৈরির গোপন কারখানার তালিকা উভয় দেশের প্রতিনিধিদের কাছে পাঠিয়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। মিয়ানমারকে ইয়াবার উৎপাদন ও প্রবাহ বন্ধ করার জন্য এবং মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত ইয়াবা তৈরির কারখানা সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, দেশব্যাপী ইয়াবা ব্যবসায়ীদের তালিকা হালনাগাদ করে সর্বাত্মক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদকের গডফাদার ও পৃষ্ঠপোষকদের আইনের আওতায় আনতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। বর্তমান সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। এ নীতি বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর, পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবিসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৩৪০টি মামলায় ৩৫ হাজার ১১২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে চলতি মে ও জুন মাসে ১৫ হাজার ৩৩৩টি মামলায় ২০ হাজার ৭৬৭ জন আসামিকে গ্রেফতার করা এবং ১ হাজার ২৮৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

মাদকের ভয়াবহতার বিরুদ্ধে কঠোর তদারকি ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরকে শক্তিশালী ও ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যমান জনবল ১ হাজার ৭০৬ জন থেকে বাড়িয়ে ৮ হাজার ৫০৫ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

বিজিবির অভিযানে ৩১ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য জব্দ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) গত জুন মাসে দেশের সীমান্ত এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে ৩১ কোটি ১৯ লাখ ৬ হাজার টাকার মূল্যের বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালানি পণ্য ও মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে। আর চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত বিজিবি ৪৯৯ কোটি ৩২ লাখ ১৩ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালানি পণ্য ও মাদকদ্রব্য জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে। বিজিবি সদর দফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এ বিষয়টি জানা যায়।

প্রতিবেদনঃ আসাব আহমেদ

বস্তিবাসীদের জন্য ১১ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে রাজধানীর মিরপুরের ১১ নং সেকশনে বস্তিবাসীদের জন্য ১১ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। এরমধ্যে ৫৩৩টি ফ্ল্যাটের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ২৩শে জুন জাতীয় সংসদ অধিবেশনে উত্থাপিত প্রশ্নোত্তর পর্বে গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এসব কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, 'সকলের জন্য আবাসন, কেউ গৃহহীন থাকবে না'– এ ঘোষণার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ২০১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর বস্তিবাসীদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পর্যায়ক্রমে সকল জেলার গৃহহীন ও গরিব মানুষের মাঝে স্বল্প খরচে ফ্ল্যাট ও প্লট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে অক্টোবর ২০১৭ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুরে বস্তিবাসীদের জন্য ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন–পিআইডি

তিনি আরো বলেন, এছাড়া আলাদা দুটি প্রকল্পে বস্তিবাসী ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য ভাড়াভিত্তিক আরো ১০ হাজার ৫৩০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের ভিসা ব্যবস্থা সহজ করেছে ভারত

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভিসা ব্যবস্থা আরো সহজ করেছে ভারত সরকার। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মিত্রবাহিনীর সদস্য ছিলেন তাঁরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। শীঘ্রই ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ঢাকা সফরে আসবেন এবং সেসময় দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে তিনি শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র অনুসারে, ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময় যাদের বয়স ১৩ থেকে ১৯ বছর ছিল তাঁরা এখন থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি বহুমুখী সফরের মাল্টিপল ভিসা পাবেন। এতদিন পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের দীর্ঘমেয়াদি ভিসা দেওয়া হতো যাদের বয়স যুদ্ধের সময় ১৯ থেকে ৬৫ ছিল। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারি সুযোগ পাওয়ার জন্য বয়সের নিম্নসীমা কমিয়ে দিয়েছেন। এরপরেই ভারত সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়াও এ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়া হবে পর্যটন ভিসাও।

১৯৭১ সালে যাদের বয়স ছিল ১৩ এখন তাদের বয়স ৬০ বছর এবং যাদের বয়স ১৯ ছিল, তাদের হবে ৬৫ বছর। যাদের বয়স ৬৫ বছরের বেশি তাঁদের দুদেশের চুক্তির কারণে দীর্ঘমেয়াদি ভিসার যে সুযোগ রয়েছে তা-ই বিদ্যমান থাকবে। কেবল মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা ১৩ বছরের ছিলেন তাঁরাই এবার প্রবীণদের মতো সুযোগ পাবেন।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

শিশুর উন্নয়নে ৪ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

শিশুর উন্নয়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আগের চেয়ে বেশি উন্নতি করছে। এ ক্ষেত্রে চার ধাপ এগিয়ে ১৩০তম অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। গত বছর অবস্থান ছিল ১৩৪তম। সেভ দ্য চিলড্রেন প্রকাশিত 'এন্ড অব চাইল্ডহুড' প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে।

১লা জুন বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে সেভ দ্য চিলড্রেন রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ ১০০০ পয়েন্টের মধ্যে পেয়েছে ৭০১ পয়েন্ট, যা গতবারের চেয়ে ২১ পয়েন্ট বেশি। শিশুর উন্নয়নে গত এক বছরে বাংলাদেশের অগ্রগতি অন্য দেশগুলোর চেয়ে ঈর্ষণীয়। এক্ষেত্রে পাকিস্তান (১৪৯) ও আফগানিস্তান (১৬০)। বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও এগিয়ে রয়েছে শ্রীলঙ্কা (৬০), মিয়ানমার (১০৭) এবং ভারত (১১৩)। ভারতের পয়েন্ট ১৪ বেড়ে ৭৬৮ হয়েছে। প্রতিবেদনে বাল্যবিবাহ, কিশোরী বয়সে গর্ভধারণ, শিশুমৃত্যু, শিশুশ্রম, অপুষ্টি, শিশুর প্রতি সহিংসতাসহ আটটি সূচককে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। ১৭৫টি দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে যৌথভাবে সিঙ্গাপুর ও স্লোভেনিয়া।

দুস্থ শিশুদের হাতে প্রধানমন্ত্রীর উপহার

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় দুস্থ শিশুদের মধ্যে ঈদের শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২রা জুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে শিশুদের মধ্যে তিনি এই পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে ঈদ উপহার পেয়ে শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে জানায়, তারা কোনোদিন ভাবেনি যে, প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে ঈদ উপহার পাবে। তারা প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করেছে।

আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত

বিশ্বজুড়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম কমাতে কাজ চলছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ১২ই জুন পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস'। দিবসটির এবারের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা জুন ২০১৮ টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের শিশু ও কর্মকর্তা এবং শেখ জামাল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে ঈদের শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করেন–পিআইডি

প্রতিপাদ্য– 'প্রজন্মের জন্য নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য'। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০০৩ সালের জরিপ মতে, দেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত ছিল ১২ লাখ ৯১ হাজার। আর সর্বশেষ ২০১৩ সালের জরিপে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ লাখ ৮০ হাজারে। এ হিসাবে এক দশকে দেশের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম কমেছে ১০ হাজার। বিবিএস বলেছে, দেশের ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সি মোট ৩ কোটি ১৬ লাখ শিশুর মধ্যে ৩৪ লাখ শ্রমে নিয়োজিত। যা মোট শিশুদের প্রায় ৯ শতাংশ। আবার মোট শিশু শ্রমিকের ৩৭ শতাংশ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে। অর্থাৎ ১০০ শিশুর মধ্যে ৯ জনই শ্রমিক। তাদের মধ্যে তিনজন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে। মোট শিশু শ্রমিকের মধ্যে কৃষিতে ৩৬.৯, উৎপাদনমুখী শিল্পে ২৭.৩, বন বিভাগ ও মৎস্য খাতে ২৭.৪৬ এবং ১৭.৩৯ শতাংশ কাজ করছে সেবা ও পণ্য বিক্রিতে।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি) অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বিশ্বে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন হবে। আর ২০২৫ সালের মধ্যে কোনো শিশু শ্রমিকই থাকবে না।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতিসংঘ মহাসচিবের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন

বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি দেখতে ১লা জুলাই ঢাকা আসেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেস। কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘুরে দেখে তিনি বলেন, জীবন নিয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ হাজারো জীবন বাঁচিয়েছে এবং তারা মমত্ববোধ ও উদারতার সর্বোচ্চ রূপ দেখিয়েছে বলে জানান গুতেরেস। তিনি আরো বলেন, কিন্তু এ সংকটের অবশ্যই বৈশ্বিক সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ সফরে এসে কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন ক্যাম্প ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টে জাতিসংঘের মহাসচিব একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন–বাবা মায়ের সামনেই হত্যা করা হয়েছে ছোটো ছোটো শিশুদের। তরুণী ও নারীদের করা হয়েছে গণধর্ষণ। পরিবারের সদস্যদের নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে মাটির সঙ্গে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতার মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে গত সপ্তাহে যেসব হাড় কাঁপানো ঘটনা আমি শুনেছি, তার জন্য কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলাম না। রাখাইনের এই মুসলিম জনগোষ্ঠীর এক সদস্য তার বড়ো ছেলেকে চোখের সামনে গুলি করে হত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। এমনকি ঐ ব্যাক্তির মাকেও নৃশংসভাবে হত্যা এবং তার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রাণ বাঁচাতে তিনি মসজিদে আশ্রয় নিলেও সেনারা সেখানে গিয়ে তার ওপর নির্যাতন চালায় এবং কোরান পুড়িয়ে দেয়। এসব মানুষ এমন যন্ত্রণা ভোগ করছে যা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর শুধু হৃদয়ই ভেঙে দেবে না, ক্ষোভও উসকে দিতে পারে। তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অনুধাবনের অতীত, তবু এটাই ১০ লাখ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর জন্য বাস্তবতা।

রোহিঙ্গারা নিজ দেশ মিয়ানমারের নাগরিকত্ব থেকে শুরু করে নিতান্ত মৌলিক মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত। এ জনগোষ্ঠীর ভেতরে ত্রাস ঢুকিয়ে দিতে গত বছর মিয়ানমারের নিরাপত্তাবাহিনী পদ্ধতিগতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। তাদের লক্ষ্য ছিল রোহিঙ্গাদের ভয়ংকর দুটি বিকল্পের দিকে ঠেলে দেওয়া– হয় মৃত্যু ভয় নিয়ে সেখানে থাকো, নয়তো সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে যাও। এখন নিরাপত্তার সন্ধানে দুর্বিষহ যাত্রা শেষে এই উদ্বাস্তুরা কক্সবাজারে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছে এটি এখন বিশ্বে সবচেয়ে বড়ো শরণার্থী সংকট। তারপরও সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ যেভাবে রোহিঙ্গাদের জন্য সীমান্ত ও হৃদয় খুলে দিয়েছে, সেখানে বড়ো ও সম্পদশালী দেশগুলো বহিরাগতদের মুখের ওপর দ্বার বন্ধ করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের মমত্ববোধ ও উদারতা মানবতার সর্বোচ্চ রূপ দেখানোর পাশাপাশি হাজারো মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে।

বিশ্ব সম্প্রদায়কে অবশ্যই রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান করতে হবে। প্রাণ হাতে নিয়ে পালানো মানুষদের আশ্রয় দিতে গিয়ে বাংলাদেশের মতো সামনের সারির দেশগুলো যাতে একা হয়ে না যায় তারজন্য জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো শরণার্থী বিষয়ে একটি বৈশ্বিক চুক্তি চূড়ান্ত করছে। তবে এখনকার জন্য জাতিসংঘ ও অন্যান্য মানবিক সাহায্য সংস্থাগুলো পরিস্থিতি উন্নয়নে শরণার্থী ও আশ্রয়দাতা দেশগুলোর সঙ্গে কাজ করছে। কিন্তু দুর্যোগ এড়াতে আরো সম্পদ জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজন। সেইসঙ্গে শরণার্থী সংকটে বৈশ্বিকভাবে দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার নীতিতে আরো গুরুত্ব দিতে হবে।

জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেস এবং বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম ২রা জুলাই ২০১৮ কক্সবাজারে কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন–পিআইডি

বাংলাদেশকে ৪৮ কোটি ডলার অনুদান দিয়েছে বিশ্বব্যাংক

মিয়ানমার থেকে নির্যাতিত হয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পয়ঃনিষ্কাশন, নিরাপদ পানি ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশকে ৪৮ কোটি ডলার অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। ২৯শে জুন এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্বব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ এই সহায়তায় প্রথম কিস্তিতে ৫ কোটি ডলার ছাড়ের অনুমোদন দিয়েছে, যা বাংলাদেশে চলমান বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যয় করা হবে। কানাডা সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে রোহিঙ্গাদের জন্য এই সাহায্য দিচ্ছে বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা সংস্থা– আইডিএ।

মিয়ানমার থেকে বিতারিত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের দেখতে দুইদিনের সফরে ৩০শে জুন বাংলাদেশে আসেন বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম। কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘুরে দেখে বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট এক বিবৃতিতে বলেন, রোহিঙ্গাদের দুর্দশা আমাদের নাড়িয়ে দিয়েছে। তারা স্বেচ্ছায় নিরাপদে মর্যাদার সঙ্গে নিজেদের ঘরে ফিরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের সহায়তা দিয়ে যেতে আমরা প্রস্তুত আছি। এই সফরে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেন।

দারিদ্র্য নিরসন ও সবার জন্য সুযোগ সৃষ্টিতে বাংলাদেশ 'বিশ্বনেতা'

বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক উন্নতির প্রশংসা করে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম বলেছেন, দারিদ্র্য নিরসন ও সবার জন্য সুযোগ সৃষ্টিতে বাংলাদেশ 'বিশ্বনেতা' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নতি অন্যান্য দেশের জন্য অনুপ্রেরণার। দুইদিনের বাংলাদেশ সফর শেষে ১লা জুলাই তিনি এসব কথা বলেন। উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে তিনি বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

রপ্তানি হচ্ছে দেশীয় ফ্যান

গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশন গড়ে তুলেছে ফ্যান তৈরির আধুনিক কারখানা। যুক্ত হয়েছে জার্মানি, জাপান, তাইওয়ানের অত্যাধুনিক মেশিনারিজ ও প্রযুক্তি। রয়েছে ডিজাইন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং পণ্য গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ। উচ্চশিক্ষিত, মেধাবী ও দক্ষ প্রকৌশলী এবং টেকনিশিয়ানদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটি শক্তিশালী কর্মীবাহিনী। যারা প্রতিনিয়ত গবেষণার মাধ্যমে দেশেই উৎপাদন করছে উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক ফ্যান বা পাখা।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক ও রিচার্জেবল ফ্যান তৈরি করছে ওয়ালটন। নিজস্ব কারখানায় তৈরি এসব ফ্যানে ব্যবহৃত হচ্ছে উন্নতমানের কাঁচামাল। দৃষ্টিনন্দন ডিজাইন, সাশ্রয়ী মূল্য, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং সহজলভ্য বিক্রয়োত্তর সেবার কারণে ক্রেতা পছন্দের শীর্ষে আছে ওয়ালটন ফ্যান। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ওয়ালটনের এসব ফ্যান রপ্তানি হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। ইতোমধ্যে নেপাল, নাইজেরিয়া, পূর্ব তিমুর ও সিসেলসে ফ্যান রপ্তানি হচ্ছে। খুব শিগগিরই আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশেও যাবে ওয়ালটন ফ্যান।

পাঁচ হাজার কোটি টাকার কৃষিপণ্য রপ্তানি

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের প্রধান কৃষিপণ্যের মধ্যে রয়েছে চা, সবজি, ফুল, ফল, মসলা, শুকনো খাবার ইত্যাদি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুরু থেকেই ইতিবাচক ধারায় রয়েছে দেশের কৃষিপণ্য রপ্তানি। গত জুলাই-মে সময়ে কৃষিপণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮ শতাংশ। মোট আয় ৬০ কোটি ৯০ লাখ ডলার। দেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই জুলাই ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬' প্রদান অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ববিতাকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেন–পিআইডি

ইপিবি'র তথ্য মতে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসের কৃষিপণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫২ কোটি ৩০ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। এর বিপরীতে আয় হয়েছে ৬০ কোটি ৯০ লাখ ডলার। যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি। আর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রথম ১১ মাসের তুলনায়ও ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের ২০১৬-১৭ প্রথম ১১ মাসে এ খাতের আয় ছিল ৫১ কোটি ৫৭ লাখ ডলার।

জুলাই-মে মেয়াদে সবজি রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৭ কোটি ১২ লাখ ৩০ মার্কিন ডলার। গত জুলাই-মে মেয়াদে ফল রপ্তানিতে আয় হয়েছে ২২ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ এবং আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৪১ দশমিক ৭৭ শতাংশ বেশি। এছাড়া এ সময়ে মসলা জাতীয় পণ্য রপ্তানি করে চার কোটি ছয় লাখ ডলার, শুকনো খাবার রপ্তানিতে ১৭ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার, তামাক জাতীয় পণ্য রপ্তানি করে ৫ কোটি ৪২ লাখ ডলার আয় হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬

৮ই জুলাই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ও একে এম রহমত উল্লাহ এমপি।

২০১৬ সালের চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন– আজীবন সম্মাননা– আকবর হোসেন পাঠান ফারুক, ফরিদা আক্তার ববিতা। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র: *অজ্ঞাতনামা*–প্রযোজক ফরিদুর রেজা সাগর, শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র: *ঘ্রাণ*–প্রযোজক এস. এম. কামরুল আহসান, শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র: *জন্ম সাথী*–প্রযোজক একাত্তর মিডিয়া লিমিটেড ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক অমিতাভ রেজা চৌধুরী–*আয়নাবাজি*, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে সুচিন্ত্য চৌধুরী চঞ্চল (চঞ্চল চৌধুরী)–*আয়নাবাজি*, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে (যুগ্ম) নুসরাত ইমরোজ তিশা–*অস্তিত্ব* ও কুসুম সিকদার–*শঙ্খচিল*, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে (যুগ্ম) আলী রাজ–*পুড়ে যায় মন* এবং ফজলুর রহমান বাবু–*মেয়েটি এখন কোথায় যাবে*, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে তানিয়া আহমেদ–*কৃষ্ণপক্ষ*, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা খল চরিত্রে শহীদুজ্জামান সেলিম–*অজ্ঞাতনামা*, শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী আনুম রহমান খান (সাজবাতি)–*শঙ্খচিল*, শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক ইমন সাহা–*মেয়েটি এখন কোথায় যাবে*, শ্রেষ্ঠ গায়ক সৈয়দ ওয়াকিল আহাদ–*দর্পন বিসর্জন*, শ্রেষ্ঠ গায়িকা মেহের আফরোজ শাওন–*কৃষ্ণপক্ষ*, শ্রেষ্ঠ গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার–*মেয়েটি এখন কোথায় যাবে*, শ্রেষ্ঠ সুরকার ইমন সাহা–*মেয়েটি এখন কোথায় যাবে*, শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার তৌকির আহমেদ–*অজ্ঞাতনামা*, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার (যুগ্ম) অনম বিশ্বাস–*আয়নাবাজি* এবং সৈয়দ গাউসুল আলম– *আয়নাবাজি*, শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা সৈয়দা রুবাইয়াত হোসেন–*আন্ডার কনস্ট্রাকশন*, শ্রেষ্ঠ সম্পাদক ইকবাল এহসানুল কবির–*আয়নাবাজি*, শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক উত্তম গুহ–*শঙ্খচিল*, শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক রাশেদ জামান–*আয়নাবাজি*, শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক রিপন নাথ–*আয়নাবাজি*, শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জা (যুগ্ম) মো. আব্দুস ছাত্তার–*নিয়তি* এবং ফারজানা সান–*আয়নাবাজি*, শ্রেষ্ঠ মেকাপম্যান মাহবুব রহমান মানিক–*আন্ডার কনস্ট্রাকশন*।

সরকারি অনুদান পেলেন ছয় নির্মাতা

পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পর এবার স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ছয়জন নির্মাতাকে দেওয়া হয় সরকারি অনুদান। ৬ই জুন তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুদানপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়। অনুদানপ্রাপ্তরা হলেন– 'আড়ং' নামের শিশুতোষ চলচ্চিত্রের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস, 'দ্য লক্ষণ দাস সার্কাস' প্রামাণ্যচিত্রের জন্য ঝুমুর আসমা জুঁই, 'ঘরগেরস্থি' নির্মাণের জন্য মো. মাসুদুর রহমান (রাহিম), 'ধড়' নির্মাণের জন্য আকা রেজা গালিব, 'ঘরে ফেরা' নির্মাণের জন্য এস এম কামরুল আহসান এবং 'ওমর ফারুকের মা' চলচ্চিত্রের এম এম জাহিদুর রহমান সরকারি অনুদান পেয়েছেন। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য তারা ১০ লাখ টাকা করে পেয়েছেন। প্রতিটি চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য ৩৫ থেকে ৫৫ মিনিট।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

এশিয়া কাপে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল

দাপুটে বোলিংয়ের পর ব্যাট হাতেও জ্বলে উঠলেন বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটাররা। যার ফলে ভারতের বিপক্ষে এশিয়া কাপের ফাইনালে ঐতিহাসিক জয় পেল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল।

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের কিনরারা একাডেমিতে গত ১০ই জুন এশিয়া কাপের ফাইনালে টসে জিতে ভারতীয় মেয়েদের ব্যাটিংয়ে পাঠান বাংলাদেশ অধিনায়ক সালমা খাতুন। বাংলাদেশি মেয়েদের বোলিং তোপে পড়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১১২ রান করে ভারত। ১১৩ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শেষ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে সালমা বাহিনী।

ছয়বারের এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন দলটিকে ৩ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা ঘরে তুলল বাংলাদেশ। ছেলেমেয়ে মিলিয়ে ক্রিকেটের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো টুর্নামেন্টের শিরোপা ঘরে তুলল বাংলাদেশ দল।

এর আগে এশিয়া কাপের এ সপ্তম আসরে প্রথম ম্যাচটি শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে যাওয়ার পর টানা চার ম্যাচেই জয় পায় বাংলাদেশ। পাকিস্তান, ভারত, থাইল্যান্ড এবং সবশেষে মালয়েশিয়াকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। উল্লেখ্য, এশিয়া কাপে প্রতিবারই ফাইনাল খেলেছে ভারত এবং প্রতিবারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এবারই প্রথম বাংলাদেশ ফাইনাল খেলল এবং প্রথম ফাইনালেই বাজিমাত করল। শিরোপাজয়ী মেয়েদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মেয়েরা অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্বকাপে

নারী টি-২০ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশের সালমা বাহিনী। ১৪ই জুলাই বাছাই পর্বের হল্যান্ডের স্পোর্টপার্কে অনুষ্ঠিত ফাইনালে আয়ারল্যান্ডকে ২৫ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। ওপেনার আয়েশা রহমানের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের (৪৬) পর পেসার পান্না ঘোষের অসাধারণ বোলিংয়ে (৫/১৬) এবার বাছাই পর্বের এক নম্বর দল হয়েছে বাংলাদেশ।

বাছাই পর্বের গ্রুপ পর্বে টানা তিন ম্যাচ জিতে বাংলাদেশ। পাপুয়া নিউগিনিকে ৮ উইকেটে, স্বাগতিক হল্যান্ডকে ৭ উইকেটে এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনাল চূড়ান্ত করে বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটাররা। সেমিফাইনালে স্কটল্যান্ডকে ৪৯ রানে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে বাংলাদেশ এবং সেইসঙ্গে টি-২০ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতাও অর্জন করে নেয় বাংলাদেশের প্রমীলারা। আর চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেন বাড়তি একটা পূর্ণতা এনে দেয় এই মেয়েরা।

উল্লেখ্য, এ বছর নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত হবে নারী টি-২০ বিশ্বকাপ। আগে থেকে চূড়ান্ত আট দলের সঙ্গে বাছাই পর্ব খেলে যুক্ত হলো আরো দুটি দল– বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজংগী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এসকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

বিশ্বজুড়ে জুলাই: স্মরণীয় ও বরণীয়

তারিখ	ঘটনা
১লা জুলাই ১৯২১	'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত
২রা জুলাই ১৭৫৭	বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে মোহাম্মদী বেগ
৩রা জুলাই ২০০৯	সাহিত্যিক ও গবেষক আলাউদ্দিন আল আজাদের মৃত্যু
৪ঠা জুলাই ১৭৭৬	স্বাধীনতা ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র
৪ঠা জুলাই ১৯০২	স্বামী বিবেকানন্দ পরলোকগমন করেন
৪ঠা জুলাই ১৯৩৪	পদার্থ ও রসায়নে নোবেলজয়ী নারী বিজ্ঞানী মেরি কুরির মৃত্যু
৫ই জুলাই ১৯৬২	ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা লাভ করে আলজেরিয়া
৫ই জুলাই ১৯৯৬	প্রথম ক্লোন মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসেবে 'ডলি' নামের একটি ভেড়ার জন্ম
৬ই জুলাই ১৮৮৫	ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ও এমিলে জলাতঙ্ক টিকার প্রথম সফল পরীক্ষা চালান
৭ই জুলাই ১৯৩০	বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র শার্লক হোমসের স্রষ্টা স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের মৃত্যু
৮ই জুলাই ১৪৯৭	ভারতের উদ্দেশে পর্তুগিজ অভিযাত্রী ভাস্কো-দা-গামার সমুদ্র যাত্রা শুরু
৮ই জুলাই ১৯১৪	ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্ম
৮ই জুলাই ১৯৯৭	বাংলাদেশের ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের পরলোকগমন
৯ই জুলাই ২০১১	সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দক্ষিণ সুদানের অভ্যুদয়
১০ই জুলাই ১৮৮৫	জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্ম
১০ই জুলাই ২০০১	সপ্তম জাতীয় সংসদের স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর পরলোকগমন
১১ই জুলাই ১৯৩৬	কবি আল মাহমুদের জন্ম
১২ই জুলাই ১৯৯৬	সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ী পাকিস্তানের মালালা ইউসুফ জাইয়ের জন্ম
১৩ই জুলাই ১৯৪২	অভিনেতা আবদুল্লাহ আল মামুনের জন্ম
১৩ই জুলাই ১৯৬৯	জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মৃত্যু
১৬ই জুলাই ১৯৬৯	তিনজন নভোচারী নিয়ে চাঁদের উদ্দেশে মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপোলো ১১-এর যাত্রা
১৭ই জুলাই ১৯৩১	মুসলিম জাগরণের কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর পরলোকগমন
১৮ই জুলাই ১৭০৩	ইংরেজ বিজ্ঞানী কোষ আবিষ্কারক রবার্ট হুকের জন্ম
১৮ই জুলাই ১৮৪১	উপমহাদেশের প্রথম আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা কলেজের প্রতিষ্ঠা
১৮ই জুলাই ১৯১৮	বর্ণবাদবিরোধী অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম
১৯শে জুলাই ১৮৬৩	বাঙালি শিল্পী ও সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম
১৯শে জুলাই ২০১২	জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের পরলোকগমন
২০শে জুলাই ১৯১৯	প্রথম এভারেস্টজয়ী নিউজিল্যান্ডের পর্বতারোহী এডমুন্ড হিলারির জন্ম
২০শে জুলাই ১৯৬০	বিশ্বের প্রথম নারী হিসেবে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে
২০শে জুলাই ১৯৭৪	বাংলার মুসলিম নারীদের প্রথম সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেগম' প্রকাশিত
২২শে জুলাই ১৮১৪	বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম
২২শে জুলাই ২০১২	প্রথম বাঙালি হিসেবে প্রণব মুখার্জী ভারতের ১৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত
২৩শে জুলাই ১৯৯৫	মার্কিন বিজ্ঞানী অ্যালান হেল ও টমাস বপ আবিষ্কার করে 'হেলবপ ধূমকেতু'
২৪ শে জুলাই ১৯৮০	বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়ক উত্তম কুমারের পরলোকগমন
২৫শে জুলাই ১৯৭৮	যুক্তরাজ্যে লুইস ব্রাউন নামে বিশ্বের প্রথম টেস্ট টিউব শিশুর জন্ম
২৬শে জুলাই ১৯৫৬	আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ'-এর জন্ম
২৭শে জুলাই ১৯৩১	বাংলা লোকসংগীতের বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আবদুল আলীমের জন্ম
২৭শে জুলাই ২০১৫	ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের পরলোকগমন
২৯শে জুলাই ১৮৮৩	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ইতালির সর্বাধিনায়ক বেনিতো মুসোলিনীর জন্ম
২৯শে জুলাই ১৯৫৭	আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) গঠিত
২৯শে জুলাই ১৯৫৮	মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA প্রতিষ্ঠিত
৩০শে জুলাই ১৯৫৩	বাংলা চলচ্চিত্রের বিখ্যাত অভিনেত্রী ববিতার জন্ম
৩১শে জুলাই ১৯৮০	উপমহাদেশের বিখ্যাত সংগীত শিল্পী মোহাম্মদ রফির পরলোকগমন।

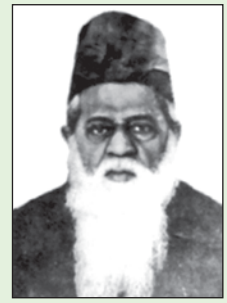

ভাষাবিজ্ঞানী ও পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৮৫ সালের ১০ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (এসএসসি সমমান) এবং ১৯০৬ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ (এইচএসসি সমমান) পাস করেন। তিনি কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে সম্মানসহ বিএ (১৯১০) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এমএ (১৯১২) ডিগ্রি অর্জন করেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি (১৯২৮) ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি আইন বিষয়েও পড়াশুনা করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত, বাংলা, আইন, ফরাসি ভাষার শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি কিছুদিন বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। এছাড়া কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কিছুদিন আইন ব্যবসার সাথেও জড়িত ছিলেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা একাডেমিতে সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তাঁর নেতৃত্বে বাংলা পঞ্জিকা একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত রূপ পায়। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা তাঁর জীবনের প্রধান একটি কাজ। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো– ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, রুবাইয়্যাত-ই-ওমর খ্যায়াম, বিদ্যাপতি শতক, বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড), বাংলা ব্যাকরণ ইত্যাদি।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কর্মজীবনে বিদ্যা বাচস্পতি, প্রাইড অফ পারফরমেন্স পদকে ভূষিত হন। ফ্রান্স সরকার তাঁকে নাইট অফ দি অর্ডারস অফ আর্টস অ্যান্ড লেটার্স পুরস্কার দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মরণোত্তর ডি লিট উপাধি দেয়। ১৯৮০ সালে মরণোত্তর বাংলাদেশের স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়। ১৯৬৯ সালের ১৩ই জুলাই মহান এ জ্ঞানতাপসের মৃত্যু হয়।

প্রতিবেদন: নাসরিন নিশি

নবারুণ

নিয়মিত পড়ুন, কিনুন,
লেখা ও মতামত পাঠান।
এখন মোবাইল অ্যাপে
পাওয়া যাচ্ছে।

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠান
email : editornobarun@dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ
নবারুণ
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলিসহ
অন্যান্য প্রকাশনা এখন
পাওয়া যাবে আরো সহজে

০১৫৩১-৩৮৫১৭৫ নম্বরে

যোগাযোগ করে গ্রাহক
চাঁদা পাঠালেই
বাড়ি পৌঁছে যাবে
আমাদের প্রকাশনাসমূহ

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৩১১৪২
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: editornobarun@dfp.gov.bd ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 39, No. 01, July 2018, Tk. 25.00

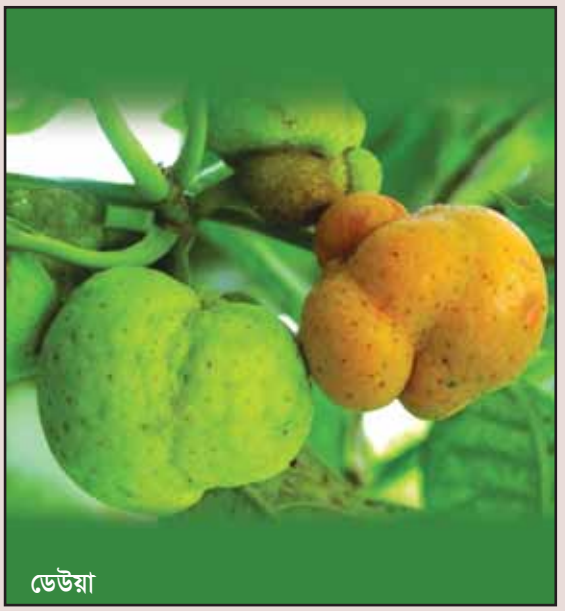
ডেউয়া

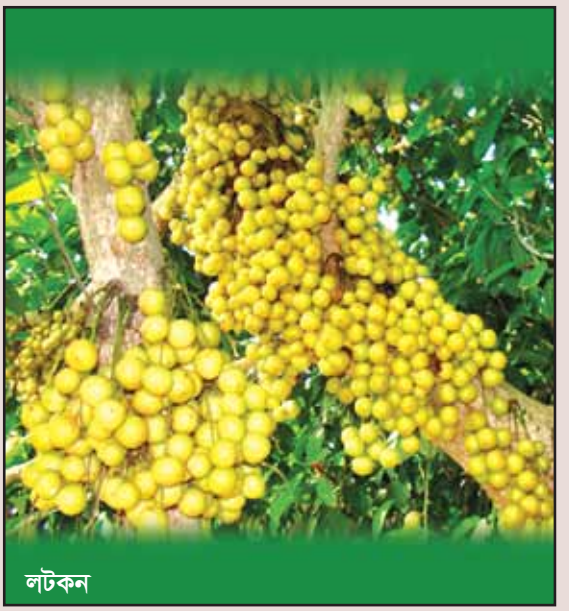
লটকন

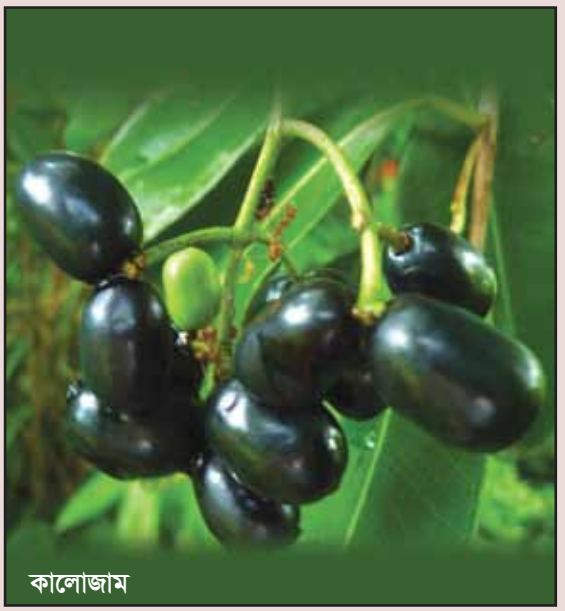
কালোজাম

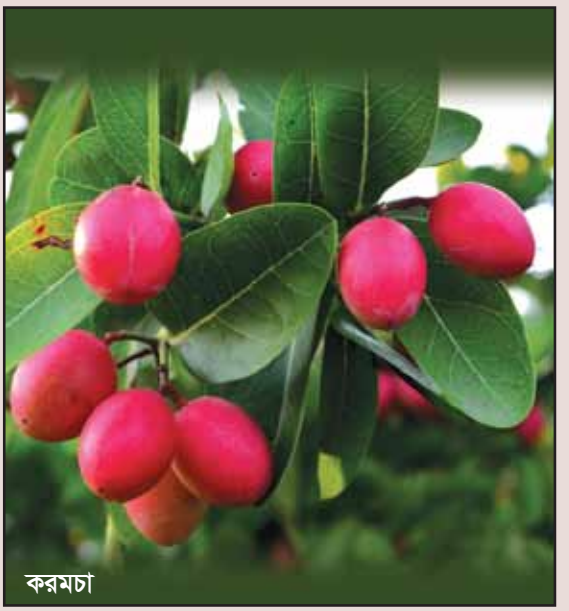
করমচা

বর্ষায় দেশজ ফল

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।